গীতামৃত

শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ

১৩৫৭

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা—১২ হইতে
প্রকাশিত ও শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক সাধারণ প্রেস লিমিটেড্
১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড্ হইতে মুদ্রিত।

ওঁ তৎসৎ

উৎসর্গ

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

যাঁহার প্রসাদে দেহ করিয়া ধারণ
এ' মরজগৎ-মাঝে লভিয়াছি স্থান,
যৌবনে সংসার-ক্ষেত্রে করিয়া প্রবেশ
যাঁহার আদর্শ স্থাপি সম্মুখে আমার
লভিয়াছি শিক্ষা, সদা ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যজি,
নিষ্কাম নির্লিপ্ত ভাবে কর্ত্তব্য পালনে ;—
ঈশ্বরের অহেতুকী কৃপার পরশে
সংসারের অসারতা করি অনুভব,
শ্রীগুরু-চরণাম্বুজে লভিয়া আশ্রয়
অফুরন্ত আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,—
সাক্ষাৎ-দেবতা সেই ধৈর্য্যের মূরতি
পিতৃদেব-শ্রীচরণে শ্রদ্ধা-ভক্তিভরে
সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাধনার ফল
ক্ষুদ্র এই গ্রন্থ মোর করিনু অর্পণ।

আপনার সৌভাগ্যবান্ সন্তান
শম্ভুনাথ

নিবেদন

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাকাব্য মহাভারত পাঠে আমরা জানতে পারি যে, দ্বাপর যুগের শেষভাগে পৈত্রিক রাজ্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এই দুই ভায়ের ছেলেদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই কুরুরাজের বংশসম্ভূত হলেও, ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেরা কৌরব ও পাণ্ডুর ছেলেরা পাণ্ডব নামে পরিচিত ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রেব জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন কিছুতেই পাবণ্ডদের পৈত্রিক রাজ্যেব ন্যায্য অংশ দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় কুরুক্ষেত্রের মাঠে কুরু-পাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধ বাধে, এই যুদ্ধই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধেই ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় ঘোষিত হয়েছিল, এবং উভয় পক্ষেই বহু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও তৎকালীন ভারতের রাজাসকল যোগ দিয়েছিলেন। কৌরবদের পক্ষে পাণ্ডবদের চেয়ে অনেক বেশী সৈন্য-সামন্ত ও রথী-মহারথী থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডবরাই শেষে জয়ী হয়ে নিজেদের ন্যায় ও ধর্ম্মসম্মত রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন।

অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া ন্যায় ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বিবেচনায় কর্ত্তব্যপরায়ণ স্থিরবুদ্ধি মহাযোদ্ধা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনও শেষে যুদ্ধে সম্মত হয়েই রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই আত্মীয়, বিশেষ ভাবে অর্জ্জুনের সমবয়সী, সখা ও উপদেষ্টা। সেই কারণে, এই যুদ্ধে তিনি কোনও পক্ষ অবলম্বন না ক'রে মাত্র অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করেন।

কার্য্যকালে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত কর্ত্তব্যপরায়ণ অর্জ্জুন, উভয় পক্ষেই স্বজনগণকে স্বার্থের তাড়নায় পরস্পরের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত দেখে ও এই যুদ্ধে গুরু, আত্মীয় ও বন্ধু প্রভৃতি নাশের নিশ্চয়তা জেনে, বিষাদগ্রস্ত চিত্তে স্বার্থ ও যুদ্ধ উভয়ই ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন। যে ন্যায় ও ধর্ম্মসম্মত অধিকার লাভের জন্য তিনি ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধই কর্ত্তব্য বিবেচনা করেছিলেন, এখন আত্মীয়স্বজন বিনাশে উভয় পক্ষের বংশ-নাশের আশঙ্কায় ও গুরুজন-বধজনিত পাপের ভয়ে সেই যুদ্ধকেই আবার অন্যায় ও অকর্ত্তব্য ব'লে স্থির করলেন। এমন কি তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য প্রিয়সখা হিতকামী ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তি-বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে বললেন যে, এরূপ পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে রাজ্যসুখ ভোগ করা অপেক্ষা স্বার্থ ত্যাগ ক'রে ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ করাও তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর।

শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের যুক্তি-বিচার শুনেও তাঁকে যুদ্ধেই প্রবৃত্ত হতে নির্দ্দেশ দিলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, অর্জ্জুনের এই সিদ্ধান্ত মোহ ও অজ্ঞান-প্রসূত, এটা বাস্তবিক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ নয়। নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থনে শিষ্য অর্জ্জুনের যুক্তি, বিচার, প্রশ্ন এবং গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর, অর্জ্জুনের যুক্তির খণ্ডন, প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে অমিয় উপদেশ, অধ্যাত্মতত্ত্ব সকলের গূঢ় অর্থ; এক কথায় গুরু শিষ্যের এই কথোপকথনই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে এই উপদেশবাণী গীত হয়েছিল বলেই এর নাম গীতা।

'আমি' ও 'আমার' এই অভিমান থেকেই মানবের মোহ, অজ্ঞান ও কর্ত্তব্যচ্যুতির উদ্ভব। স্বার্থবুদ্ধিতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। স্বার্থবুদ্ধিতে অর্জ্জুনেরও সেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এই তত্ত্বই গুরুরূপী শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিষ্যরূপী অর্জ্জুনকে বুঝালেন। অর্জ্জুনের যা সমস্যা, তা জগতের প্রত্যেক মানবেরই সমস্যা ; কার্য্যকালে স্বার্থবুদ্ধিতে' সকলেই কর্ত্তব্যচ্যুত হয় ও অকর্ত্তব্যকেই কর্ত্তব্য স্থির করে। প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা শক্ত কথা। অর্জ্জুনেরও তাই হয়েছিল। এই সমস্যাটী মাত্র কুরুক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, অনুরূপ সমস্যা মানবজীবনে সংসারক্ষেত্রে শাশ্বত ও চিরন্তন এবং সর্ব্বদাই মানবকে তার সমাধানে দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়। তাই অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও তার সমাধান আমাদের জীবনেও নিত্যসত্য। গীতা পাঠ ও আলোচনার সার্থকতা এই জন্যই। জাতি-ধর্ম্ম-সমাজ নির্ব্বিশেষে নিজ হিত সাধনের জন্য গীতাপাঠ সকলেরই কর্ত্তব্য। গীতায় সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। সুষ্ঠুভাবে শান্তিতে ও সুশৃঙ্খলায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়ও এই গীতা পাঠেই অবধারিত হয়। দেহ ধারণ করলে কর্ম্ম করতেই হবে। সেই কর্ম্মকে কি-ভাবে কর্ম্মযোগে পরিণত ক'রে, সংসার ক্ষেত্রে সকল কাজের মধ্যে বর্ত্তমান থেকেও মানব চরম শান্তির অধিকার লাভ করে, গীতা তাই শিক্ষা দেন।

বহু মনীষীই বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। বর্ত্তমানে গীতার বাঙ্গলা পদ্যানুবাদও অনেক

হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমার মত্যো ভাষাসাহিত্যে অনভিজ্ঞ লোকের আলাদা ক'রে গীতার পদ্যানুবাদ ও তত্ত্বালোচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার দুঃসাহস কেন হ'ল, সে বিষয়ে কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

গীতার অনুবাদ ও তত্ত্বালোচনা প্রকাশ করার দুরাশা আমার মনে কখনও উদয় হয় নি। গীতা অধ্যায়নকালে নিজের প্রয়োজনেই গীতার প্রত্যেক শ্লোকের অর্থ, অমূল্য উপদেশ সকলের ভাবার্থ ও নিহিত তত্ত্বগুলি ভাল ক'রে বুঝবার ও আয়ত্ত করবার জন্য নিজেকেই শ্লোকেব সহজবোধ্য অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও তত্ত্বালোচনা লিখতে হয়েছিল। যে জিনিষ অধ্যয়ন করা যায়, তার মর্ম্ম সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা ধরা পড়ে নিজের ভাষায় সেটাকে সহজভাবে লিখতে গেলেই। সেই কারণে গীতার প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ ও গূঢ় তত্ত্বসকলের আলোচনা নিজের গরজেই লিখেছিলাম। প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদকালে সেটা প্রথমে গদ্যে ও পরে পদ্যে লেখার বাসনা হয়। সেই পদ্যানুবাদই পরে এই 'গীতামৃত' রূপ নিয়ে বেরিয়েছে।

যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ, তাঁরা আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য, শ্রীধরস্বামীর টীকা, মধুসূদন সরস্বতীব ব্যাখ্যা প্রভৃতি অধ্যয়ন ক'রে গীতার তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারেন। কিন্তু যাঁরা সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ অভিজ্ঞ নন, তাঁরাও যে সেই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ করতে পারেন, এরকম বাঙ্গলা গীতার একান্ত অভাব। গীতা অধ্যয়নকালে নিজেই তা বিশেষভাবে অনুভব করেছি। শ্লোকের শব্দার্থ থেকে

তত্ত্ববোধ অসম্ভব বলেই মনে হয়। এই কারণেই তত্ত্ববোধের ও সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আমাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ ও বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হয়েছে। আমার মতো সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে যাতে সহজে গীতা-প্রচারিত তত্ত্বসকলের মর্ম্ম অবগত হওয়ার সুবিধা হতে পারে, সেই বিষয়ে লক্ষ্য করেই এই তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। সেই সূত্রে, প্রয়োজন বোধে গীতার পদ্যানুবাদেও কিছু কিছু তত্ত্বালোচনা করেছি।

সেগুলোকে ধারাবাহিক ও যথাযথ ভাবে সাজানর পর দেখলাম যে, ব্যাখ্যা ও তত্ত্বালোচনায় পদ্য অপেক্ষা গদ্যই অধিকতর উপযোগী। প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয়, শব্দার্থ ও তার নীচে পদ্যানুবাদ এবং প্রয়োজনস্থলে শ্লোকার্থের নীচে পদ্যে তত্ত্বব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করলে, পদ্যাংশের মাধুর্য্য নষ্ট হয় এবং পড়ারও অসুবিধা হয়। তাই সমগ্র গীতার প্রতি অধ্যায় হিসাবে বিশদ তত্ত্বালোচনা, প্রত্যেক শ্লোকের অন্বয়, শব্দার্থ, সহজ অনুবাদ ও প্রয়োজনবোধে অনুবাদের নীচে শ্লোকের তাৎপর্য্য দিয়ে 'গীতারহস্য' নামে পৃথক্ একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে। সে গ্রন্থও যন্ত্রস্থ এবং শীঘ্রই প্রকাশিত হবে আশা করা যায়। বলা বাহুল্য 'গীতারহস্যে' সহজ বাঙ্গলায় তত্ত্বালোচনা, শ্লোকের অনুবাদ, শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা ইত্যাদি ছাড়া সংস্কৃত ভাষ্য বা টীকা প্রভৃতি উদ্ধৃত হয় নি। কারণ গীতার সে-রকম বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে,— যদিও তাদের মধ্যে তত্ত্বালোচনার অংশ সামান্যই এবং জনসাধারণের কাছে সুবোধ্যও নয়।

গীতার এই ধারাবাহিক পদ্যানুবাদ 'গীতামৃত' নামে প্রকাশিত হ'ল এবং তার শেষে নির্ঘণ্ট হিসাবে বিশেষ বিশেষ শ্লোকের তত্ত্বালোচনা পৃথক্‌ভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এরূপ করার কারণ, মূল গীতাব মধ্যে ধারাবাহিক ভাবের যে ঐক্য আছে পদ্যানুবাদেও তা অব্যাহত রাখা। অনুবাদের যে সকল শ্লোক তারকা (*) চিহ্নিত, তারই তত্ত্বালোচনা নির্ঘণ্টে দেওয়া হয়েছে।

গীতা আলোচনার পদ্যাংশ 'গীতামৃত' ও গদ্যাংশ 'গীতারহস্য' পড়ে আমাব বহু হিতৈষী বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী শ্রদ্ধেয় শিক্ষকস্থানীয় বিদ্বজ্জনের ভাল লেগেছে, এবং এই বই প্রকাশের জন্য তাঁরাই আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। বিশেষতঃ আমার পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে ও তাঁরই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে এই দুঃসাহসিক কাজে অগ্রসর হয়েছি। এইটাই বই প্রকাশের কৈফিয়ৎ। তাঁরা প্রায় সকলেই পদ্যাংশ ও গদ্যাংশ পৃথক ক'রে দু'খানা বই বার করার অভিমত জানিয়েছেন।

গীতার দু'চারখানা পদ্যানুবাদ যা প্রকাশিত হয়েছে ও পেয়েছি, তা পড়েছি। সবগুলিই পয়ারছন্দে লেখা। ছন্দ মিলিয়ে গীতার অনুবাদ করতে হলে অনেক স্থলেই অর্থ পরিস্ফুট করা শক্ত, ভাব প্রকাশ করা তো প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। ছন্দ মেলাবার দিকে লক্ষ্য রাখলে অনেক সময় অর্থও বিকৃত হয়ে যায়। তাই 'গীতামৃতে' শ্লোকের অর্থ ঠিক বজায় রাখার চেষ্টা ক'রে ও স্থানে স্থানে কিছু ভাবার্থ যোগ ক'রে

অমিত্রাক্ষর ছন্দেই পদ্যাংশ লিখেছি এবং নির্ঘণ্টে সেই ভাবেই সংক্ষেপে তত্ত্বালোচনা করেছি।

যাঁরা কেবল গীতার অর্থ ও ভাবার্থ জানতে চান, তাঁদের জন্যই এই অংশ পৃথক প্রকাশ করা হল। অনুবাদ সবল পদ্যে হওয়ায় এটা সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হবে আশা করি। আর যাঁরা সহজ বাঙ্গলা ভাষায় লেখা গীতাব বিশদ তত্ত্বালোচনা, মূল শ্লোকের অন্বয়, শব্দার্থ, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য বা ভাবার্থ পড়তে চান, তাঁবা 'গীতারহস্যে' তা পাবেন। আগেই বলেছি, যাঁরা কেবলমাত্র বাঙ্গলা ভাষায় তত্ত্বালোচনা, গীতার ব্যাখ্যা, শ্লোকের অনুবাদ ইত্যাদি পড়ে গীতার মর্ম্ম গ্রহণ করতে চান, 'গীতারহস্য' তাঁদের জন্যই লেখা হয়েছে, অবশ্য বই পড়ে অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচনা ও বিশেষভাবে তত্ত্বানুভূতি ও প্রকৃত মর্ম্মার্থ গ্রহণ সম্ভব হয় না, সেটা সাধনসাপেক্ষ। তা হলেও শাস্ত্র অধ্যয়ন না করলে বা শ্রীগুরুর উপদেশ-বাণী না শুনলে তত্ত্বানুভূতির জন্য সাধনাও সম্ভব হয় না। গুরুকৃপা বা ভগবৎকৃপাই এই অনুভূতির প্রধান সহায় ও প্রকৃষ্ট উপায়। বারবাব শ্রদ্ধা ভক্তি ক'রে গীতা পাঠ করলেও গীতার মর্ম্মার্থ অনুভূত হয়। এইটাই গীতার মাহাত্ম্য।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, 'গীতামৃত' ও 'গীতারহস্য' পড়ে যদি একজনেরও গীতার মর্ম্মার্থ গ্রহণে সুবিধা ও সহায়তা হয়, তা হলেই এই বই সঙ্কলন ও প্রকাশের শ্রম সফল জ্ঞান করব; কারণ লেখাটা নিজের প্রয়োজনেই করতে হয়েছিল, বই প্রকাশের উদ্দেশ্যে নয়। আরও বিনীত নিবেদন, মরালধর্ম্মী

সুধী পাঠক ও সাধকবৃন্দ যেন গ্রন্থের দোষ ত্রুটি নিজগুণে উপেক্ষা ক'রে আপন অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়েই চেষ্টিত হন।

"ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানীর" স্বত্বাধিকারী, "সাধারণ প্রেস লিমিটেডের" পরিচালক, "শিক্ষাব্রতী" সম্পাদক স্নেহভাজন অনুজপ্রতিম শ্রীমান্ প্রহ্লাদকুমাব প্রামাণিক ভায়া এই বই প্রকাশের ও প্রচারের সকল গুরুভার নিজ স্কন্ধে নিয়ে এই দুরূহ কাজের কর্ত্তব্যদায় থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞত জানাচ্ছি ও আশীর্ব্বাদ করছি যেন ভগবানের কৃপায় তাঁর জনসেবার ও সদ্‌গ্রন্থ প্রচারের সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, তাঁর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক্।

ইতি

গুরুকৃপাপ্রার্থী

শ্রীশম্ভুনাথ দেবশর্ম্মা

গীতামৃত

প্রথম অধ্যায়

অৰ্জ্জুনবিষাদযোগ

কহিলেন ধৃতরাষ্ট্র,—কহ হে সঞ্জয়,
যুদ্ধ অভিলাষী মোর পুত্রগণ আর
পাণ্ডুর তনয়সবে হয়ে সমবেত
কি করিল ধৰ্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র-মাঝে ? ১

কহিল সঞ্জয়,—হেরি পাণ্ডববাহিনী
ব্যবস্থিত ব্যূহাকারে, রাজা দুর্য্যোধন,
আচার্য্যসমীপে গিয়া কহিলেন তাঁরে ;— ২

হে আচাৰ্য্য ! দেখুন চাহিয়া পাণ্ডবের
সুসজ্জিত বিশাল এ সেনাসমাবেশ ;
ধীমান দ্রুপদপুত্র, শিষ্য আপনার,
ব্যূহ রচি সুরক্ষিত করেছে ইহারে। ৩

মহারথ বহু শূর মহাধনুৰ্দ্ধর,
রণে ভীম-অৰ্জ্জুনের সমকক্ষ বীর,
যুযুধান, মহারথ দ্রুপদ, বিরাট,
ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ মহাবীৰ্য্যশালী,

চেকিতান, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ আর
বীর্য্যবান উত্তমৌজা, শৈব্য নরোত্তম,
যুধামন্যু বিশালবিক্রম, অভিমন্যু
সুভদ্রানন্দন, দ্রৌপদী-তনয়সবে
মোদের বিপক্ষে এই যুদ্ধে উপস্থিত।
সকলেই মহাযোদ্ধা, সবে মহারথী। ৪।৫।৬

মোদের সেনার নেতা, আমাদের মাঝে
যাঁহারা প্রধান, আপনার গোচরার্থে
কহিতেছি নাম আমি। হে দ্বিজোত্তম!
সবিশেষ অবগত হউন সবারে। ৭

সমরবিজয়ী নিজে আচার্য্য আপনি,
পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য বীর,
অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা—সোমদত্তসুত,
বিকর্ণ ও জয়দ্রথ,—সবে রণজেতা। ৮

রয়েছেন ইহা ছাড়া আরো বহু শূর,
যাঁহারা প্রস্তুত এই সমরপ্রাঙ্গণে
আমারি কারণে সবে ত্যজিতে জীবন।
সকলেই নানা শস্ত্র-প্রহারে নিপুণ;
সকলেই তাঁরা অতি যুদ্ধবিশারদ। ৯

ভীষ্মের রক্ষিত সেই সেনানী মোদের
সংখ্যার অতীত, আর পরিমিত এই
ভীমের রক্ষিত যত সেনা ইহাদের। ১০

নিজ নিজ বিভাগের অনুযায়ী সবে
ব্যূহের প্রবেশপথে হয়ে অবস্থিত,
যথাবিধি সকলেই রহি নিজ স্থানে,
সর্ব্বভাবে ভীষ্মেরেই করুন রক্ষণ। ১১

তখন রাজারে হর্ষ করিতে প্রদান
করিলেন শঙ্খধ্বনি কুরুকুলপতি
অমিতবিক্রমশালী ভীষ্ম পিতামহ
অতি ঘোর রবে করি মহাসিংহনাদ। ১২

সহসা তখন শঙ্খ, ভেরী, জয়ঢাক,
মৃদঙ্গ ও রণশিঙ্গা, বিবিধ প্রকার
রণবাদ্য একসাথে হইল বাদিত।
সে ধ্বনি ভীষণ হয়ে পশিল শ্রবণে। ১৩

শ্বেত-অশ্বযুক্ত মহারথের উপরে,
সারথী ও রথীরূপে অবস্থিত থাকি,
তখন মাধব আর পাণ্ডুর তনয়
বাজালেন উভয়েই দিব্য শঙ্খদ্বয়। ১৪

বাজালেন পাঞ্চজন্য নিজে হৃষীকেশ।
বাজাইল দেবদত্ত ধনঞ্জয় বীর।
ভীমকর্ম্মা বৃকোদর মধ্যমপাণ্ডব
পৌণ্ড্রনামে মহাশঙ্খ করিল বাদন। ১৫

বাজালেন কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির
অনন্তবিজয় শঙ্খ। সুঘোষ—নকুল।
বাজাইল সহদেব মণিপুষ্পকেরে। ১৬

ধৃষ্টদ্যুম্ন, কাশীরাজ মহাধনুর্দ্ধর,
শিখণ্ডী সে মহারথী, অজেয় সাত্যকি,
মহাবাহু অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন,
দ্রৌপদীতনয়সবে, দ্রুপদ, বিরাট,
আর যত যোধবৃন্দ, হে অবনিপতি!
তাহারা সকলে মিলি সর্ব্বদিক হ'তে
পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ করিল বাদন। ১৭।১৮

জলে স্থলে গগনেতে পৃথিবী ব্যাপিয়া
সে মহান্ ধ্বনি তুলি প্রতিধ্বনি তার
বিদীর্ণ করিল হৃদি ধার্ত্তরাষ্ট্র আর
তাদের স্বপক্ষে স্থিত যোদ্ধা সবাকার। ১৯

হে ধরণীপতি! যুদ্ধে ব্যবস্থিত দেখি
সবান্ধবে আপনার পুত্রসবাকারে,

কপিধ্বজ রথারূঢ় পাণ্ডুর তনয়
প্রবৃত্ত হইয়া রণে শস্ত্র নিক্ষেপিতে
ধনু উত্তোলন করি, ধনঞ্জয় বীর
হৃষীকেশে এইরূপ কহিল তখন।
কহিল অর্জ্জুন,—হে অচ্যুত! এই রণে
যোধবৃন্দ যারা সবে যুদ্ধ অভিলাষে
মন্দবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের সাথে
হয়েছে মিলিত তার হিতসাধনায়,
যাবৎ নেহারি আমি সে সবার মাঝে
কাহার সহিত মোরে হইবে যুঝিতে,
তাবৎ আমার রথ, সমবেত এই
উভয় সেনার মাঝে কর সংস্থাপিত। ২০।২৩

কহিল সঞ্জয়,—হে ভরতকুলমণি!
নিদ্রাজয়ী অপ্রমত্ত অর্জ্জুনের কাছে
এই বাক্য হৃষীকেশ করিয়া শ্রবণ,
উভয় সেনার মাঝে, সম্মিলিত সেই
ভীষ্ম দ্রোণ আদি যত নৃপের সম্মুখে
স্থাপি সে উত্তম রথ, কহিলেন তারে,—
"হে পার্থ! মিলিত এই দেখ কৌরবেরে"। ২৪।২৫

দেখিল তখন পার্থ সম্মিলিত তথা
উভয় সেনার মাঝে, মাতুল, শ্বশুর,

পিতৃব্য, আচার্য্য, পুত্র, ভ্রাতা, পিতামহ,
পৌত্র, মিত্র আর যত সুহৃদ-স্বজনে। ২৬

অবস্থিত দেখি সেই বান্ধবসবারে
অতি অনুকম্পাভরে কুন্তীর নন্দন
বিষাদনিমগ্ন চিত্তে কহিল তখন। ২৭

কহিল অর্জ্জুন,—এই যুদ্ধ-অভিলাষী
আত্মীয়-স্বজনে সবে দেখি সমবেত
হে কৃষ্ণ! হতেছে শুষ্ক বদন আমার,
শক্তিহীন অবসন্ন সকল শরীর। ২৮

রোমাঞ্চিত কম্পমান এ দেহ আমার;
গাণ্ডীব পড়িছে খসি' হস্ত হ'তে মোর;
চর্ম্ম মোর হইতেছে যেন দগ্ধপ্রায়। ২৯

হে কেশব! স্থির আমি রহিতে না পারি;
মন যেন বিচলিত; অমঙ্গলকর
দেখিতেছি আমি বহু লক্ষণ এখন। ৩০

আত্মীয়-স্বজন সবে বধিয়া আহবে
মঙ্গল না দেখি। নাহি চাই রাজ্য সুখ।
হে কৃষ্ণ! করি না আমি বিজয় কামনা। ৩১

হে গোবিন্দ ! বল রাজ্যে কি-বা প্রয়োজন ?
কি-বা প্রয়োজন এই জীবনে ও ভোগে ?
যাহাদের লাগি এই রাজ্যে সুখে ভোগে
মোদের কামনা,—সেই আচার্য্য, পিতৃব্য,
শ্বশুর, মাতুল, পৌত্র, পুত্র, পিতামহ,
শ্যালক, কটুম্বগণ ধনপ্রাণ পণে
যুদ্ধে অবস্থিত সবে। হে মধুসূদন !
যদ্যপি নিহত হই ইহাদের হাতে,
এদের বিনাশ তবু ইচ্ছা নাহি করি। ৩২-৩৪

চাহি না বধিতে এই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে
ত্রৈলোক্যের রাজ্য যদি পাই ; কি ছার এ
রাজ্য পৃথিবীর ! ওগো জনার্দ্দন, বল,
কি সুখ লভিব মোরা বধি এ-সবারে ? ৩৫

যদিও ইহারা সবে শত্রু আমাদের,
এদের বিনাশি তবু হব পাপভাগী।
তাই ধার্ত্তরাষ্ট্রসবে বান্ধব-স্বজনে
পারি না বধিতে মোরা। বল, হে মাধব !
কেমনে বা হব সুখী স্বজনে বধিয়া ? ৩৬

লোভে অভিভূতচিত্ত যদিও ইহারা
মিত্রদ্রোহ-পাপ আর কুলক্ষয়-দোষ

দেখিতে না পায়, কিন্তু বল জনার্দ্দন,
এই কুলক্ষয়দোষ করিয়া দর্শন
কেন না লভিব জ্ঞান আমরা সকলে
নিবৃত্ত হইতে এই পাপরাশি হ'তে ? ৩৭।৩৮

হলে কুলনাশ, নষ্ট হয় কুলধর্ম্ম
চিরপ্রচলিত। ধর্ম্ম নষ্ট হয় যবে,
অধর্ম্ম সকল কুলে হয় সঞ্চারিত। ৩৯

অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে, হে কৃষ্ণ ! তখন
কুলের ললনাসবে হয় ব্যভিচারী।
এই সব ভ্রষ্টা কুলকামিনী হইতে
হে বার্ষ্ণেয়, হয় বর্ণসঙ্কর উদ্ভব। ৪০

বর্ণের সঙ্কর শুধু কুলঘ্নসবার
নরকেরি তরে। পিতৃপুরুষেরা যত,
তারাও পতিত সবে হয় সুনিশ্চিত
পিণ্ড-তর্পণাদি ক্রিয়া লুপ্ত হয় বলি। ৪১

ধর্ম্ম-জাতি-কুলঘাতী পাপাচারীদের
বর্ণের সঙ্করকারী এই দোষ হ'তে
ধ্বংস পায় জাতি-কুলধর্ম্ম সনাতন। ৪২

শুনেছি হে জনার্দ্দন, মানবের মাঝে
কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয় যাহাদের,
নিয়ত নরকে বাস করে তাহারাই। ৪৩

হায়! হায়! মহাপাপে প্রবৃত্ত আমরা;
যে-হেতু আমরা সবে রাজ্যসুখ-লোভে।
স্বজনে বধিতে এবে হয়েছি উদ্যত। ৪৪

নিরস্ত্র, নিশ্চেষ্ট মোরে যদি এই রণে
শস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্র বধে সবে মিলি,
অধিক কল্যাণকর হবে তা-ও মোর। ৪৫

কহিল সঞ্জয়,—সেই সমরপ্রাঙ্গণে
বিষাদনিমগ্নচিত্ত অর্জ্জুন তখন
এইরূপ বাক্য বলি, নিশ্চেষ্ট হইয়া
বসিলেন রথোপরি ত্যজি ধনুশর। ৪৬

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ

কহিল সঞ্জয়,—তবে শ্রীমধুসূদন
হেরি তারে সেইরূপ বিষাদিত-মন,
সজল-আকুল আঁখি, দয়াপরবশ
কহিলেন এইভাবে অর্জ্জুনে সম্ভাষি। ১

কহিলেন ভগবান,—এ সঙ্কটকালে
অনার্য্যসেবিত এই স্বর্গের বিরোধী
যশ-বিনাশনকারী মোহ, হে অর্জ্জুন!
কি-হেতু তোমারে বল করিল আশ্রয়? ২

কাতর হ'ও না পার্থ; নহে যোগ্য তব
তোমার এ কাতরতা। হে শত্রুতাপন!
উঠ হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা ত্যজি। ৩

অর্জ্জুন কহিল তাঁরে,—হে মধুসূদন,
শত্রু বিমর্দ্দনকারি! সুতীক্ষ্ণ শায়কে
বল আমি পূজ্য এই ভীষ্ম দ্রোণ সাথে
কেমনে এ রণাঙ্গণে করিব সংগ্রাম? ৪

না বধিয়া মহামতি গুরুজনসবে
শ্রেয় হবে ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন।

কিন্তু যদি বধি এই ধর্ম্ম অর্থ কাম
মোক্ষ উপদেশদাতা গুরুজনে রণে,
ভুঞ্জিতে হইবে তবে ইহজগতেই
তাঁদের রুধিরলিপ্ত ভোগ্যবস্তু যত। ৫

জয়লাভ করি, কিংবা হই পরাজিত,—
বুঝি না ইহার মাঝে কি-বা শ্রেষ্ঠতর।
সম্মুখে রয়েছে সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রসবে
যাদের বধিয়া মোরা বাঁচিতে না চাই। ৬

কুলক্ষয়পাপ-ভয়ে চিত্ত অভিভূত,
আত্মীয়স্বজন-বধে দীনতা আমার।
এ সঙ্কটকালে হয়ে ধর্ম্মবুদ্ধিহীন,
জিজ্ঞাসি তোমারে, মোরে কহ সুনিশ্চিত
শ্রেয়স্কর শুভদায়ী হবে যাহা মোর।
তোমার শরণাগত, শিষ্য আমি তব,
কি মোর কর্ত্তব্য, মোরে কর উপদেশ। ৭

ধরণীর শত্রুহীন সমৃদ্ধ রাজত্ব,
অথবা দেবতা'পরে আধিপত্যলাভ,
এ দু'য়ের মাঝে কিছু দেখিতে না পাই
সমর্থ হইবে যাহা নিবারিতে মোর
ইন্দ্রিয়সন্তাপদায়ী এই শোকরাশি। ৮

কহিল সঞ্জয়,—সর্ব্ব ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা
গোবিন্দেরে এই বাক্য বলিয়া তখন,
শত্রুর তাপন নিদ্রাবিজয়ী অর্জ্জুন
"যুদ্ধ করিব না" বলি হ'লেন নীরব। ৯

হে ভারত! হৃষীকেশ, যেন হাস্য করি,
উভয় সেনার মাঝে বিষাদিতমন
অর্জ্জুনেরে এই বাক্য বলিলেন তবে। ১০

কহিলেন ভগবান,—হতেছ কাতর
শোকের অযোগ্য যারা তাহাদের লাগি ;
কহিছ বচন পুন বিজ্ঞজনপ্রায়।
মৃত বা জীবিত এই উভয়েরি তরে
বিবেকী পণ্ডিত কভু করে না বিলাপ। ১১ *

না ভাবিও মনে, ছিল না অস্তিত্ব পূর্ব্বে
আমার, তোমার বা এ নৃপতিসবার,
অথবা পশ্চাতে মোরা থাকিব না সবে। ১২ *

দেহীর এ দেহে যথা হয় প্রকাশিত
কৌমার যৌবন জরা, সেই মত তুমি
দেহান্তর প্রাপ্তি তা-ও জেন সুনিশ্চিত।
জ্ঞানী যারা, তারা তাহে মোহিত না হয়। ১৩

ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিরাজি বিষয়-সংযোগে
শীতাতপ সুখদুঃখ করিছে প্রদান।
হে কৌন্তেয়! আদি অন্ত আছে তাহাদের।
হে ভারত! অনিত্য তা, সহ্য কর তারে। ১৪ *

সুখদুঃখে সমজ্ঞান যেই ধীরজনে
ব্যথিত না করে কভু ইন্দ্রিয়বিষয়,
হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই মোক্ষ-অধিকারী। ১৫

নির্ণয় করিয়া ইহা তত্ত্বদর্শীসবে
জেনেছে নিশ্চিত—নাহি সতের বিনাশ,
নাহিক অস্তিত্ব কিছু অসৎ যা তার;
পরমার্থসত্তা কিছু নাহি অসতের। ১৬

পরিব্যাপ্ত যিনি এই বিশ্ব-চরাচরে,
জেন তাঁরে অবিনাশী। সেই অব্যয়ের
বিনাশ-সাধনে কেহ সমর্থ না হয়। ১৭ *

অবিনাশী অবিকারী পরিচ্ছেদহীন
দেহীর এ দেহসব জানিও নশ্বর।
হে ভারত! সেই হেতু যুদ্ধ কর তুমি। ১৮ *

হন্তা কিংবা হত বলি দেহীরে যে ভাবে,
অজ্ঞ তারা। উভয়ে না জানে, কভু ইনি
হত নাহি হন, কিংবা করেন হনন। ১৯

দেহীর জনম নাই, নাহি মৃত্যু তাঁর।
ছিল না তা', র'বে না তা', নাহি বর্ত্তমানে—
এরূপ না ভেব মনে। ইনি নির্ব্বিকার,
জনমরহিত, নিত্য, পরিণামহীন,
সত্তারূপে সর্ব্বব্যাপী, সদা বিদ্যমান ;
দেহের বিনাশে তাঁর না হয় বিনাশ। ২০

হে পার্থ! ইহারে যে-বা জানে অবিনাশী
জনমরহিত নিত্য পরিণামহীন,
কিরূপে সে বধে কারে ? অথবা কেমনে
হননে প্রবৃত্ত করে কাহারে সে জন ? ২১

জীর্ণ-বাস পরিহরি নূতন বসন
যেরূপ গ্রহণ করে মানবসকল,
সেইরূপ দেহী, তাঁর জীর্ণ দেহ ত্যজি,
অপর নূতন দেহ করেন ধারণ। ২২

নাহি পারে অস্ত্র তাঁরে করিতে ছেদন ;
সলিল না পারে তাঁরে ক্লিন্ন করিবারে ;
দহন করিতে শক্তি নাহি পাবকের ;
শুষ্ক করিবারে তাঁরে না পারে পবন। ২৩

অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, ইনি নিত্য, অচঞ্চল,
অক্লেদ্য, অশোষ্য আর রূপান্তরহীন ;
সনাতন সর্ব্বব্যাপী জানিও ইহারে। ২৪

ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, সদা অবিকারী,
মনের অচিন্তনীয়, বাক্যের অতীত,
জানি তাঁরে এইরূপে, তাঁহাব কারণ
পার না করিতে তুমি শোক পরিতাপ। ২৫ *

আর যদি কর মনে,—ইনি নিত্যজাত
কিংবা নিত্যমৃত, তথাপি হে মহাবাহু,
করিতে পার না শোক তাঁহার লাগিয়া। ২৬ *

জন্মিলে মরণ ধ্রুব, মরিলে জনম।
সে-হেতু ঘটিবে যাহা জান' সুনিশ্চিত,
পার না করিতে শোক বৃথা তার লাগি। ২৭ *

হে ভরতকুলরত্ন '. জেন সুনিশ্চিত,—
আদিতে অবক্ত্য জীব, অন্তেও তাহাই,
ব্যক্ত শুধু জন্ম আর মৃত্যুর মাঝারে।
কি হেতু তাহার লাগি শোক পরিতাপ ? ২৮

আত্মা যিনি দেহী এই দেহের মাঝারে,
তাঁহারে আশ্চর্য্যরূপে দেখে কোন জন,—
আত্মতত্ত্ব করে বোধ আশ্চর্য্য বলিয়া।
কেহ বা কীর্ত্তন করে আশ্চর্য্যরূপেতে ;—
তিনিও আশ্চর্য্য বক্তা, যিনি আত্মবিদ্।
বাক্যের অতীত আত্মা ; বর্ণনা তাঁহার
অতীব আশ্চর্য্যবৎ হয় প্রতিভাত।

কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ শুনে সেই কথা ;
শুনিয়াও কেহ তাঁরে না পারে জানিতে।
গুরু আচার্য্যের কাছে শুনি সবিশেষ
আত্মার স্বরূপতত্ত্ব পারে না বুঝিতে।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব বাক্য-মনাতীত,
শ্রোতা বক্তা উভয়েই আশ্চর্য্য পুরুষ। ২৯

দেহী যিনি সবাকার দেহে, হে ভারত,
নিত্য তিনি, অবিকারী, পরিণামহীন।
সর্ব্বদা অবধ্য বলি জানিও তাঁহারে।
দেহধারী এই সর্ব্ব ভূতের লাগিয়া
পার না করিতে শোক তুমি সে কারণ। ৩০

স্বধর্ম্ম বিচার করি দেখিলেও তুমি
পার না কম্পিত হতে। ধর্ম্মযুদ্ধ-বিনা
ক্ষত্রিয়ের অন্য কিছু শ্রেয় নাহি আর। ৩১

স্বর্গদ্বার-মুক্তকারী যদৃচ্ছা-আগত,
হে পার্থ! এ যুদ্ধলাভ করে তাহারাই
ক্ষত্রিয়ের মাঝে যারা হয় ভাগ্যবান। ৩২ *

এই ধর্ম্মযুদ্ধ যদি নাহি কর তুমি
স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যজি হবে পাপভাগী। ৩৩

অযশ ঘোষিবে তব সবে চিরকাল,
মানীর অযশ সদা মরণ-অধিক। ৩৪

মহারথীসবে তোমা ভাবিবে নিশ্চয়
ভয়ের কারণে তুমি বিরত সমরে।
ছিলে সম্মানিত তুমি যাহাদের কাছে,
তাদের নিকটে এবে হবে তুমি হীন। ৩৫

তব সামর্থ্যের নিন্দা করি শত্রুগণ
অকথা কুকথা বহু কহিবে এখন।
অধিক কি দুঃখকর আছে তাহা হ'তে ? ৩৬

হত যদি হও রণে, হবে স্বর্গলাভ।
হও যদি জয়ী,—পৃথ্বী ভুঞ্জিবে নিশ্চয়।
যুদ্ধের লাগিয়া তাই দৃঢ় করি মন,
হে কৌন্তেয়, উঠ তুমি শোক পরিহরি। ৩৭

সুখদুঃখ লাভালাভ জয়-পরাজয়ে
করি সমজ্ঞান, শুধু যুদ্ধেরি কারণ
হও যুদ্ধে রত,—নাহি হবে পাপভাগী। ৩৮ *

পরমার্থবস্তুতত্ত্ব বিবেক-বিষয়ে
সাংখ্যযোগে করিলাম জ্ঞান-উপদেশ।
কর্ম্মযোগ-উপদেশ শুন কহি এবে,
যে বুদ্ধি-সহায়ে তুমি, হে পার্থ! নিশ্চয়
পারিবে ত্যজিতে সর্ব্ব কর্ম্মের বন্ধন। ৩৯

আরম্ভ করিলে এই ধর্ম্মের সাধন
বিফলতা নাহি তায়, নাহি প্রত্যবায়

অঙ্গবৈগুণ্যের হেতু। স্বল্পমাত্র যদি
নিষ্কাম এ কর্ম্মযোগ হয় অনুষ্ঠিত,
তাহাও করিবে ত্রাণ মহাভয় হ'তে। ৪০ *

হে কুরুনন্দন! নিষ্কাম এ কর্ম্মযোগে
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একই প্রকার।
ফল-অভিলাষী বুদ্ধি অব্যবসায়ীর
বহু শাখাযুক্ত আর অনন্ত প্রকার। ৪১ *

হে পার্থ! যাহারা মূঢ় বিচারবিহীন
কামী স্বর্গলোভী, রত বৈদিক ক্রিয়ায়,
বেদের ব্যাখ্যায় তুষ্ট শুধু অর্থবাদে,
কহে ইহা ভিন্ন কিছু নাহি অন্য আর,
জন্মকর্ম্মফলপ্রদ করমবহুল
ভোগ-ঐশ্বর্য্যের ইহা একমাত্র পথ ;—
শুনি সেই প্রশংশিত বাক্য তাহাদের
মুগ্ধচিত্ত যে মানব হয় অনুরাগী
ভোগ-ঐশ্বর্য্যের প্রতি, নাহি হয় তার
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধিনিবিষ্ট। ৪২।৪৩।৪৪ *

জেন সর্ব্ববেদ তিন গুণের বিষয়।
হে অর্জ্জুন! হও তুমি গুণের অতীত ;
নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে কর অবস্থান।
অপ্রাপ্ত বিষয়ে লোভ করি পরিহার,
প্রাপ্তবস্তু সংরক্ষণে হয়ে যত্নহীন,

সুখদুঃখ সমজ্ঞানে, প্রমাদ তেয়াগি
নিত্য সত্ত্বভাবে তুমি হও প্রতিষ্ঠিত। ৪৫

বারিরাশি সর্ব্বদেশ করিলে প্লাবিত
যে-বা প্রয়োজন দেখ ক্ষুদ্র জলাশয়ে,
তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের কাছে
জেন বেদে সেইরূপ থাকে প্রয়োজন। ৪৬

কর্ম্মে তব অধিকার, নহে কর্ম্মফলে।
ফলের প্রত্যাশী হয়ে করিও না কাজ।
কর্ম্ম বর্জ্জনেও যেন প্রবৃত্তি না হয়। ৪৭

সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সদা করি সমজ্ঞান,
অনুষ্ঠিত কর্ম্মে ফল-কামনা তেয়াগি
যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর ধনঞ্জয়।
ফলাফলে সমজ্ঞান—জেন যোগ বলি। ৪৮

কাম্যকর্ম্ম হেয় অতি বুদ্ধিযোগ হ'তে।
ফলাফলে সমজ্ঞান করি সব কাজে
বুদ্ধির আশ্রয় তুমি লহ ধনঞ্জয়।
হেয় তারা, করে যারা ফলের কামনা। ৪৯

বুদ্ধিযোগযুক্ত যারা, ইহজনমেই
পাপপুণ্য উভয়েরে করে তারা ত্যাগ।
যোগের কারণে তাই হও যত্নবান।
জেন তুমি,—যোগ শুধু কর্ম্মের কৌশল। ৫০

সর্ব্বত্র সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হয়ে জ্ঞানী,
ত্যজিয়া কামনা সর্ব্ব কর্ম্মজাত ফলে,
মুক্ত হয়ে সংসারের বন্ধন হইতে
লভে সেই মোক্ষরূপ অনাময় পদ। ৫১

অবিবেকরূপ মোহ-মালিন্য যখন
ত্যজিবে তোমার বুদ্ধি, সেইক্ষণে তুমি
লভিবে বৈরাগ্য শ্রুত-শ্রোতব্য বিষয়ে। ৫২ *

বিবিধ বিষয় পূর্ব্বে শুনিয়া তোমার
সংশয়-আকুল বুদ্ধি হয়েছে চঞ্চল।
বুদ্ধি যবে অচঞ্চল হয়ে সমাধিতে
আত্মজ্ঞানলাভ তরে একাগ্র হইয়া
রহিবে সুস্থির, যোগ লভিবে তখন। ৫৩ *

কহিল অর্জ্জুন,—বল লক্ষণ কি তার,
হে কেশব, সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ যে-বা।
ব্যুত্থিত হইয়া পুন সমাধি হইতে
কি-ভাবে সে স্থিতপ্রজ্ঞ করে অবস্থান?
কিরূপ আলাপ করে, অথবা কিরূপে
এই ভূমণ্ডলে সদা করে বিচরণ? ৫৪

কহিলেন ভগবান,—হে পার্থ! যখন
আপনি হইয়া তুষ্ট আপন আত্মায়

ত্যজে যোগী মনোগত কামনাসকল,
জেন তারে সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বলি। ৫৫

উদ্বেগরহিত চিত্ত দুঃখেতে যাহার,
সুখেতে নিস্পৃহ যে-বা,—আসক্তিবিহীন,
ক্রোধভয়শূন্য সেই মুনিরে জানিও,
ব্যুত্থিত সে স্থিতপ্রজ্ঞে স্থিতধী বলিয়া। ৫৬

মমতাবিহীন যে-বা সর্ব্ব বিষয়েতে,
শুভ বস্তুলাভে নাহি হয় আনন্দিত,
নহে অসন্তুষ্ট কভু অশুভ বিষয়ে—
অনুচিত হর্ষ শোক নাহিক যাহার,—
জানিও তাহারে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলি। ৫৭

কূর্ম্ম যথা নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংহরে,
সেইরূপ যে-বা নিজ ইন্দ্রিয়সকল
ইন্দ্রিয়বিষয় হ'তে করে সংহরণ
সর্ব্বভাবে, জেন তারি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৫৮

অসমর্থ হয় যে-বা ইন্দ্রিয়সহায়ে
বিষয় গ্রহণে, কিংবা করে না গ্রহণ,
বিষয়ের অনুভূতি নাহি হয় তার ;
কিন্তু নাহি যায় তার ভোগ অভিলাষ।
যে-বা আত্মদর্শী জ্ঞানী, সদা আত্মারাম,
আত্মদরশনে তার, আত্মানন্দ হেতু,

বিষয়-বাসনা সব হয় নিবারিত ;
বিষয়-সম্ভোগস্পৃহা নাহি থাকে তার। ৫৯

বিক্ষোভ সৃজনকারী এই ইন্দ্রিয়েরা
বলে আকর্ষণ করে ইন্দ্রিয়বিষয়ে,
হে কৌন্তেয় ! যত্নশীল বিবেকীরো মন। ৬০

যোগী সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ে করিয়া সংযত,
নিজ অন্তরাত্মামাঝে পরমাত্মারূপী
আত্মাতেই চিত্ত তার করি সমর্পণ,
নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে করে অবস্থান।
আত্মবশীভূত সর্ব্ব ইন্দ্রিয় যাহার,
জানিও তাহারি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বলি। ৬১

নিয়ত নিরত যে-বা বিষয়-চিন্তায়,
বিষয়ে আসক্ত সেই হয় পরিশেষে।
কামের জনম জেন আসক্তি হইতে ;
কামনা হইতে হয় ক্রোধের উদয়,—
বাধা পেলে, হয় কাম ক্রোধে পরিণত। ৬২

ক্রোধ হ'তে মোহের জনম। মোহ হ'তে
স্মৃতির বিভ্রম। স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিনাশ।
বুদ্ধিনাশ হয় যার, তারি সর্ব্বনাশ। ৬৩

আত্মবশীভূত সর্ব্ব ইন্দ্রিয়সহায়ে
সমূহ বিষয় সদা করিলেও ভোগ,

রাগদ্বেষ বিবর্জ্জিত সেই চিত্তজয়ী
পুরুষপ্রধান লভে চিত্তের প্রসাদ। ৬৪ *

আত্মপ্রসাদের ফল—সর্ব্ব দুঃখনাশ।
যে-হেতু অচিরে সেই প্রশান্তচেতার
আত্মজ্ঞানলাভে প্রজ্ঞা হয় প্রতিষ্ঠিত। ৬৫ *

যে-জন অজিতেন্দ্রিয়, জ্ঞান নাহি তার।
চিত্তচাঞ্চল্যের হেতু নাহি তার ধ্যান।
নহে যে-বা আত্মধ্যানী, শান্তি কোথা তার ?
শান্তি যার নাই, তার সুখ না সম্ভবে। ৬৬

প্রতিকূল বায়ু যথা সাগরমাঝারে
ভাসমান তরণীরে করে বিচালিত,—
সেইমত অবিজিত ইন্দ্রিয়ের মাঝে
যে-কোন বিষয়ে মন হলে প্রধাবিত,
সেই আকর্ষিয়া তারে হরে প্রজ্ঞা তার। ৬৭

তাই মহাবাহু, জেন ইন্দ্রিয়সকল
আপন বিষয় হ'তে সর্ব্বভাবে যার
হয়েছে নিবৃত্ত, তারি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৬৮

পরমাত্মতত্ত্বরূপ অধ্যাত্মবিষয়—
জীবের নিকটে যাহা আঁধারস্বরূপ,
জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তাহে রহে জাগরিত।
সর্ব্ব কাম্য সুখৈশ্বর্য্য সম্পদ সম্ভোগে

যাহে জীব থাকে সদা সজাগ হইয়া,
আত্মদর্শী মুনি তাহা দেখে রাত্রিপ্রায়। ৬৯

অচল-গম্ভীর পূর্ণ সমভাবে স্থিত
সাগরে যেরূপ ধায় সলিলপ্রবাহ
সেইরূপ সর্ব্ব ভোগ্যবিষয় যাহাতে
ধায় অযাচিতভাবে, সাম্যভাবে স্থিত
সেই অবিক্ষুব্ধ যোগী করে শান্তিলাভ।
ভোগের কামনা যার, শান্তি সে না পায়। ৭০

সর্ব্ব কামনায় ত্যজি, মমতাবিহীন
নিস্পৃহ নিরহঙ্কার যে ধীর পুরুষ
করে বিচরণ,—সেই করে শান্তিলাভ। ৭১

ইহারেই জেন, পার্থ, ব্রাহ্মীস্থিতি বলি।
বিমুগ্ধ না হয় সেই রহে যে এ-ভাবে।
মরণকালেও যদি এ অবস্থা পায়,
সে-ও করে ব্রহ্মলাভ, পরমনির্ব্বাণ। ৭২

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

কহিল অর্জ্জুন,—যদি, ওগো জনার্দ্দন,
তব মতে কর্ম্ম হ'তে জ্ঞান শ্রেষ্ঠতর,
বল তবে, হে কেশব ! হিংস্র এই কাজে
কি-হেতু আমারে তুমি করিছ নিয়োগ ? ১

এইরূপ বিমিশ্রিত তব বাক্য যেন
করিতেছে বুদ্ধি মোর মোহে বিমোহিত।
একটী নিশ্চয় করি কহ তুমি মোরে
যাহা হ'তে শ্রেয়োলাভ পারি করিবারে। ২

কহিলেন ভগবান্,—হে পবিত্রচেতা !
কহিয়াছি ইহলোকে নিষ্ঠা দ্বিপ্রকার।
নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান,—
যোগী সদা কর্ম্মযোগে থাকে রত হয়ে।
সাংখ্যযোগী, জ্ঞানপথে কর্ম্ম করি ত্যাগ,
বিবেক-বিচারে রত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে। ৩

জানিও না করি কেহ কর্ম্ম অনুষ্ঠান
নিষ্ক্রিয় অবস্থা লাভে সমর্থ না হয়।
শুধু কর্ম্মত্যাগে নাহি হয় সিদ্ধিলাভ। ৪

নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া বর্জ্জন
ক্ষণমাত্রকাল কেহ রহিতে না পারে।
প্রকৃতি হইতে জাত ত্রিগুণের বশে,
নিজ স্বভাবের সদা হয়ে অনুগামী
অবশ হইয়া সবে হয় কর্ম্মে রত। ৫

কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মেন্দ্রিয়ে করিয়া সংযত,
ইন্দ্রিয়বিষয় চিন্তা করি মনে মনে
শুধু কর্ম্ম ত্যজি যে-বা করে অবস্থান,—
সেই মূঢ়চেতা ধরে মিথ্যাচারী নাম। ৬

কিন্তু যে-বা, হে অর্জ্জুন, আপন অন্তরে
ইন্দ্রিয় সংযত করি, অনাসক্ত হয়ে
কর্ম্মেন্দ্রিয়ে কর্ম্মযোগ করে অনুষ্ঠান,—
সেই অনাসক্ত কর্ম্মী যোগ্য প্রশংসার। ৭

কর্ম্মত্যাগ হ'তে কর্ম্ম জেন শ্রেষ্ঠতর।
নিত্য রত হও তাই কর্ম্ম অনুষ্ঠানে।
অবশ্য-কর্ত্তব্য যাহা কর সেই কাজ।
কর্ম্ম নাহি কর যদি জেন তুমি স্থির,
অসম্ভব হবে তব শরীরধারণ। ৮

যে কর্ম্ম যজ্ঞার্থে কৃত তাহা ভিন্ন আর
অন্য কর্ম্মে পায় লোক কর্ম্মের বন্ধন

ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে তাই হইয়া নিষ্কাম,
হে কৌন্তেয় ! যজ্ঞ হেতু কর্ম্মে হও রত। ৯

যজ্ঞসহ প্রজাবর্গ করিয়া সৃজন
কহিলেন প্রজাপতি ব্রহ্মা পুরাকালে,—
ঐইরূপ যজ্ঞ করি তোমরাও সবে
কর বৃদ্ধিলাভ। সর্ব্ব অভীষ্ট-বিষয়ে
এই যজ্ঞ ভোগপ্রদ হউক সবার। ১০

যজ্ঞ করি দেবগণে কর সংবর্দ্ধিত ;
দেবতাও তোমাদের করুন বর্দ্ধন।
এইরূপে পরস্পর করি সংবর্দ্ধন
পরম মঙ্গলল.ভ কর তোমা সবে। ১১

বর্দ্ধিত হইয়া যজ্ঞে দেবতাসকল
সর্ব্বাভীষ্ট ভোগ্যবস্তু করিবেন দান।
দেবতার দান যাহা ভোগ্যবস্তু সব,
দেবতারে দিয়া ফাঁকি, যে-বা করে ভোগ,
পরবিত্ত-অপহারী,—চোর সে নিশ্চয়। ১২

যজ্ঞ-অবশেষভোজী সাধু মহাত্মারা
জেন সদা মুক্ত হন সর্ব্ব পাপ হ'তে।
শুধু নিজ তরে যে-বা করে অন্ন-পাক,
পাপই ভোজন করে সেই দুরাচার। ১৩

অন্ন হ'তে জীবের উদ্ভব। মেঘ হ'তে
অন্নের জনম ; মেঘের সৃজন জেন
সদা যজ্ঞ হ'তে। যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভূত। ১৪ *

বেদ হ'তে জেন সর্ব্ব কর্ম্মের উদ্ভব।
যাগযজ্ঞ তপস্যাদি নিত্য-নৈমিত্তিক
অদৃষ্টসৃজনকারী সকল কর্ম্মই
বেদের বিধানে সদা হয় নিষ্পাদিত।
বেদ পরব্রহ্মজাত। যজ্ঞে, সেই হেতু,
সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা সদা প্রতিষ্ঠিত। ১৫

প্রবর্ত্তিত এই কর্ম্মচক্র-আবর্ত্তনে
অনুযাত্রা যে-বা নাহি করে ইহলোকে,
হে পার্থ, জানিও সেই ইন্দ্রিয়ে আসক্ত
পাপাত্মা বৃথাই করে জীবনধারণ। ১৬

কিন্তু প্রীত রহে যে-বা আপন আত্মায়,
আত্মাতে সন্তুষ্ট সদা, তৃপ্ত আত্মাতেই,—
বাহ্য বিষয়েতে যে-বা সদা উদাসীন,
আপন আনন্দ ল'য়ে আপনি বিভোর,—
কিছুমাত্র নাহি তার করণীয় কাজ। ১৭

ইহলোকে কর্ম্মে তার নাহি প্রয়োজন ;
না করেও কর্ম্ম যদি নাহি প্রত্যবায়।
কোন প্রয়োজন তার নাহি সর্ব্বভূতে। ১৮

সে-হেতু সর্ব্বদা তুমি অনাসক্ত হ'য়ে
অবশ্য-কর্ত্তব্য যাহা কর সেই কাজ।
সেই লভে শ্রেষ্ঠ ফল, যে-বা ফল ত্যজি
অনাসক্ত হ'য়ে করে কর্ত্তব্য পালন।　১৯ *

পুরাকালে জনকাদি বহু মহাত্মাই
করেছেন সিদ্ধিলাভ কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে ;
হয়েছেন কর্ম্মযোগে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।
স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত সদা রাখিতেও সবে
স্বধর্ম্মের আচরণ কর্ত্তব্য তোমার।　২০

শ্রেষ্ঠ লোক যে যে ভাবে করে আচরণ,
যে-ভাবে সে যে-কর্ম্মের করে অনুষ্ঠান,
জনসাধারণে তার হয় অনুগামী।
প্রমাণ বলিয়া যাহা ক র সেই স্থির,
প্রমাণস্বরূপ তাহা মানি সাধারণে
রত হয় সদা অনুসরণে তাহার।　২১

কিছুই কর্ত্তব্য মোর নাহি ত্রিজগতে ;
প্রাপ্য বা অপ্রাপ্ত কিছু নাহিক আমার ;
ত্রিলোকে নাহিক মোর করণীয় কাজ ;—
তথাপি, হে পার্থ! আমি কর্ম্মেতেই রত।　২২

অলসতা পরিহরি যদি কদাচিৎ
প্রবৃত্ত না হই আমি কর্ম্ম অনুষ্ঠানে,

হে পার্থ, নিশ্চয় তবে মানবসকল
সর্ব্বভাবে আমারই হ'য়ে অনুগামী
আমারি দর্শিত পথ করিবে আশ্রয়। ২৩

নাহি যদি করি আমি কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
উৎসন্ন হবে তবে এই প্রজাকুল।
বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইয়া আপনি
আমিই এ প্রজাবর্গ করিব বিনাশ। ২৪

আসক্ত হইয়া ফলে অবোধ যেমন,
হে ভারত, করে কাজ, জ্ঞানীও সেরূপ
লোকশিক্ষা তরে সদা অনাসক্ত হ'য়ে
করিবে সকল কর্ম্ম নিজে সম্পাদন। ২৫

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞজনে জ্ঞান-উপদেশে
করিবে না জ্ঞানী তার বুদ্ধি বিচালিত।
আপনি যতনে সর্ব্ব কর্ম্ম অনুষ্ঠিয়া
বিদ্বান কর্ম্মেতে তারে করিবে নিয়োগ।
আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাবে জীবেরে। ২৬

প্রকৃতি হইতে জাত ত্রিগুণের ভেদে
সর্ব্বভাবে সর্ব্বকর্ম্ম হয় সম্পাদিত।
অহঙ্কারে মূঢ়চিত্ত অবোধ অজ্ঞান
নিজেরেই কর্ত্তা বলি ভাবে সব কাজে। ২৭ *

প্রকৃতির গুণজাত স্বভাবের বশে
ইন্দ্রিয় আকৃষ্ট সদা আপন বিষয়ে।
কিন্তু মহাবাহু, যেই বিদ্বান পুরুষ
জ্ঞাত এই তত্ত্ব গুণ-কর্ম্ম বিভাগের,
কর্ত্তৃত্বের অভিমান সেই করে ত্যাগ। ২৮

প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ বিভ্রান্ত মানব
গুণ আর গুণজাত কর্ম্মেতে আসক্ত।
মন্দবুদ্ধি সেই অজ্ঞে বিচালিত কভু
করিবে না আত্মবিদ্ সর্ব্বজ্ঞ যে-জন।
কর্ম্ম ত্যজি জ্ঞানশিক্ষা দিবে না তাহারে। ২৯

বাসুদেবরূপী মোরে পরমাত্মা জানি,
জানিয়া আমারে সর্ব্বনিয়ন্তা সবার,
আমারি ইচ্ছায় কর্ম্ম হয় সম্পাদিত,—
এইরূপে জানি মোরে বিবেকসহায়ে,
আমারেই করি সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ,
ত্যজিয়া কামনা, হয়ে মমতাবিহীন,
শোকবিরহিত চিত্তে যুদ্ধ কর তুমি;
নিষ্কাম হইয়া কর স্বধর্ম্ম পালন। ৩০

শ্রদ্ধাবান যে মানব ত্যজি নিন্দাবাদ,
আমার এ বাক্যে হয়ে দোষদৃষ্টিহীন

আমারি বর্ণিত পথে চলে সর্ব্বদাই,
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে সেও মুক্ত হয়। ৩১

আর যারা দোষদর্শী, নিন্দাপরবশ,
আমার এ বাক্যে যারা করি দোষারোপ
আমার দর্শিত পথে নহে অনুগামী,
তাহারাই অবিবেকী, সর্ব্বজ্ঞানহীন
পুরুষার্থভ্রষ্ট বলি জানিও নিশ্চিত। ৩২

যে-বা বুদ্ধিমান জ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত,
আপন প্রকৃতিবশে সে-ও কর্ম্মে রত।
নিজ নিজ স্বভাবের অনুযায়ী জীব
আপন প্রকৃতিবশে চলে সর্ব্বভাবে।
কি আর নিগ্রহ বল করিবে ইন্দ্রিয়ে ? ৩৩ *

আপন বিষয়ে সদা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের
বিরাগ বা অনুরাগ আছে অবশ্যই।
ইহাদের বশীভূত হইও না কভু ;
যে-হেতু, ইহারা জেন শত্রু মানবের। ৩৪

অঙ্গহীন নিজধর্ম্ম জেন তবু শ্রেয়
সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে।
পরধর্ম্ম হ'তে শ্রেয় স্বধর্ম্মে নিধন।
পরধর্ম্ম অনুষ্ঠান অতি ভয়াবহ। ৩৫ *

কহিল অর্জ্জুন,—বল, হে বার্ষ্ণেয় তবে,
বলে আকর্ষিত হয়ে কাহার প্রভাবে
অনিচ্ছায় রত লোক পাপ আচরণে ?
কে তাহারে যেন বলে করি আকর্ষণ
অনিচ্ছায় পাপকর্ম্মে করে নিয়োজিত ?   ৩৬

কহিলেন ভগবান,—রজোগুণজাত
দুঃখে পূরণীয় অতি উগ্র কাম ইহা ;
বাধা পেলে, হয় ইহা ক্রোধে পরিণত।
ইহলোকে শত্রু বলি জানিও ইহারে।   ৩৭

বহ্নি যথা ধূমে ঢাকা, মালিন্যে দর্পণ,
যেরূপ আবৃত রহে গর্ভ জরায়ুতে,
সেইরূপ জেন জ্ঞান কামে আবরিত।   ৩৮

বিবেকীর চিরবৈরী, দুঃখে পূরণীয়
কামরূপ এ অনলে, হে কুন্তিনন্দন !
জেন তুমি জ্ঞান সদা রহে সমাবৃত।   ৩৯

মন, বুদ্ধি, সর্ব্বেন্দ্রিয় আশ্রয় ইহার।
এদেরি সহায়ে জ্ঞানে করি আবরিত
কাম সদা বিমোহিত করে সর্ব্বজীবে।   ৪০

তাই, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপ্রথমেই
বশীভূত করি সর্ব্ব ইন্দ্রিয় তোমার

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সদা ধ্বংসকারী এই
পাপরূপী কামে তুমি কর পরিত্যাগ। ৪১

সর্ব্ব ইন্দ্রিয়েরে তুমি জেন শ্রেষ্ঠ বলি।
ইন্দ্রিয় হইতে মন জেন শ্রেষ্ঠতর।
মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ আরও অধিক।
বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি শ্রেষ্ঠতম।
তিনিই এ দেহী আত্মা,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনি। ৪২

এইরূপে মহাবাহু, জানিয়া তাঁহারে
বুদ্ধির অধিক শ্রেষ্ঠ, আপনার মন
বুদ্ধিযোগে আত্মজ্ঞানে করিয়া নিশ্চল
কামরূপ দুর্নিবার শত্রু কর জয়। ৪৩

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

কহিলেন ভগবান,—মোক্ষফলদায়ী
অব্যয় এ যোগ আমি কহি বিবস্বানে।
পশ্চাতে মনুরে তাহা কহে বিবস্বান্।
মনু পুন কহে তাহা পুত্র ইক্ষ্বাকুরে। ১

বংশপরম্পরা প্রাপ্ত যোগ এইরূপে
বিদিত ছিলেন পূর্ব্বে রাজর্ষিসকল।
ইহলোকে এবে তাহা, হে শত্রুতাপন,
মহতী কালের বশে হয়েছে বিনষ্ট। ২

ভক্ত তুমি, সখা মোর ;—তাই সে কারণ,
সেই পুরাতন গুহ্য রহস্যেতে ভরা
উত্তম এ যোগ আমি কহিনু তোমারে। ৩

কহিল অর্জ্জুন,—সূর্য্য জন্মিয়াছে আগে,
তোমার জনম পরে ; বুঝিব কেমনে,
পূর্ব্বেতে তুমিই ইহা কহেছ তপনে ? ৪

কহিলেন ভগবান,—হে শত্রুতাপন !
বহু জন্ম আমাদের হয়েছে অতীত।
বিদিত রয়েছি আমি সে সব ঘটনা,
কিন্তু হে অর্জ্জুন, তুমি নাহি জান তাহা। ৫

জনমরহিত, অবিনশ্বর-স্বভাব
ঈশ্বর যদিও আমি সকল ভূতের,
তথাপি করিয়া বশ. স্বীয় প্রকৃতিরে
আত্মমায়াযোগে আমি হই দেহধারী। ৬

হে ভারত ! যে যে কালে হয় ধর্ম্মগ্লানি,
অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে প্লাবিত জগৎ,
সেই সেই কালে আমি সৃজি আপনারে ;
স্থূল দেহধারীরূপে হই আবির্ভূত। ৭

সাধুরে তরাতে আর দুষ্টে বিনাশিতে,
ধর্ম্মস্থাপনের তরে, আমি যুগে যুগে
দেহীরূপে অবতীর্ণ হই ধরামাঝে। ৮ *

হে অর্জ্জুন ! জানে যে-বা স্বরূপতঃ এই
আমার জনম আর কর্ম্ম অলৌকিক,
আমারেই পায় সেই ; ত্যজি দেহ তার
নাহি জন্মে পুন দেহ করিয়া ধারণ। ৯

আমাগতচিত্ত, মোরে করিয়া আশ্রয়,
ক্রোধহীন, বীতরাগ, ভয়-বিবর্জ্জিত,

জ্ঞান-তপস্যায় পূত বহু মহাত্মাই
আমার স্বরূপ শেষে করেছেন লাভ। ১০

আমারে যে-ভাবে যে-বা ভজে ইহলোকে
সেই ভাবে অনুগ্রহ করি আমি তারে।
হে পার্থ! সকল লোকে জেন সর্ব্বভাবে
আমারি ভজনমার্গে হয় অনুগামী। ১১

ফলে শীঘ্র কর্ম্মফল; তাই ইহলোকে,
ফলকামী যারা, তা'রা ভজে দেবতায়। ১২

গুণ আর গুণজাত কর্ম্মের বিভাগে
আমারই সৃষ্ট জেন বর্ণচতুষ্টয়।
যদিও সে সবাকার স্রষ্টা আমি, তবু
অব্যয় অকর্ত্তা বলি জানিও আমারে। ১৩

কর্ম্মরাশি লিপ্ত কভু করে না আমায়।
কিছুমাত্র স্পৃহা মোর নাহি কর্ম্মফলে।
আমারে এ-ভাবে যে-বা জানে ভালমতে
কর্ম্মেতে আবদ্ধ পুন না হয় সে-জন;
কর্ম্ম করি নাহি পায় কর্ম্মের বন্ধন। ১৪

পূর্ব্ব মুমুক্ষুও সবে জানি এইরূপে
করেছিল এ-ভাবেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান;

সে-হেতু, তুমিও সেই পূর্ব্ব-পূর্ব্বকালে
তাহাদের অনুষ্ঠিত পন্থা অনুসরি
সেইভাবে কর সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন। ১৫

কি-বা কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম, বিচারে ইহার
বিবেকী পণ্ডিত সে-ও হয় বিমোহিত।
জানি যাহা মুক্ত হবে অশুভ হইতে
করিব তোমারে সেই কর্ম্ম-উপদেশ। ১৬

দুর্জ্ঞেয় কর্ম্মের গতি ;—তারে জানা চাই।
কি কর্ম্ম বিহিত,—যাহা কর্ত্তব্য জীবের,
নিষিদ্ধ কি কর্ম্ম আর কি-বা কর্ম্মত্যাগ,
অতি প্রয়োজন এই তত্ত্বের বিচার। ১৭

মনুষ্যের মাঝে জেন সেই বুদ্ধিমান
যে-বা দেখে কর্ম্মেতেই সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগ,
সর্ব্ব কর্ম্ম স্থিত সদা কর্ম্মত্যাগ-মাঝে।
জেন সেই কর্ম্মযোগী, সর্ব্ব কর্ম্মকারী। ১৮

কামনাবর্জ্জিত ফলে সর্ব্ব কর্ম্ম যার,
সর্ব্ব কর্ম্ম দগ্ধ যার জ্ঞানের আগুনে,
তারেই পণ্ডিত বলি কহে বিজ্ঞজন। ১৯

ত্যজিয়া আসক্তি সর্ব্ব কর্ম্মে কর্ম্মফলে,
কর্ত্তৃত্বের অভিমান করি পরিত্যাগ
কর্ম্মের আশ্রয় সদা করে যে বর্জ্জন,
দেহেন্দ্রিয়'পরে যে-বা অভিমানহীন,
সর্ব্বদাই রহে তৃপ্ত,—নিষ্কাম সে-জন।
করিয়াও সর্ব্ব কর্ম্ম কিছু সে না করে। ২০

নিষ্কাম, সংযতচিত্ত, সর্ব্ব বিষয়েতে
কর্ত্তৃত্বের অভিমানশূন্য যেই জন,
শরীরসহায়ে মাত্র করে যদি কাজ,
জানিও সে কভু নাহি হয় পাপভাগী। ২১

প্রার্থনা ও যত্নবিনা যদৃচ্ছা-আগত
অনায়াসলব্ধ দ্রব্যে পরিতুষ্ট যে-বা,
শীতাতপ সহ্যশীল, দ্বেষবিরহিত,—
সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদবিহীন,
জেন সে-ও কর্ম্ম করি না পায় বন্ধন। ২২

অনাসক্ত কর্ম্মফলে, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত,
রাগদ্বেষ-ধর্ম্মাধর্ম্ম-বন্ধনবিহীন,
অকর্ত্তা অভোক্তা বলি জানি আপনারে
যজ্ঞ হেতু হয় যে-বা কর্ম্মে নিয়োজিত,
অথবা যে কর্ম্ম করে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে,

ফলসহ কর্ম্ম সেই নিষ্কাম কর্ম্মীর
নির্ব্বিশেষে ধ্বংস হয় জ্ঞানের আগুনে। ২৩

যজ্ঞপাত্র ব্রহ্ম যার, হবি ব্রহ্মরূপ,
ব্রহ্মরূপ অনলে যে ব্রহ্মরূপ হোতা
ব্রহ্মেরে আহুতি দেয় হোম ব্রহ্ম জানি,
সর্ব্ব কার্য্যে এইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধি যার,
ব্রহ্মত্বই লভে সেই ব্রহ্ম-পরায়ণ। ২৪

শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত হয়ে পূজি দেবতায়
কর্ম্মযোগী দেবযজ্ঞ করে অনুষ্ঠান।
জ্ঞানযোগী সর্ব্বক্ষেত্রে ব্রহ্মদৃষ্টি করি
পরমাত্মা জীবাত্মার অভেদ দর্শনে
জ্ঞানযজ্ঞে ব্রহ্মরূপ অনলে আপন
আত্মারে আহুতি দিয়া ব্রহ্মে হয় স্থিত। ২৫

কেহ জ্ঞানেন্দ্রিয়সবে করি প্রত্যাহার
আপন বিষয় হ'তে, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়েরে
আহুতি প্রদান করে সংযম-অনলে।
ইন্দ্রিয়বিষয় ত্যজি, চিত্ত করি স্থির,
ধ্যান-ধারণায় তারে একাগ্র করিয়া
সমাধি-কারণে তারে করে নিয়োজিত।
অপর কেহ-বা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বিষয়,—

ইন্দ্রিয়সহায়ে সেবি অনাসক্ত হয়ে,—
ইন্দ্রিয়-অনলে করে আহুতি প্রদান। ২৬

ধ্যাননিষ্ঠ অন্য কেহ নিষ্ক্রিয় হইয়া
সমাধিতে মন লয় করিয়া আত্মায়
সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম প্রাণকর্ম্ম আর
জ্ঞান-উদ্দীপিত আত্মসংযম-অনলে
আহুতি প্রদান করি রহে অবস্থিত।
প্রাণ আর ইন্দ্রিয়েরে করিয়া নিরোধ
ধ্যানযোগে সমাধিতে চিত্ত করি লয়,
সমাধির পরিপাকে নির্ব্বিকল্প হয়ে
আত্ম-পরমাত্ম তত্ত্বে হয় প্রতিষ্ঠিত। ২৭

দানরূপ দ্রব্যযজ্ঞ করে কোন জন।
কেহ-বা তপস্যা করে কৃচ্ছ্রসাধনায়।
চিত্তবৃত্তি রোধ করি ধ্যাননিষ্ঠ হয়ে
সমাধি-কারণে কেহ যোগযজ্ঞে রত।
কেহ-বা হইয়া রত বেদ অধ্যয়নে
স্বাধ্যায়যজ্ঞের সদা করে অনুষ্ঠান।
বেদ-বেদাঙ্গের গূঢ় অর্থ সুনিশ্চিত
করিতে নির্ণয় যুক্তি-বিচারসহায়ে,
কোন যোগী রত জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠানে

নিষ্ঠাবান যত্নশীল কেহ-বা অপরে
হয় সদা তীব্র ব্রতযজ্ঞ পরায়ণ। ২৮

অপানে আহুতি দিয়া কেহ প্রাণবায়ু
পূরকসহায়ে করে অন্তরকুম্ভক।
প্রাণেতে অপানবায়ু কেহ করে হোম
রেচকসহায়ে তারে বাহ্যকুম্ভকেতে।
প্রাণ-অপানের গতি করিয়া নিরোধ
প্রাণায়ামপর কেহ হয় এইরূপে। ২৯

অপর কেহ-বা সদা হয়ে মিতাহারী
প্রাণরূপ ইন্দ্রিয়েরে করিয়া সংযত
স্থির অচঞ্চল চিত্তে কুম্ভকসহায়ে
প্রাণ আর অপানের গতি রুদ্ধ করি,
প্রাণেই তাদের করে আহুতি প্রদান।
যজ্ঞেতে ক্ষয়িতপাপ যজ্ঞ-অবশেষ
অমৃত ভোজনকারী, এই যজ্ঞবিদ্
সকলেই সনাতন ব্রহ্ম করে লাভ।
যজ্ঞরূপ ক্রিয়াফলে হইয়া নিষ্পাপ,
জ্ঞানামৃত করি পান যজ্ঞকারী সবে
জ্ঞান লভি অবশেষে মোক্ষ করে লাভ
হে কুরুসত্তম! যে-বা হয় যজ্ঞহীন

দেহান্তে না হয় তার মনুষ্য-জনম ;
স্বর্গলোকলাভ তার রহে বহুদূরে। ৩০।৩১

এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে
বিহিত বলিয়া সদা হয়েছে বর্ণিত।
জেন সে-সকলি তুমি কর্ম্ম হ'তে জাত।
সর্ব্ব যজ্ঞে এইভাবে হইয়া বিদিত
জ্ঞাননিষ্ঠ হলে, তবে হবে মোক্ষলাভ। ৩২

হে শত্রুসন্তাপদায়ি! জেন তুমি স্থির—
দ্রব্যযজ্ঞ হ'তে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের সাধন।
ক্রিয়াকর্ম্ম আদি যত সকল যজ্ঞই
জ্ঞানলাভ তরে সদা হয় অনুষ্ঠিত।
হে পার্থ! জানিও তুমি সকল যজ্ঞের
জ্ঞানেতেই শেষ পরিসমাপ্তি বলিয়া। ৩৩

তত্ত্বদর্শী জ্ঞাননিষ্ঠ আচার্য্যের কাছে
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, গুরুসেবা করি
কর তুমি জ্ঞানার্জ্জন। তাঁহারা সকলে
করিবেন তোমারে সে জ্ঞান উপদেশ। ৩৪

যে জ্ঞান লভিয়া পুন, হে পাণ্ডুনন্দন!
এই ভাবে মোহগ্রস্ত হবে না ক আর।

বিশ্ব-চরাচর এই সর্ব্বভূতে তুমি
আপন আত্মায়, শেষে আমার মাঝারে,
অবিভিন্নরূপে সদা করিবে দর্শন। ৩৫

সর্ব্ব পাপী হ'তে যদি আরও অধিক
হও তুমি পাপাচারী, জানিও তথাপি,
জ্ঞানরূপ এই পোত করিয়া আশ্রয়
পাপরূপ মহার্ণব হবে তুমি পার। ৩৬

প্রজ্বলিত বহ্নি যথা ইন্ধনের স্তূপ
করে ভস্মীভূত, সেইরূপ, হে অর্জ্জুন,
জ্ঞানাগ্নিও সর্ব্বকর্ম্ম করে ভস্মসাৎ। ৩৭ *

নাহিক পবিত্র কিছু জ্ঞানের সমান
ইহসংসার-মাঝারে। কালে কর্ম্মযোগী,
সাধিয়া নিষ্কাম-কর্ম্ম শুদ্ধচিত্ত হয়ে,
আপন অন্তরে নিজে লভে সেই জ্ঞান—
যোগেতে সংসিদ্ধিলাভ করে সে যখন। ৩৮

একনিষ্ঠ, শ্রদ্ধাবান, যে-বা জিতেন্দ্রিয়,
শাস্ত্র-উপদেশ আর গুরুবাক্যে যার
সুদৃঢ় বিশ্বাস, সেই জ্ঞান লাভ করি
মোক্ষরূপ পরাশান্তি পায় অচিরেই। ৩৯

অবোধ, সংশয়ী আর যে-বা শ্রদ্ধাহীন
নিশ্চিত বিনাশ তার। না আছে তাহার
ইহলোক, পরলোক অথবা আনন্দ—
সংশয়ে যাহার চিত্ত সতত চঞ্চল। ৪০ *

কর্ম্মযোগে কর্ম্মত্যাগ হয়েছে যাহার,
আত্মজ্ঞানলাভে যে-বা সংশয়বিহীন,
ধনঞ্জয়! আত্মজ্ঞানী সেই ব্রহ্মবিদ্
আবদ্ধ না হয় কভু কর্ম্মের বন্ধনে। ৪১

সে-হেতু তোমার নিজ অবিবেকজাত
আপন হৃদয়স্থিত এই সংশয়েরে
জ্ঞানরূপ খড়্গাঘাতে করিয়া ছেদন
কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানে হও এবে রত।
সুখদুঃখ লাভালাভ জয়-পরাজয়ে
করি সমজ্ঞান, হয়ে সংশয়বিহীন
যুদ্ধার্থে উত্থিত তুমি হও, হে ভারত। ৪২

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ

কহিল অর্জ্জুন, তুমি, হে কৃষ্ণ, আমারে
করিছ নির্দ্দেশ কর্ম্মসন্ন্যাসের তরে;
কহ পুন কর্ম্মযোগে কর্ম্মে হ'তে রত।
একটি নিশ্চয় করি কর উপদেশ
এ দু'য়ের মাঝে যাহা হবে শ্রেয়স্কর। ১

কহিলেন ভগবান, মোক্ষলাভ হেতু
কর্ম্মের সন্ন্যাস আর কর্ম্ম কর্ম্মযোগে
জেন পন্থা উভয়েরে। কিন্তু কর্ম্মযোগ
কর্ম্মের সন্ন্যাস হ'তে হয় শ্রেষ্ঠতর। ২

কামনা না করে যে-বা, নাহি করে দ্বেষ,—
প্রীতিকর কর্ম্মে যার নাহি অনুরাগ,
অপ্রিয় কর্ম্মেও যার নাহিক বিদ্বেষ,—
জানিও তাহারে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া।
কাম-ক্রোধ-হিংসাশূন্য দ্বন্দ্বহীন জন
সংসারবন্ধন-মুক্ত হয় অনায়াসে। ৩

সাংখ্য আর যোগ ভিন্ন, কহে অজ্ঞজন;
জ্ঞানে কর্ম্মযোগে ভেদ না দেখে ধীমান।

একটিও পূর্ণরূপে হলে অনুষ্ঠিত
উভয়ের ফল তাহে হয়ে থাকে লাভ। ৪

জ্ঞানসাধনায় জ্ঞানী লভে যেই স্থান,
কর্ম্মযোগী কর্ম্মযোগে সেই স্থান পায়।
সাংখ্যযোগে কর্ম্মযোগে যে-বা দেখে এক
সে-জন সম্যক্‌দর্শী,—সেই দেখে ঠিক। ৫

জানিও হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ বিনা
কর্ম্মের সন্ন্যাস শুধু দুখেরি কারণ।
যোগযুক্ত হয়ে যে-বা হয় কর্ম্মে রত
অচিরেই সেই মুনি করে ব্রহ্মলাভ। ৬

যোগযুক্ত, শুদ্ধচেতা, সংযত-শরীর,
জিতেন্দ্রিয়, সমদর্শী,—আপনার মত
সকল ভূতেরে যে-বা করে অনুভব,
কর্ম্মে সে না হয় লিপ্ত করিলেও কাজ।
কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করি লিপ্ত নয় কাজে। ৭

কর্ম্মযোগযুক্ত যোগী, লভি তত্ত্বজ্ঞান,
করিয়াও ঘ্রাণ, স্পর্শ, শ্রবণ, দর্শন,
গমন, গ্রহণ, ত্যাগ, ভোজন, শয়ন,
নিমেষ, উন্মেষ, শ্বাসগ্রহণ, কথন
মনেতে নিশ্চয় জানে—কিছু সে না করে।

সমূহ ইন্দ্রিয় তার, জানে সেই স্থির,
ইন্দ্রিয়বিষয়ে শুধু আছে প্রবর্ত্তিত। ৮।৯

ত্যজিয়া আসক্তি যে-বা কর্ম্মে কর্ম্মফলে,
ফলসহ কর্ম্ম ব্রহ্মে করি সমর্পণ,
অবশ্য-কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে সম্পাদন,—
কর্ম্মফলজাত পাপে লিপ্ত সে না হয়,—
পদ্মপত্র যথা লিপ্ত না হয় সলিলে। ১০

কর্ম্মযোগী কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যজিয়া,
অলিপ্ত রহিয়া সর্ব্ব কর্ম্মে কর্ম্মফলে,
শুধু দেহ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়সহায়ে
নিজ চিত্তশুদ্ধি তরে কর্ম্মে হয় রত। ১১

কর্ম্মযোগী কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যজিয়া
পরাশান্তিরূপ মোক্ষ করে শেষে লাভ।
অযোগী কামনা হেতু ফলাসক্ত হয়ে
কর্ম্মের বন্ধনদশা পায় অবশেষে। ১২

কর্ত্তৃত্বের অভিমান করিয়া বর্জ্জন,
মন হ'তে সর্ব্ব কর্ম্ম করি পরিহার,
ইন্দ্রিয় সংযত করি, নিষ্ক্রিয় হইয়া,
অপরেও না করিয়া কর্ম্মে নিয়োজিত,

নবদ্বারযুক্ত এই দেহরূপ গেহে
চিত্তজয়ী দেহী সুখে করে অবস্থান।
কর্ত্তৃত্বের অভিমান নাহি তার, তাই
কর্ম্ম অনুষ্ঠানে তার নাহিক প্রয়াস;
কর্ম্মফল ভোগে নাহি বাসনা তাহার,
তাই সে সুখেতে সদা করে অবস্থান। ১৩

পুরস্বামী, দেহী, আত্মা করে না সৃজন
ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃত্ব কিংবা কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
অথবা কর্ম্মের সাথে ফলের সংযোগ।
প্রকৃতিই প্রবর্ত্তিত সদা সব কাজে। ১৪ *

বিভু আত্মা পাপ পুণ্য করে না গ্রহণ।
অজ্ঞানে আবৃত জ্ঞান,—মুগ্ধ তাই জীব। ১৫ *

তমোরাশি নাশি যথা করে দিনমণি
আপন প্রভায় সর্ব্ব বস্তুর প্রকাশ,
সেইরূপ জ্ঞানসূর্য্য হইয়া উদিত,
অজ্ঞান-তিমির নাশি অন্তর হইতে,
পরমার্থতত্ত্ব সদা করে প্রকাশিত।
চিৎক্ষেত্র উদ্ভাসিত হয় জ্ঞানালোকে—
অজ্ঞানের নাশ যবে আত্মজ্ঞানলাভে। ১৬

পরমার্থবুদ্ধি যার পরম আত্মায়,
পরম আত্মায় যার সদা আত্মভাব,
পরব্রহ্মে নিষ্ঠাবান, বাহ্য বস্তু ত্যজি
পরমব্রহ্মই যার সর্ব্বদা আশ্রয়,—
ক্ষয়িত সকল পাপ যাদের এ জ্ঞানে
নিশ্চয় জানিও তারা করে মোক্ষলাভ।
জন্ম নাহি হয় পুন দেহান্তে তাদের। ১৭

জেন জ্ঞানী সমদর্শী সদা সর্ব্বভূতে।
বিদ্বান বিনয়ী দ্বিজে, চণ্ডালেতে আর
গাভী, হস্তী, কুক্কুরে সে দেখে সমভাবে।
গুণের বিকারে জ্ঞানী লিপ্ত নাহি হয়;
অন্তরে নাহিক তার ভেদাভেদ-জ্ঞান। ১৮

এইরূপ সাম্যভাবে স্থিত যার মন
ইহলোকেতেই তার সংসার বিজিত।
যে-হেতু নির্দ্দোষ ব্রহ্ম ভেদাভেদহীন
রূপান্তর-পরিশূন্য সর্ব্বত্র সমান,—
সে-ও তাই ব্রহ্মভাবে করে অবস্থান। ১৯

সাম্যভাবে অবস্থিত, বুদ্ধি অচঞ্চল,
মোহ বিবর্জ্জিত সেই ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানী

হৃষ্ট নাহি হয় কভু প্রিয়-বস্তুলাভে,
অথবা অপ্রিয়লাভে উদ্বিগ্ন না হয়। ২০

বাহ্য বিষয়ের সুখে আসক্ত যে নয়—
যে-সুখ সে করে ভোগ আপন অন্তরে,
ব্রহ্মযোগযুক্ত চিত্তে সে-সুখ যোগীর
অক্ষয় আনন্দরূপে হয় পরিণত। ২১ *

বিষয়সংযোগজাত ভোগ যাহা কিছু,
হে কৌন্তেয়, জেন তাহা দুঃখ-সৃষ্টিকারী।
আদি অন্ত আছে তার। তাই তার লাগি
বিবেকী পণ্ডিত কভু নহে অভিলাষী। ২২

সুখী সেই, যোগী সেই, যাবত-জীবন
পারে যে সহিতে কাম-ক্রোধের তাড়না।
কাম ক্রোধ হ'তে বেগ হইলেই জাত
প্রতিরোধ করে তারে সংযত করিয়া। ২৩

আত্মাতে আনন্দ যার, প্রীতি আত্মাতেই,
আত্মদৃষ্টিযুক্ত সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী
ব্রহ্মের স্বরূপ লভি করে মোক্ষলাভ। ২৪

নিষ্পাপ, সংশয়হীন, চিত্ত সুসংযত,
সর্ব্ব-ভূতহিতে রত, সমদর্শী ঋষি
ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ পায়, করে মুক্তিলাভ। ২৫

আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, কাম-ক্রোধহীন,
সদা সুসংযত-চিত্ত সন্ন্যাসীসবার
উভয়তঃ,—এই দেহে অথবা দেহান্তে,—
হয় মোক্ষলাভ,—ব্রহ্মে পরমনির্ব্বাণ। ২৬ *

বাহ্য বিষয়ের চিন্তা করি পরিহার,
নিবদ্ধ করিয়া দৃষ্টি ভ্রূদ্বয়ের মাঝে
অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে, নাসিকা-মাঝারে
প্রবাহিত প্রাণ আর অপান বায়ুরে
সমভাবে করি স্থিত কুম্ভকসহায়ে,
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়েরে করি সুসংযত,
ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধশূন্য, মোক্ষ-পরায়ণ
যে-বা আত্মারাম মুনি,—সে-ও মুক্ত সদা। ২৭।২৮

আমারেই ভোক্তা জানি যজ্ঞ তপস্যার,
মহান্ ঈশ্বর আমি সকল ভূতের,
সবার হৃদয়স্থিত পরমাত্মারূপী
আমারেই জানি সর্ব্বভূতের সুহৃদ,
পরাশান্তি করে লাভ, মুক্ত হয় যোগী। ২৯

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

কহিলেন ভগবান, যে ধীমান ত্যজি
কর্ম্মফলস্পৃহা, নিজ আশ্রমবিহিত
অবশ্য-কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে সম্পাদন,
জেন তারে যোগী বলি, তারেই সন্ন্যাসী।
যাগ-যজ্ঞক্রিয়া-ত্যাগী সন্ন্যাসী অথবা
কর্ম্মত্যাগী ধ্যানীযোগী যদিও সে নয়,
তথাপি সন্ন্যাসী যোগী জেন তাহারেই। ১

যাহারে সন্ন্যাস কহে, জেন যোগ তাহা।
সঙ্কল্প বর্জ্জনে নহে সমর্থ যে-জন,
হে পাণ্ডুনন্দন! কভু যোগী সে না হয়। ২ *

যোগে সমারূঢ় হ'তে যে মুনি প্রয়াসী,
কর্ম্মযোগে কর্ম্ম তার পন্থা সাধনার।
আর যে-বা যোগারূঢ়, ধ্যাননিষ্ঠ তার,
সমাধির তরে পন্থা কর্ম্মের সন্ন্যাস। ৩

কর্ম্মে, কর্ম্মফলে, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বিষয়ে
ত্যজিয়া আসক্তি যবে হইয়া নিষ্কাম

সকল সঙ্কল্প যোগী করে পরিত্যাগ,
তখনি জানিও তারে যোগারূঢ় বলি। ৪

বুদ্ধিযুক্ত মনে সদা বিবেকসহায়ে
সংসারে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সাধিয়া
সংসার-বন্ধনমুক্ত করিবে নিজেরে।
আসক্ত হইয়া বাহ্য ঐশ্বর্য্য-সম্পদে
লিপ্ত করি মন সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বিষয়ে
অবসন্ন মোহগ্রস্ত ক'র না নিজেরে।
মনই জীবের বন্ধু, শত্রুও তাহার। ৫

দুর্জ্জয় এ মন হ'লে আত্মবশীভূত—
বন্ধু বলি জেন তারে। অবিজিত মন—
জেন শত্রু আপনার। শত্রুর মতই
অহিত সাধনে রত হয় সে সর্ব্বদা। ৬

নির্ব্বিকার চিত্তজয়ী মানবের মন
সুখদুঃখ শীতাতপ মান-অপমানে
রহে সমভাবে হ'য়ে আত্ম-সমাহিত।
নির্লিপ্ত হইয়া সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বিষয়ে
চিত্তজয়ী আত্মানন্দে আপনি বিভোর। ৭

গুরু-শাস্ত্র-উপদেশলব্ধ জ্ঞানে আর
আপন অন্তরে 'তার লভি অনুভূতি

বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষভাবে তৃপ্ত চিত্ত যার,—
জিতেন্দ্রিয়, আত্মনিষ্ঠ, আসক্তিবর্জ্জিত,
স্বর্ণ, মৃৎ, প্রস্তরেতে সমদর্শী সেই
যোগীরে জানিও যোগে আরূঢ় বলিয়া। ৮

হিতকামী, উপকারী, শত্রু, উদাসীনে,
মধ্যস্থ, হিংসুক, বন্ধু, সাধু, অসাধুতে
সমজ্ঞান যার,—তারে জেন শ্রেষ্ঠ বলি।
সর্ব্বভূতে সমভাব করে যে পোষণ,—
সে-জন প্রশংসনীয়, সাধু জেন তারে। ৯

কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় করিয়া সংযত,
তৃষ্ণা লোভ পরিগ্রহ করি পরিহার,
কর্ম্মের সন্ন্যাস করি, সর্ব্ব চিন্তা ত্যজি
সমাধিনিবিষ্ট-চিত্তে আত্মস্থ হইয়া
রহিবে একাকী যোগী সর্ব্বদা নির্জ্জনে। ১০

যথাক্রমে পাতি কুশ, অজিন, বসন,
নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ন স্থির অচঞ্চল
আপন আসন স্থাপি সুপবিত্র স্থানে
নির্জ্জনে, সুস্থিরভাবে বসি তদুপরে,
দেহ ও ইন্দ্রিয়গণে করি সুসংযত,
সুস্থির একাগ্রচিত্তে ধ্যাননিষ্ঠ যোগী
চিত্তশুদ্ধি তরে যোগ করিবে অভ্যাস। ১১।১২

কায় শির গ্রীবা রাখি অচল সরল,
সংহৃত করিয়া দৃষ্টি বাহ্য বস্তু হ'তে
আপন নাসাগ্রে তারে করি সংস্থাপিত,
নির্ভয়ে প্রশান্ত-চিত্তে হইয়া সুস্থির,
আপন অন্তরস্থিত পরমাত্মারূপী
জানিয়া আমারে, মোরে করিয়া আশ্রয়,
চিত্ত তার আমাতেই করি নিয়োজিত,
ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ যোগী এইরূপে
স্থিরচিত্তে রত হবে যোগের অভ্যাসে। ১৩।১৪

সদা যোগযুক্তচিত্ত যোগী এইরূপে
আমাতেই করি তার চিত্ত সমাহিত,
আমার স্বরূপভূত চিরশান্তিময়
পরাশান্তি করে লাভ—পরম নির্ব্বাণ। ১৫ *

কিন্তু হে অর্জ্জুন! জেন যে-বা অতিভোজী,—
যোগেতে সমাধিলাভ নাহি হয় তার।
একান্তই অনাহারী, অথবা যে-জন
অতি নিদ্রাতুর কিংবা অতি জাগরিত,—
যোগ তাহাদেরো নাহি হয় কোনকালে। ১৬

আহার বিহার যার সদা পরিমিত,
পরিমিত চেষ্টা যার কর্ম্ম অনুষ্ঠানে,

নিদ্রা জাগরণ যার হয় পরিমিত,—
তারি যোগ জেন সর্ব্ব দুঃখ-নিবারক।
সে-জন সমাধি লভি যোগের অভ্যাসে
অতিক্রম করে সর্ব্ব সংসারবন্ধন। ১৭

অচঞ্চল চিত্ত যবে সর্ব্ব চিন্তা ত্যজি
আত্মাতেই স্থিতিলাভ করে নির্ব্বিশেষে,
বিষয়ে নিস্পৃহ সেই আত্মনিষ্ঠ যোগী
যোগে সমাহিত বলি জানিও তখন। ১৮

নির্ব্বাত প্রদেশে যথা রহে দীপশিখা
স্থির অচঞ্চল, জানিও সে চিত্তজয়ী
আত্মধ্যানরত-চিত্ত যোগীরে সেরূপ। ১৯ *

যোগের অভ্যাস হ'তে যে-অবস্থা লভি
বিক্ষেপবিহীন চিত্ত সর্ব্ব বৃত্তি ত্যজি
নিরুদ্ধ হইয়া রহে স্থির ক্রিয়াহীন,
যে-অবস্থা লাভে যোগী বিশুদ্ধ অন্তরে
ভাস্বর আত্মার জ্যোতি করি দরশন
আত্মাতেই তুষ্ট হ'য়ে করে অবস্থান,—
আপনি সন্তুষ্ট রহে আপনার মাঝে,
সে-অবস্থা যোগ নামে হয় অভিহিত। ২০

যে-অবস্থা লাভে যোগী আপন অন্তরে
করে অনুভব সেই ইন্দ্রিয়-অতীত
শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য নিত্য পরম আনন্দ,
যে-অবস্থা লভি নাহি হয় বিচলিত
আপন স্বরূপ হ'তে,—জেন তাহা যোগ। ২১

যে-অবস্থা লাভে তার নাহি হয় মনে
অন্য কোন শ্রেষ্ঠ লাভ আছে ত্রিভুবনে,
যে-অবস্থা লাভে যোগী মহাদুঃখেতেও
নাহি হয় বিচলিত,—যোগ যেন তারে। ২২

যে-অবস্থা চিত্ত হ'তে করে নির্ব্বিশেষে
দুঃখের সংযোগ নাশ,—যোগ বলে তারে।
অবসাদহীন চিত্তে দৃঢ় যত্ন করি
যোগের অভ্যাস জেন কর্ত্তব্য বলিয়া। ২৩

নিঃশেষে সঙ্কল্পজাত কামনা ত্যজিয়া,
ইন্দ্রিয়বিষয় হ'তে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়েরে
মনের সহায়ে সদা করি প্রত্যাহার,
ধারণাতে বশীভূত বুদ্ধির সহিত
ধীরে ধীরে নিজ চিত্ত করিয়া নিরোধ,
আত্মায় নিশ্চলভাবে স্থির করি মন
করিবে তখন সর্ব্ব চিন্তা পরিত্যাগ। ২৪।২৫

যখনি অস্থির মন হইয়া চঞ্চল
বাহ্য বিষয়ের তরে হবে প্রধাবিত,
সংহৃত করিয়া তারে বাহ্য বস্তু হ'তে
তখনি করিবে স্থির আপন আত্মায় ;
আত্মধ্যানে নিয়োজিত করিবে তাহারে। ২৬

শান্ত যার রজোগুণ, নাহিক বাসনা,
ব্রহ্মভাবে-স্থিত চিত্ত প্রশান্ত, নিষ্পাপ,—
পরম আনন্দ শুধু লভে সেই যোগী।
সুস্থির প্রশান্তচিত্ত যোগীর অন্তরে
স্বতঃস্ফূর্ত্ত ব্রহ্মানন্দ হয় অনুভূত। ২৭

পাপ-বিবর্জ্জিত যোগী সদা এইরূপে
মনেরে করিয়া যুক্ত লভে অনায়াসে
ব্রহ্মসন্দর্শনরূপ পরম আনন্দ। ২৮ *

সর্ব্বত্রই সমদর্শী যোগযুক্ত যোগী
আপন আত্মায় স্থিত দেখে সর্ব্বভূত।
সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখে আত্মা তার। ২৯ *

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত পরমাত্মারূপী
আমারেই সর্ব্বত্র যে করে দরশন,—
সর্ব্বভূত দেখে যে-বা আমারি মাঝারে,
আমারেই দেখে যে-বা সর্ব্বভূতমাঝে,

আমার দর্শন হ'তে বঞ্চিত সে নয়;
আমিও না হই তার দর্শনে বঞ্চিত। ৩০

সর্ব্বভূতগত মোরে অভিন্ন জানিয়া
আপন আত্মার সাথে, আত্মতত্ত্ববিদ্
যেই যোগাচারী মোর উপাসনা-রত,
যে ভাবেই অবস্থিত হোক না সে কেন,—
আমাতেই রহে স্থিত সর্ব্ব অবস্থায়। ৩১ *

সর্ব্বত্র যে সমভাবে আপনার মত
অপরের সুখদুঃখ করে অনুভব,—
হে-অর্জ্জুন! শ্রেষ্ঠ যোগী যেন তাহারেই।
ইহাই আমার মত, জানিও নিশ্চিত। ৩২

কহিল অর্জ্জুন,—তুমি হে মধুসূদন,
বিক্ষেপবিহীন চিত্তে আত্মসমাহিত
এই সাম্যরূপ যোগ কহিলে যা, তার,
মনের চাঞ্চল্য হেতু, স্থায়িত্ব না দেখি। ৩৩

হে কৃষ্ণ! নিশ্চয় মন অতি বলবান,
ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভকারী, অস্থির, চঞ্চল,
বিচারে অজেয়, দৃঢ়। ধারণা আমার,
আত্ম বশীভূত করি নিগ্রহ তাহার
বায়ুর নিরোধসম অতি সুকঠিন। ৩৪

কহিলেন ভগবান,—অস্থির চঞ্চল
এ মন, হে মহাবাহো। নিগ্রহ তাহার
অতীব কঠিন, তাহে নাহিক সংশয়।
কিন্তু ইহা, হে কৌন্তেয়, হয় নিগৃহীত
জানিও অভ্যাস আর বৈরাগ্যসহায়ে। ৩৫

অসংযত চিত্ত যার, যোগ তার কাছে
অতীব দুষ্প্রাপ্য,—ইহা আমারও মত।
আপন আয়ত্তাধীন কিন্তু চিত্ত যার,
বৈধ উপায়েতে আর সাধনসহায়ে
পারে সে লভিতে যোগ,—যদি যত্ন করে। ৩৬

অর্জ্জুন কহিল,—কৃষ্ণ! কি গতি তাহার—
শ্রদ্ধা-সহকারে যোগে হইয়া প্রবৃত্ত,
যত্নে শিথিলতা হেতু, চিত্ত বিচলিত
যোগভ্রষ্ট যে-বা নাহি করে সিদ্ধিলাভ? ৩৭

কর্ম্মত্যাগী যোগী যবে ব্রহ্মমার্গ ভুলি
যোগ হ'তে হয় ভ্রষ্ট, কর্ম্ম আর জ্ঞান
এ উভয় পথভ্রষ্ট, সেই নিরাশ্রয়ী
হয় না কি নষ্ট,—ছিন্ন মেঘের মতন? ৩৮

হে কৃষ্ণ! সম্পূর্ণরূপে তুমিই কেবল
ঘুচাতে সক্ষম এই সংশয় আমার।

যে-হেতু, এ' সন্দেহের বিনাশ-সাধনে
তোমা ভিন্ন অন্য কেহ নাহি দেখি আর। ৩৯

কহিলেন ভগবান,—হে পার্থ! জানিও
ইহলোকে পরলোকে কোথাও তাহার
নাহিক বিনাশ কভু। হে তাত! কেহই
শুভ অনুষ্ঠান করি দুর্গতি না পায়। ৪০

যেই লোক ভুঞ্জে পুণ্যকর্ম্মকারী সবে,
যোগভ্রষ্ট দেহ অন্তে পায় সেই স্থান।
দীর্ঘকাল ধরি তথা করিয়া সে বাস
সদাচারী ধনীগৃহে পুন জন্ম লভে। ৪১

অথবা সে জ্ঞানবান যোগীদের কুলে
জগতে দুর্লভ সেই জন্ম করে লাভ। ৪২

পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত তার বুদ্ধির সংযোগ
লভে সে তখন। তারই সংস্কারবশে,
হে কুরুনন্দন! পুন সিদ্ধিলাভ তরে
অধিক প্রযত্নশীল হয় পুনরায়। ৪৩

পূর্ব্ব অভ্যাসের বশে হইয়া অবশ
অনিচ্ছাসত্ত্বেও যোগে আকৃষ্ট সে হয়।

যদি বা সে নাহি হয় চিত্তশুদ্ধি তরে
ক্রিয়া অনুষ্ঠানে রত, তথাপি যদ্যপি
আত্মজ্ঞান লাভ তরে হয় সে জিজ্ঞাসু,—
সর্ব্ব কর্ম্মফল সেই করে অতিক্রম। ৪৪ *

আরও অধিকতর হয়ে যত্নশীল,
ক্রমান্বয়ে যোগযুক্ত নিষ্পাপ সে যোগী
বহু জন্মজন্মান্তের সংবর্দ্ধিত যোগে
অবশেষে আত্মজ্ঞানে হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত
পরম নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ করে লাভ। ৪৫

জেন শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববেত্তা যোগনিষ্ঠ যোগী
ব্রত-চান্দ্রায়ণরত তপস্বী হইতে।
শাস্ত্র-অর্থবিদ্ জ্ঞানী পণ্ডিত হ'তেও
জেন যোগী শ্রেষ্ঠতর। লোক-হিতকর
কিংবা অগ্নিহোত্র আদি ক্রিয়াপরায়ণ
কর্ম্মীর অধিক শ্রেষ্ঠ জানিও যোগীরে।
হে অর্জ্জুন! যোগযুক্ত হও সেই হেতু। ৪৬

সকল যোগীর মাঝে যেই শ্রদ্ধাবান
আমাতেই চিত্ত তার সমাহিত করি
আমারি ভজন-রত, জানি আমারেই
সকল ভূতের আত্মা পরমাত্মারূপী

কৃষ্ণ বাসুদেব আমি পরম-ঈশ্বর,
অভিন্ন আমিও তার অন্তরাত্মা হ'তে,—
জেন সে আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী।
ইষ্টনিষ্ঠা-পরায়ণ ভক্ত ঈশ্বরের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলি খ্যাত ত্রিভুবনে। ৪৭

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

বিজ্ঞানযোগ

কহিলেন ভগবান,—যোগের অভ্যাসে
আমাতেই চিত্ত মন করি সমাহিত,
আমার শরণাগত হ'য়ে সর্ব্বভাবে
হে পার্থ! আমারে তুমি করিয়া আশ্রয়
যে উপায়ে পূর্ণরূপে নিঃসংশয়ভাবে
আমার স্বরূপতত্ত্ব হ'য়ে সুবিদিত
জানিবে আমারে, তাহা করহ শ্রবণ। ১

কহিব বিশদভাবে বিজ্ঞানসহিত
তোমারে এ জ্ঞান আমি, জানিয়া যা তুমি
জ্ঞাত হবে সবিশেষ; রবে না-ক আর
এ বিষয়ে বাকী কিছু জ্ঞাতব্য তোমার।
বিজ্ঞান লভিবে ইহা করিয়া শ্রবণ;
রহিবে না বাকী আর জ্ঞাতব্যবিষয়। ২

সহস্র লোকের মাঝে কেহ যত্ন করে
এই জ্ঞান লভি সিদ্ধি করিতে অর্জ্জন।
যত্নশীল সিদ্ধিকামী যোগীদের মাঝে
যাহারা পরোক্ষজ্ঞান করেছে অর্জ্জন,

কদাচিৎ কেহ মোরে জানি স্বরূপতঃ
আমার পরমতত্ত্ব হয় অবগত ;—
লভিয়া বিজ্ঞান, জ্ঞানে হয় প্রতিষ্ঠিত। ৩

অনল, সলিল, ক্ষিতি, পবন, গগন,
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই অষ্টভাবে
বিভিন্ন প্রকৃতি মোর জেন প্রকাশিত। ৪

জানিও হে মহাবাহু! নিকৃষ্ট ইহারা।
ইহা হ'তে শ্রেষ্ঠতর, জেন জীবরূপা,
রয়েছে চেতনাময়ী প্রকৃতি আমার,—
যাহাতে বিধৃত এই বিশ্ব-চরাচর। ৫ *

চেতন বা অচেতন যাহা কিছু আছে
এ দুই প্রকৃতি হ'তে উদ্ভব সবার।
জেন আমারেই এই সমগ্র বিশ্বের
সৃষ্টি আর প্রলয়ের কারণ বলিয়া। ৬ *

জানিও হে ধনঞ্জয়, নাহি আমা হ'তে
অপর কিছুই শ্রেষ্ঠ এ তিন ভুবনে।
সূত্রে যথা রহে মণি গ্রথিত হইয়া,
সেইমত সর্ব্বভূত-অধিষ্ঠানরূপে
আমাতেই গ্রথিত এ জগৎপ্রপঞ্চ। ৭

সলিলমাঝারে আমি আছি রসরূপে;
প্রভা আমি চন্দ্র-সূর্য্যে, জেন হে কৌন্তেয়;
আমিই প্রণব সর্ব্ব বেদের মাঝারে;
আকাশেতে শব্দ, আর মনুষ্যের মাঝে
পৌরুষরূপেতে আমি আছি বিদ্যমান। ৮

ভূমিতে পবিত্র আমি গন্ধ মনোহর;
অনলেতে তেজরূপে আমি বর্ত্তমান;
আমিই জীবনরূপে আছি সর্ব্বজীবে;
তপস্বীর তপ তুমি জেন আমারেই। ৯

হে পার্থ! জানিও মোরে আদি বীজরূপে
সকল ভূতের মূল-সৃষ্টির কারণ;
জ্ঞানরূপে বুদ্ধি আমি জ্ঞানীর হৃদয়ে;
বীর্য্য আমি বীর্য্যবান তেজস্বীর মাঝে। ১০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি জেন আমারেই
রাজসিক কাম আর আসক্তিস্বরূপ
তমোগুণজাত সর্ব্ব মোহ-বিবর্জ্জিত
বলীর সাত্ত্বিকী বল; আমিই জীবের
ধর্ম্ম-অবিরোধী শাস্ত্রবিহিত কামনা। ১১

সত্ত্ব-রজ-তমোভাবযুক্ত সর্ব্ব ভূত
আমা হ'তে সৃষ্ট বলি জানিও সবারে ;
সকলি অধীন মোর, স্থিত আমাতেই,
কিন্তু আমি সে-সবার নহিক অধীন। ১২ *

বিমোহিত এ নিখিল বিশ্ব-চরাচর
ত্রিগুণ-সংযুক্ত সেই ভাবেতে আমার।
পারে না জানিতে তাই মায়ার অতীত
এ সবার হ'তে শ্রেষ্ঠ অব্যয় আমারে। ১৩

অলৌকিক গুণময়ী আমার এ মায়া
অতীব দুস্তরা। আমারেই ভজে যারা,
আমার এ মায়া তারা করে অতিক্রম। ১৪

অবিবেকী পাপাচারী অসুর-স্বভাব
মায়াতে আবৃত জ্ঞান নরাধম যারা,
আমার ভজনে তারা প্রবৃত্ত না হয়।
অসুর-স্বভাব ক্রূর অজ্ঞ নরাধম
ঐহিকসর্ব্বস্ব মূঢ় ভজে না আমায়। ১৫

হে ভরতকুলরত্ন অর্জ্জুন! জানিও
ভয়ার্ত্ত, জিজ্ঞাসু—যারা জ্ঞান অভিলাষী,
ইহ-পরলোকে সুখ অন্বেষণকারী

কামী, আর জ্ঞানীযোগী এ চারি প্রকার
পুণ্যাত্মা সুকৃতিশালী ভজে আমারেই। ১৬

তাহাদের মাঝে সদা আত্মসমাহিত,
একনিষ্ঠ, একমাত্র পরমাত্মারূপী
আমাতেই ভক্তিযুক্ত, জ্ঞানী শ্রেষ্ঠতম।
আমি তার অতি প্রিয়, সে-ও প্রিয় মোর। ১৭

আমার ভজনরত এরা সকলেই
জানিও মহান্‌, সবে মোক্ষ অধিকারী।
কিন্তু সেই জ্ঞানী আত্মস্বরূপ আমার;
ইহাই আমার মত। যে-হেতু সে জ্ঞানী,
পরম আশ্রয়স্থল জানি আমারেই
পরমাত্মারূপী মোরে করিয়া আশ্রয়,
যোগ-সমাহিত চিত্তে করে অবস্থান। ১৮

বহু জন্মজন্মান্তরে, শেষে সেই জ্ঞানী,—
এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপী আমি বাসুদেব,
সকলি আমাতে স্থিত, আমি সর্ব্বত্রই,—
এই জ্ঞান লভি সদা ভজে আমারেই।
সেরূপ মহাত্মা বিশ্বে অতীব দুর্লভ। ১৯

সুখ অন্বেষণকারী কামী—অর্থলোভী
বহু কামনার বশে হ'য়ে জ্ঞানহীন,

বিবিধ বাসনা তার করিতে পূরণ
স্ব-প্রকৃতি অনুযায়ী বিবিধ উপায়ে
ভজনা করিয়া থাকে অন্য দেবতায়। ২০ *

যে যে ভক্ত যে-ভাবে যে শ্রদ্ধাভক্তিভরে
যে যে দেবতার মূর্ত্তি করিয়া আশ্রয়
অর্চ্চনা করিতে তাঁরে হয় অভিলাষী,
আমিই সুদৃঢ় করি সে-শ্রদ্ধা তাদের। ২১

সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে-ভক্ত তখন
সেই দেবতার মূর্ত্তি করিয়া অর্চ্চনা
আমারি বিহিত সেই কাম্যবস্তুসব
অবশ্যই করে লাভ সে-দেবতা হ'তে। ২২ *

কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধি সে-সব ভক্তের
অনিত্য সে দেবার্চ্চনালব্ধ ফল যত;
সে-ভোগের আছে ক্ষয়, আছে তার শেষ।
দেবতা-অর্চ্চনাকারী পায় দেবগণে।
আমার ভক্তেরা কিন্তু পাইয়া আমারে
অক্ষয় অব্যয় জরা-জন্ম-মৃত্যুহীন
পরম আনন্দরূপ মোক্ষ করে লাভ। ২৩ *

অল্পবুদ্ধি অবিবেকী জ্ঞানহীন যারা,—
আমার অব্যয় নিত্য পরমস্বরূপ
মায়াতীত সর্ব্বোত্তম ভাব না জানিয়া
দেহধারী নরনারী বিবিধ ভাবেতে
আমারে সাকার বলি করে তারা মনে। ২৪

যোগমায়া-সমাবৃত আমি স্বরূপেতে
প্রকাশিত নাহি হই সবাকার কাছে।
তাই জন্ম-মৃত্যুহীন অনাদি অব্যয়
আমার স্বরূপ নাহি জানে মূঢ় লোকে। ২৫

অতীত, আগত, আর অনাগত, এই
ত্রিকালেতে অবস্থিত যাহা কিছু সব,
হে অর্জ্জুন, জ্ঞাত আছি,—ত্রিকালজ্ঞ আমি ;
কিন্তু নাহি জানে তারা কেহই আমারে।
মায়া-বিমোহিত জীব অজ্ঞান অবোধ
আমারে কেহই তারা পারে না জানিতে। ২৬

শত্রুতাপী হে ভারত! জন্মে যবে জীব
জগতে এ স্থূল দেহ করিয়া ধারণ,
অনুকূল প্রতিকূল সর্ব্ব বিষয়েতে
রাগ বা বিরাগজাত সুখদুঃখরূপ
মোহে অভিভূত হয়ে করে অবস্থান। ২৭

পুণ্যশীল সদাচারী যে-বা নিষ্ঠাবান,
পুণ্যকর্ম্মে পাপক্ষয় হয়েছে যাহার,
সুখদুঃখ-দ্বন্দ্বজাত মোহ-বিবর্জ্জিত,
সেই দৃঢ়ব্রত কিন্তু ভজে আমারেই। ২৮

যে-বা যত্ন করে মোরে করিয়া আশ্রয়
জরা মৃত্যু হ'তে মুক্তি লভিবার তরে,
পরমাত্মা, ব্রহ্ম, আত্ম-অনাত্মবিষয়ে
সকল অধ্যাত্মতত্ত্ব হয় সে বিদিত;
সর্ব্ব কর্ম্মরহস্যই আয়ত্ত তাহার। ২৯

অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞসহ
আমার চিন্তন করি জানে যে আমারে,
আমাতেই সমাহিত সদা চিত্ত যার,
মরণকালেও তার, না ভুলিয়া মোরে
স্বরূপে আমারে পারে জানিতে সে-জন। ৩০

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্মযোগ বা তারকব্রহ্মযোগ

কহিল অর্জ্জুন,—বল, হে পুরুষোত্তম!
ব্রহ্ম—সে কিরূপ, আর কি-বা সে অধ্যাত্ম;
কি-বা কর্ম্ম? অভিভূত বলে বা কাহারে?
অধিদৈব বলি কে-বা হয় অভিহিত?
সর্ব্ব কর্ম্মাত্মক যজ্ঞে অধিযজ্ঞ কে-বা
অধিষ্ঠাতা প্রযোজক ফলদাতারূপে
অবস্থিত এই দেহে কি-ভাবে বা তিনি?
হে মধুসূদন! তুমি বল বিস্তারিয়া,—
অন্তিমসময় যবে হয় সমাগত
সমাহিতচিত্ত সেই পুরুষের কাছে
কিরূপে বা হও তার জ্ঞানের গোচর? ১।২

কহিলেন ভগবান,—নিত্য, অবিনাশী,
অনাদি, অব্যয়, যিনি পরিণামহীন,
চৈতন্যস্বরূপ, আদি জগৎকারণ,
সত্তারূপে পরিব্যাপ্ত বিশ্ব-চরাচরে,—
ব্রহ্ম বলি জেন সেই পরম অক্ষরে।
স্বভাব তাঁহার জেন অধ্যাত্ম বলিয়া।
জীবের জনম আর বর্দ্ধন কারণ

দেবতার উদ্দেশেতে দ্রব্যত্যাগরূপ
উৎসর্গীকৃত যজ্ঞে জেন কর্ম্ম বলি। ৩ *

হে জীবসত্তম! ধ্বংসশীল পরিণামী
এ বিশ্বপ্রপঞ্চ,—সৃষ্ট যাহা কিছু সব,—
জানিও তাহারে তুমি অধিভূত বলি।
আমিই হিরণ্যগর্ভ, কৃষ্ণ, নারায়ণ,
অবিনাশী সর্ব্ব মূলসৃষ্টির কারণ,
সর্ব্ব শক্তিনিয়ামক সবাকার প্রভু,
পরমপুরুষ, সর্ব্ব দেবতারো পতি;—
জেন আমারেই তুমি অধিদৈব বলি।
যজ্ঞরূপী সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, বাসুদেব,—
সর্ব্ব যজ্ঞ-অধিষ্ঠাতা, কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক,
কর্ম্মফলদাতা, সদা অন্তর্য্যামীরূপে
স্থিত এই জীবদেহে অধিযজ্ঞ আমি। ৪

আমাতে নিবিষ্টচিত্ত, অন্তিমকালেও
যদ্যপি থাকিয়া রত আমারি চিন্তায়
ত্যজে কেহ দেহ তার,—জানিও নিশ্চয়
আমার স্বরূপলাভ করে সেই জন। ৫

যে যে বিষয়েতে জীব, জেন হে কৌন্তেয়,
সর্ব্বদাই হয় রত উগ্র চিন্তা ল'য়ে,
মরণকালেও তার অভ্যাসের বশে

সেই বিষয়ের চিন্তা হয় সমুদিত।
যে উগ্র চিন্তায় জীব ত্যজে দেহ তার,
দেহান্তেও সেই ভাব প্রাপ্ত হয় সেই। ৬

সে-হেতু সর্ব্বদা মোরে করিয়া স্মরণ
স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে হও যুদ্ধে রত।
আমাতে করিলে মন বুদ্ধি সমর্পণ
পাবে আমারেই,—তার নাহিক সংশয়। ৭ *

হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্ত চিত্ত যার,
অন্য বিষয়ের চিন্তা পরিহার করি
একনিষ্ঠ পরমাত্ম-চিন্তাতেই রত,—
সেই লভে জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষে। ৮

সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডনিয়ন্তা
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতম, বিধাতা সবার,
মন-বুদ্ধি-অগোচর—চিন্তার অতীত,
সূর্য্যসম স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানস্বরূপ
তমোরূপী আঁধারের পারে স্থিত সেই
পরমপুরুষে যে-বা অন্তিমসময়ে,
স্থিরচিত্তে, একনিষ্ঠ ভক্তিসহকারে,
প্রাণেরে সুষুম্নাপথে করি উত্থাপিত
যোগবলে, আজ্ঞাচক্রে ভ্রূদ্বয়ের মাঝে

করিয়া নিশ্চল, রহে ধ্যাননিয়োজিত,—
সেই ধ্যাননিষ্ঠ যোগী জেন প্রাপ্ত হয়
দিব্য-জ্যোতির্ম্ময় সেই পরমপুরুষে। ৯।১০ *

যাঁহারে অক্ষর বলে বেদজ্ঞ পণ্ডিতে,
নিস্পৃহ সন্ন্যাসী যোগী আত্ম-সমাহিত
ধ্যানযোগে দরশন লভিয়া যাঁহার
পরমসত্তায় লয় পায় সমাধিতে,
যাঁরে লভিবারে যতি ব্রহ্মচর্য্যরত,—
অক্ষরস্বরূপ সেই ব্রহ্মপদে আমি
সংক্ষেপে তোমারে কহি, হও অবহিত। ১১

সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বার করিয়া সংযত,
বাহ্যচিন্তা মন হ'তে করি পরিহার
হৃদয়মাঝারে তারে করিয়া নিরোধ,
প্রাণবায়ু আজ্ঞাচক্রে ভ্রূদ্বয়ের মাঝে
করিয়া স্থাপন, হ'য়ে আত্মধ্যানরত
যোগসমাধিতে চিত্ত করি অচঞ্চল,
প্রণব ওঁকাররূপী এই একাক্ষরী
ব্রহ্মশব্দ উচ্চারিয়া, আমারি চিন্তায়
যে যোগী এ দেহ তার করে বিসর্জ্জন,—
শ্রেষ্ঠগতিরূপ মোরে পায় সে দেহান্তে। ১২।১৩

হে পার্থ! জানিও সেই ধ্যানপরায়ণ
একনিষ্ঠ যোগী মোরে পায় অনায়াসে,
ত্যজিয়া সকল চিন্তা যে-বা নিরন্তর
আমারি চিন্তায় রত রহে প্রতিদিন। ১৪

পরমসংসিদ্ধিরূপ মোক্ষ করি লাভ
আমারেই পায় ভক্ত মহাত্মাসকল।
দুঃখের আলয় এই অনিত্য সংসারে
পুনরায় জন্ম তারা করে না গ্রহণ। ১৫

ব্রহ্মলোক আদি করি সর্ব্বলোক হ'তে
পুণ্যক্ষয়ে পুন জীব লভিয়া জনম,
হে অর্জ্জুন, এ সংসারে করে আগমন।
কিন্তু জেন, হে কৌন্তেয়, লভে যে আমারে
দেহান্তে জনম পুন নাহি হয় তার। ১৬ *

সহস্রযুগেতে হয় ব্রহ্মার দিবস;.
ব্রহ্মার রজনী জেন সহস্রযুগান্তে।
যোগবলে এই তত্ত্ব বিদিত যে যোগী
অহোরাত্রবেত্তা বলি জানিও তাহারে। ১৭

দিবাসমাগমে ব্রহ্মা হ'লে জাগরিত
ব্রহ্মার প্রকৃতি হ'তে ব্যক্তরূপ এই
বিশ্ব-চরাচর সব হয় প্রকাশিত।

নিশাগমে প্রজাপতি হইলে নিদ্রিত,
নিষ্ক্রিয় অবস্থাপ্রাপ্ত হ'লে শক্তি তাঁর—
অব্যক্ত কারণে পুন হয় সবে লীন। ১৮

হে পার্থ! বর্ত্তমান এ ভূত সমুদয়,
পূর্ব্ব কল্পেতেও যারা ছিল এইরূপে,—
কর্ম্মপরতন্ত্র সবে হ'য়ে অসহায়,
ব্রহ্মার দিবসকালে হ'য়ে প্রাদুর্ভূত
নিশাগমে প্রকৃতিতে হ'য়ে পুন লীন
বার বার জন্মমৃত্যু করিছে বরণ। ১৯ *

অব্যক্ত সে-ভাব হ'তে আরো শ্রেষ্ঠতর
অপর অব্যক্ত এক আছে নিত্যভাব,—
সনাতন, অবিনাশী, আদি-অন্তহীন।
আব্রহ্ম-জগৎ সবে ধ্বংস যদি হয়
তথাপি সে অব্যক্তের নাহিক বিনাশ। ২০ *

অব্যক্ত অক্ষর বলি হয় যাহা খ্যাত,
যে গতি লভিলে আর জন্ম নাহি হয়,—
শ্রেষ্ঠ সেই গতি যাহা স্বরূপ আমার,
আমার পরমধাম জানিও তাহারে। ২১

নিখিল এ ভূতসবে স্থিত যাঁহাতেই,
চরাচর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া

সর্ব্বত্রই সত্তারূপে অধিষ্ঠিত যিনি,
হে পার্থ! জানিও সেই পরমপুরুষ
লভ্য হন সাধকের একাগ্র ভক্তিতে। ২২

যে-কালে, যে-অবস্থায় স্থূলদেহ ত্যজি
জ্ঞান কর্ম্ম সাধনার পন্থা অনুযায়ী
মোক্ষ কিংবা জন্ম পুন করে যোগী লাভ,
হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! শুন,—কহি তাহা। ২৩

সগুণব্রহ্মের যারা উপসনারত
নিষ্কাম নির্লিপ্ত যোগী, মোক্ষ-অধিকারী—
অথচ প্রত্যক্ষজ্ঞানে নহে প্রতিষ্ঠিত,
ক্রমমুক্তিপথযাত্রী, তাহারা সকলে,
দেহ অন্তে সূক্ষ্ম দেহে ধরি দেবযান
অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিবা, শুক্লপক্ষ, ছয়মাস
উত্তর-অয়ণ, এই ক্রম অনুযায়ী
সগুণব্রহ্মেরে লভি শেষে ব্রহ্মলোকে
কল্পান্তে তাঁহার সনে করে মোক্ষলাভ;—
পুনরায় দেহ তারা করে না ধারণ। ২৪

পুণ্যকামী স্বর্গলোভী যাগযজ্ঞ আদি
পুণ্য-অনুষ্ঠানরূপ ক্রিয়াপরায়ণ
যে যোগী দেহান্তে তার ধরি পিতৃযান

ধূম্, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণ-অয়ণ
ছয়মাস, এই ক্রমপন্থা অনুসরি
চন্দ্রলোকে স্বর্গলাভ করিয়া তথায়
পুণ্যকর্ম্মার্জ্জিত সেই দেবভোগ্য সুখ
করে উপভোগ, পুণ্যক্ষয়ে ভোগশেষে
সেই পুন এ সংসারে করে আগমন। ২৫

অনাদি অনন্তকাল হ'তে এ ধরায়
দেবযান পিতৃযান শুক্ল-কৃষ্ণরূপ
জ্ঞান কর্ম্ম অনুযায়ী এই দুই পথে
দেহান্তে জীবের গতি রয়েছে প্রসিদ্ধ,
এক পথে মোক্ষলাভ, জন্ম অন্য পথে।
গতি যার দেবযানে, ক্রমমুক্তিপথে
সেই করে মোক্ষলাভ, না হয় জনম।
জন্ম পুন এ সংসারে হয় পিতৃযানে। ২৬

জানিয়া এ দুই ভিন্ন গতি জগতের
জ্ঞানীযোগী, কভু পার্থ, মোহিত না হয়।
হে অর্জ্জুন! সে কারণ, সর্ব্বসময়েই
যোগযুক্তভাবে তুমি হও অবস্থিত।
আত্মসমাহিতচিত্তে কর অবস্থান। ২৭ *

সর্ব্ববেদে সর্ব্বযজ্ঞে সর্ব্ব তপস্যায়
দান আদি সর্ব্ব পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে
যাহা কিছু পুণ্যফল হয় নিরূপিত,
সকলি সে তত্ত্ব যোগী হইয়া বিদিত
আকৃষ্ট না হয় তাহে। সর্ব্ব ফল ত্যজি
তাই যোগী সর্ব্ব আদি-কারণস্বরূপ
সে পরমপদরূপ মোক্ষ করে লাভ। ২৮

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যাযোগ বা রাজগুহ্যযোগ

কহিলেন ভগবান,—তুমি শুদ্ধচেতা,
রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত, জ্ঞান-অধিকারী ;
অতি গূঢ়তম এই জ্ঞানতত্ত্ব তাই
তোমারে কহিব আমি বিজ্ঞানসহিত,
যে তত্ত্ব জানিয়া তুমি লভিবে নিষ্কৃতি
সংসারবন্ধনরূপ অশুভ হইতে। ১

গুহ্যতম এই জ্ঞান অতি গোপনীয়,
সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, পরমপবিত্র,
প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, ধর্ম্ম-অবিরোধী,
সুখসাধ্য, চিরস্থায়ী ফলপ্রসবিনী। ২

শ্রদ্ধাবিরহিত যারা এ ধর্ম্মবিষয়ে,
হে শত্রুতাপন! তাঁরা আমারে না লভি,
জন্মমৃত্যুরূপ এই সংসার-আবর্ত্তে
কর্ম্মবশে নিরন্তর করিছে ভ্রমণ। ৩

আমার সে সর্ব্বব্যাপী অব্যক্ত সত্তায়
পরিব্যাপ্ত এ নিখিল বিশ্বচরাচর।

আমাতেই জেন সদা স্থিত সর্ব্বভূত,
কিন্তু আমি সে-সবায় নহি অবস্থিত। ৪

দেখ মোর অলৌকিক ঐশ্বরিকযোগ—
অঘটনঘটনচাতুর্য্যময়ী মায়া।
সঙ্গবিবর্জ্জিত আমি, তাই আমাতেও
জেন অবস্থিত নহে এ ভূতসকল।
আমারি অনন্ত সত্তা আত্মস্বরূপেতে
এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারক পালক,
কিন্তু আমি স্থিত নহি তাহাদের মাঝে।
নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত সদা বিকারবিহীন,
সংশ্লিষ্ট নহিক আমি জগতের সাথে। ৫ *

সর্ব্বগামী মহাবায়ু সর্ব্বদা যেমন
মহা-আকাশের মাঝে করে অবস্থান,
জানিও সেরূপ এই বিশ্ব-চরাচর
আমাতেই অবস্থান করিছে নিয়ত। ৬ *

স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বভূত, হে কুন্তিনন্দন,
মহাপ্রলয়ের কালে হ'লে কল্পক্ষয়,
সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণময়ী
মায়ারূপা আমার সে মহাপ্রকৃতিতে
হয় সবে লীন। পুনরায় সৃষ্টিকালে

স্থূল সূক্ষ্ম আদি রূপে সেই ভূতগণে
আমিই সৃজন করি প্রকৃতি হইতে। ৭

মায়াস্বরূপিণী স্বীয় প্রকৃতিরে আমি
করিয়া আশ্রয়, সেই স্বভাবসহায়ে,
প্রকৃতির গুণজাত কর্ম্মপরবশ
অবশ এ ভূতগণে সৃজি বার বার। ৮

অনাসক্ত হ'য়ে সেই সৃজনব্যাপারে
অবস্থান করি সদা উদাসীনপ্রায়;
সে-হেতু, হে ধনঞ্জয়, কর্ম্মের বন্ধনে
আবদ্ধ না হই আমি সেই সব কাজে। ৯

আমার প্রকৃতি, মোর অধিষ্ঠান হেতু,
আমারি কর্ত্তৃত্বে হ'য়ে ক্রিয়াপরবশ,
প্রসব করিছে সর্ব্ব বিশ্বচরাচর।
হে কৌন্তেয়! সৃষ্টিরূপে এ বিশ্বজগৎ
বার বার হয় তাই বিপরিবর্ত্তিত। ১০

আসুরী রাক্ষসী সেই বুদ্ধিভ্রংশকারী
রজস্তমোগুণময়ী প্রকৃতির বশে
অবিবেকী বুদ্ধিহীন মুগ্ধচিত্ত যারা
লুব্ধ হ'য়ে কর্ম্মফলে নানা ক্রিয়ারত,

পূজে দেবতায় যারা আমারেই ভুলি,
শাস্ত্রচর্চ্চা করে সদা কুতর্ক আশ্রয়ে,
কাম কর্ম্ম জ্ঞান এই সর্ব্ব বিষয়েই
ভ্রষ্ট তারা, শ্রেষ্ঠ ফলে হইয়া বঞ্চিত।
সকলের আদি আমি, স্রষ্টা সবাকার,
সকল ভূতের আমি মহান্ ঈশ্বর,
এ পরমতত্ত্ব মোর নহে তারা জ্ঞাত।
মানবের দেহ ধরি তাই এইভাবে
আমারে এ ধরা'পরে অবতীর্ণ দেখি,
মোরে না চিনিয়া, তারা করে হেয়জ্ঞান। ১১।১২ *

কিন্তু পার্থ, করে যে-বা সত্ত্বগুণময়ী
সেই দৈবী-প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ,
সে মহাত্মা জানে মোরে কারণস্বরূপ
সকল ভূতের আদি, নিত্য, অবিনাশী।
পরমার্থতত্ত্ব মোর হ'য়ে সে বিদিত,
আমাতেই চিত্ত তার সমাহিত করি,
একাগ্র হইয়া সদা ভজে আমারেই। ১৩

সাত্ত্বিক-প্রকৃতি সেই মহাত্মার মাঝে
যত্ন-সহকারে কেহ হ'য়ে দৃঢ়ব্রত
রহে সদা যোগযুক্ত ধ্যান-পরায়ণ।
ভক্তিযুক্ত হ'য়ে মোরে প্রণামাদি করি
আমারি অর্চ্চনারত হয় অন্য জন।

অপর কেহ-বা মোর করে উপাসনা
সদা সংকীর্ত্তন আর স্তবস্তুতি করি।
সাত্ত্বিক-প্রকৃতি সেই মহাত্মাসকল
কায়মনোবাক্যে মোর করে উপাসনা। ১৪

অপর মহাত্মা কেহ জ্ঞানীযোগী যে-বা
জ্ঞানযজ্ঞ করি মোর করে উপাসনা ;—
অভেদ জানিয়া মোরে আপনার সাথে,
ব্রহ্ম-সন্দর্শন করি আপন আত্মায়,
সোঽহং ভাবেতে হয় সমাধিবিলীন।
অপব কেহ-বা জ্ঞানীভক্ত আমারেই
বাসুদেবরূপী সর্ব্বনিয়ন্তা জানিয়া
দ্বৈতভাবে ভক্তিপথে শুদ্ধাভক্তিসহ
আমারি ভজনমার্গে হয় সদা রত।
অপর কেহ-বা মোরে জানি বিশ্বাত্মক,—
অক্ষয় অব্যয় আমি অনন্ত রূপেতে
এ বিশ্বমাঝারে সদা আছি বিরাজিত,—
আমারি বিভিন্ন মূর্ত্তি রুদ্র ব্রহ্মা আদি
ইষ্টমূর্ত্তিরূপে মোর করে আরাধনা। ১৫

জানিও আমিই সেই বেদের বিহিত
অগ্নিষ্টোম আদি যজ্ঞ। শাস্ত্রবিধিমতে

স্মার্ত্ত পঞ্চযজ্ঞ আমি। জেন স্বধা আমি—
শ্রাদ্ধতর্পণাদি যজ্ঞ পিতৃপুরুষের।
উদ্ভিদ হইতে জাত শস্য অন্নরূপে
আমিই ওষধি। বাক্যরূপে মন্ত্র আমি।
হোমের আহুতি আমি আজ্য ঘৃতরূপে।
আমি অগ্নি, আর হোম হবনরূপেতে। ১৬

আমিই কারণরূপে জগতের পিতা।
আমিই প্রকৃতিরূপা মাতা জগতের,—
উদ্ভূত যা হ'তে এই বিশ্বচরাচর।
সবার ধারণকর্ত্তা,—তাই আমি ধাতা।
অনাদি আমিই আদি-কারণ সবার,—
তাই আমি পিতামহ বিশ্বজগতের।
বেদ্য যাহা কিছু সব জেন আমারেই।
আমিই পবিত্রতম, জগৎ-পাবন।
আমিই প্রণবরূপে ব্রহ্মের বাচক।
ঋক্ সাম যজু আদি আমি সর্ব্ববেদ। ১৭

কর্ম্মফলরূপ গতি আমি এ জগতে।
সবার পোষক ভর্ত্তা জেন আমারেই,—
সকলের প্রভু, স্বামী, নিয়ন্তা সবার।
নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত আমি,—তাই সাক্ষীরূপে
দ্রষ্টা আমি সবাকার, সবার আশ্রয়।

সবার রক্ষক আমি, সুহৃদ সবার;
কর্ত্তা আমি সর্ব্ব সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের।
আমিই নিধান,—তাই অব্যক্ত ভাবেতে
প্রলয়ের কালে সবে স্থিত আমাতেই।
সৃষ্টির সে আদিবীজ আমি সবাকার।
জেন মোরে অবিনাশী অক্ষয় অব্যয়
রূপান্তর-পরিশূন্য আদি-অন্তহীন। ১৮

হে অর্জ্জুন! সূর্য্যরূপে আমিই জগতে
তাপ দান করি সবে। ধরণীমাঝারে
আমিই বর্ষণ করি বারি মেঘরূপে;
ধরণী হইতে তারে আমিই আবার
বাষ্পরূপে করি আকর্ষণ। জেন আমারেই
জীবের জীবন আর মরণস্বরূপ।
সৎরূপে আত্মা আমি নিত্য বিদ্যমান
অক্ষয় অব্যয় আদি-কারণ সবার;
আমিই আবার এই অনিত্য অসৎ
কার্য্যরূপে ব্যক্ত সর্ব্ব বিশ্বচরাচর। ১৯

ঋক্ সাম যজু এই ত্রিবেদবিহিত
যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী,
যজ্ঞ-অবশেষভোজী, সোমরসপায়ী,

নিষ্পাপ মহাত্মা যারা স্বর্গ কামনায়
আমারি অর্চ্চনা করে, দেহান্তে তাহারা,
প্রাপ্ত হ'য়ে সেই পুণ্যকর্ম্মার্জ্জিত ফল,
পবিত্র সুরেন্দ্রলোকে করিয়া গমন
উত্তম সে দেবভোগ্য সুখ করে ভোগ। ২০

বিশাল সে স্বর্গসুখ ভুঞ্জি দেবলোকে,
পুণ্যক্ষয়ে ভোগশেষে, তারা পুনরায়
জন্মে মর্ত্ত্যলোকে—দেহ করিয়া ধারণ।
ত্রিবেদোক্ত ক্রিয়ারত সকাম পুরুষ
এইরূপে এ সংসারে করে গতায়াত। ২১

কিন্তু একনিষ্ঠ যারা আমারি চিন্তায়,
নিত্যযুক্ত—আমাতেই রহে সমাহিত,
আমিই প্রদান করি যোগক্ষেমরূপে
নির্ব্বিশেষফলরূপ মোক্ষ তাহাদের।
যোগ আর যোগলব্ধ মোক্ষরূপ ফল
আমিই প্রদান করি ভক্তেরে আমার। ২২

শ্রদ্ধাভক্তিযুক্ত হ'য়ে অন্য দেবতায়
পূজে যারা, হে কৌন্তেয়, জেন তাহারাও
অজ্ঞানে না জানি মোরে ভেদবুদ্ধিমতে,
আমারি ভজনরত হয় বিধিহীন। ২৩

আমিই সে সর্ব্বযজ্ঞে ভোক্তা, ফলদাতা,
সকলের প্রভু স্বামী—নিয়ন্তা সবার ;—
এই তত্ত্ব স্বরূপতঃ জানে না তাহারা,
তাই পুন এ সংসারে করে আগমন। ২৪ *

সাত্ত্বিক-প্রকৃতি যারা ভজে দেবতায়,
দেবলোক পায় তারা দেহান্তে তাদের।
পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করি
আরাধনারত যারা রাজস-প্রকৃতি,
তাদের দেহান্তে তারা পায় পিতৃলোক।
তামস-প্রকৃতি যারা পূজে ভূতগণে
যক্ষ রক্ষ বিনায়ক মাতৃকাসকল,
ভূতলোক পায় তারা দেহনাশ হ'লে।
কিন্তু যে মহাত্মা সদা ভজে আমারেই,
সেই মোক্ষ অধিকারী; জানিও সে পায়
পরম আনন্দরূপী অক্ষয় আমারে। ২৫

শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে শুদ্ধচিত্ত হ'য়ে
পত্র পুষ্প ফল জলে পূজে যে আমায়,
শ্রদ্ধায় প্রদত্ত সেই ভক্তের সে দান
আমিই গ্রহণ করি অতি সমাদরে। ২৬

যাহা কিছু কর্ম্ম কর, কর যা ভোজন,
যাহা কিছু কর হোম, কর যাহা দান,
তপস্যা যা কর কিছু, হে কুন্তীনন্দন!
কর্ম্মে কর্ম্মফলে সর্ব্ব আসক্তি তেয়াগি
সকলি সে আমাতেই কর সমর্পণ। ২৭

এইরূপ শুভাশুভ সর্ব্ব ফল ত্যজি
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'বে তুমি।
কর্ম্মসমর্পণরূপ যোগযুক্ত হ'য়ে
মুক্তি লভি আমারেই পাবে অবশেষে। ২৮

সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থান মোর,
শত্রু-মিত্র নাহি মোর, প্রিয় বা অপ্রিয়;
কিন্তু যারা ভক্তিভরে ভজে আমারেই,
তাদের অন্তরে আমি হই প্রকাশিত।
মোর সাথে সদা তারা করে অবস্থান,
আমিও তাদের হৃদে রহি সর্ব্বদাই। ২৯

সাধু বলি গণ্য হয় অতি-দুরাচারী
যদি সে আমারে ভজে একনিষ্ঠ হ'য়ে;
যে-হেতু সে যত্নশীল সাধু-সংকল্পেতে। ৩০

আমার ভজনকারী সেই দুরাচারী
অচিরে ধর্ম্মাত্মারূপে হ'য়ে পরিণত
অক্ষয় অনন্ত নিত্য শান্তি করে লাভ।

হে কৌন্তেয়! গর্ব্বভরে উচ্চরব তুলি
নিশ্চিত-প্রতিজ্ঞা করি করিও প্রচার—
আমার যে ভক্ত, তার নাহিক বিনাশ। ৩১*

হে পার্থ! স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা যদি
অতি-নীচকুলোদ্ভব কেহ ভজে মোরে
একান্ত শরণ মোর করিয়া আশ্রয়,
সে-ও পায় মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ সেই গতি। ৩২

পুণ্যশীল বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অথবা
ভক্ত রাজর্ষির কথা আছে কি-বা আর?
মর্ত্ত্যলোকমাঝে তুমি লভিয়া জনম
আমারি ভজনে রত হও সে-কারণ। ৩৩

আমাতেই চিত্ত তুমি কর নিবেশিত,
ভজ তুমি আমারেই,—কর সেবা মোর,
হও তুমি আমারই পূজাপরায়ণ,
শ্রদ্ধাভক্তিভরে কর আমারে প্রণাম।
আমার শরণাপন্ন হইয়া এরূপে
মন বুদ্ধি আমাতেই করি সমাহিত
আমাতেই ভক্তিমান হ'লে সর্ব্বভাবে,
জেন আমারেই তুমি পা'বে অবশেষে। ৩৪

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

বিভূতিযোগ

কহিলেন ভগবান,—প্রীতিযুক্ত তুমি
যে-হেতু, হে মহাবাহু, বাক্যেতে আমার,
তোমার হিতার্থে তাই এই সুউত্তম
পরমার্থতত্ত্ব যাহা কহিব তোমারে
পুনরায় তাহা তুমি কর অবধান। ১

সুর ও মহর্ষি সবে, তাহারা কেহই
আমার প্রভাব কিছু নহে অবগত।
যে-হেতু আমিই আদি-কারণ সবার,
সবার নিয়ন্তা, প্রভু, স্রষ্টা সকলের,—
তাদেরো উদ্ভবহেতু আমি সর্ব্বভাবে। ২ *

অনাদি, সবার আদি, জনম-রহিত,
মহান্ ঈশ্বর আমি সকল লোকের,
এইভাবে স্বরূপতঃ জানে যে আমারে,—
জনম-মরণশীল সংসার-মাঝারে,
এই ধরাধামে, হ'য়ে মোহ বিবর্জ্জিত,
সর্ব্ব পাপ হ'তে মুক্তি সেই করে লাভ। ৩

জ্ঞান, বুদ্ধি, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য আর
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আদি, চিত্তের সংযম,
সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয় বা অভয়,
অহিংসা, সমতা—রাগ-দ্বেষের বর্জ্জন,
সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ, অপযশ—
বিবিধ এ ভাব যাহা হয় সর্ব্বজীবে,
আমা হ'তে সমুদ্ভূত জানিও তা সবে।
জগতের সর্ব্বভাব সৃষ্ট আমা হ'তে,
ভাবরূপী ভাবগ্রাহী আমি ভাবময়। ৪।৫

ভৃগু বশিষ্ঠাদি সপ্ত মহর্ষিসকল,
তাহাদেরো পূর্ব্বে মহা-ঋষি চতুষ্টয়
সনক সনন্দ আদি, আর চতুর্দ্দশ
স্বায়ম্ভুব স্বারোচিষ আদি মনুসবে
আমারি সঙ্কল্পজাত। তারা সকলেই
জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যের মোর প্রভাববিশিষ্ট
আমার মানসপুত্র। তাহাদের হ'তে
সৃষ্ট ইহসংসারের এই প্রজাকুল। ৬

আমার বিভূতি আর যোগ-ঐশ্বর্য্যের
এ তত্ত্ব যে পরিজ্ঞাত যথাযথভাবে,
সংশয়বিহীন সেই সমদর্শী সাধু
জ্ঞানযোগযুক্ত হয়,—জেন সুনিশ্চিত। ৭

নিখিল এ জগতের উদ্ভব-কারণ
আমা হ'তে সৃষ্ট সর্ব্ব বিশ্বচরাচর।
এই পরমার্থতত্ত্ব জানিয়া বিবেকী
প্রীতিসহকারে এই ভাবযুক্ত হ'য়ে
আমারি ভজনে রত হয় ভক্তিভরে।
জ্ঞানী ভক্ত ভক্তিভরে ভজে আমারেই। ৮

আমাতেই চিত্ত প্রাণ অর্পিত যাদের,
চিন্তা আলোচনা যারা করে পরস্পরে
আমারি বিষয়ে, হ'য়ে আমাতে তন্ময়
সর্ব্বদাই থাকে রত আমারি কীর্ত্তনে,
পরম সন্তোষ শান্তি করে তারা লাভ;
প্রীতিমান হ'য়ে করে আমাতে রমণ। ৯

আমাতেই যুক্তচিত্ত যে-বা প্রীতিভরে
রহে সর্ব্বদাই মোর ভজনে নিরত,
সেই মত বুদ্ধি আমি করি তারে দান
যাহাতে সে আত্মরূপে লভে আমারেই। ১০*

আত্মভাবে স্থিত তার বুদ্ধিতে আমিই
হ'য়ে অধিষ্ঠিত, তারে অনুগ্রহ করি,
তত্ত্বজ্ঞানরূপ সেই উজ্জ্বল প্রদীপে
অজ্ঞানপ্রসূত তম করি তার নাশ। ১১

অর্জ্জুন কহিল,—তুমি পরম আশ্রয়,
পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরম পবিত্র।
দেবর্ষি নারদ আর ঋষিরা সকলে,
অসিত দেবল ব্যাস, সকলেই তোমা
আদিদেব স্বপ্রকাশ জনমরহিত
সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা নিত্য অবিনাশী
পরমপুরুষ বলি করেন কীর্ত্তন।
নিজেও তুমিই তাহা কহিতেছ মোরে। ১২।১৩

হে কেশব! যাহা মোরে কহিতেছ তুমি,
অসংশয়ে সকলি তা সত্য বলি মানি।
যে-হেতু, হে ভগবন্! দেব বা দানব
কেহই জানে না তারা প্রভাব তোমার। ১৪

সর্ব্বভূত সৃষ্টিকারী, হে সর্ব্বনিয়ন্তা!
হে আদি-দেবতা তুমি সর্ব্বদেবতার!
হে পুরুষোত্তম, সর্ব্ব জগতের পতি!
নিজেই আপনি তুমি জান আপনারে। ১৫

ব্যাপিয়া এ সর্ব্বলোক যে যে বিভূতিতে
বিশ্বচরাচরে তুমি হও অবস্থিত,
দিব্য সে বিভূতি তব বিস্তারিতরূপে
কীর্ত্তন করিয়া মোরে বল কৃপা-করি। ১৬

হে যোগি! কি-ভাবে সদা করিলে চিন্তন
বল আমি তোমারেই পারি জানিবারে?
আমারে, হে ভগবন্, বল কিসে তুমি
কোন্ কোন্ বস্তুতে বা হ'বে চিন্তনীয়? ১৭

তোমার এ কথামৃত করিয়া শ্রবণ
নহি পরিতৃপ্ত আমি। ওগো জনার্দ্দন!
তোমার বিভূতিতত্ত্ব যোগ-ঐশ্বর্য্যের
বিস্তারিত বিবরণ কহ পুনরায়। ১৮

কহিলেন ভগবান হ'য়ে হর্ষান্বিত,—
অনন্ত বিভূতি মোর; হে কুরুপ্রধান!
অন্ত নাহি হ'বে—যদি কহি বিস্তারিয়া।
সে-হেতু আমার দিব্য-বিভূতির মাঝে
প্রধান প্রধান যাহা, সংক্ষেপে তাহাই
কহিব তোমারে, তাহা করহ শ্রবণ। ১৯

হে নিদ্রাবিজয়ি! মোরে জেন আত্মা বলি
সর্ব্বভূতহৃদিস্থিত চৈতন্যস্বরূপ।
সকল ভূতের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের
আমিই কারণ,—আদি মধ্য অন্ত তার। ২০

আদিত্যের মাঝে মোরে জেন বিষ্ণু বলি।
অংশুমালী রবি আমি জ্যোতিষ্কের মাঝে।

পবন-মাঝারে মোরে জানিও মরীচি।
জেন নক্ষত্রের মাঝে আমিই চন্দ্রমা। ২১

সর্ব্ব বেদমাঝে মোরে জেন সামবেদ।
দেবরাজ ইন্দ্র আমি দেবতার মাঝে।
ইন্দ্রিয়ের মাঝে মোরে জেন মন বলি।
আমিই চেতনা সর্ব্ব ভূতের মাঝারে। ২২

একাদশ রুদ্রমাঝে আমিই শঙ্কর।
আমিই কুবের যক্ষ-রাক্ষসের মাঝে।
আমিই অনল অষ্ট বসুর মাঝারে।
শিখরীর মাঝে আমি সুমেরুপর্ব্বত। ২৩

পুরোহিত-মাঝে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলি,
হে পার্থ, জানিও মোরে। সেনাপতি-মাঝে
আমিই সে কার্ত্তিকেয়—দেব-সেনাপতি।
জলাশয়-মাঝে মোরে জানিও সাগর। ২৪

মহর্ষির মাঝে মোরে জেন ভৃগু বলি।
অর্থবান্ বাক্যমাঝে প্রণবস্বরূপ
একাক্ষরী "ওঁ" বলি জেন আমারেই।
যজ্ঞমাঝে জপযজ্ঞ জানিও আমারে।
স্থাবর পদার্থ-মাঝে আমি হিমালয়। ২৫

আমিই অশ্বত্থ সর্ব্ব বৃক্ষের মাঝারে।
দেবর্ষির মাঝে মোরে জানিও নারদ।
জেন গন্ধর্ব্বের মাঝে আমি চিত্ররথ।
আমিই কপিলমুনি জন্মসিদ্ধমাঝে। ২৬

অমৃতের লাগি সেই মন্থনসময়ে
ক্ষীরোদসমুদ্র হ'তে উদ্ভব যাদের—
সেই উচ্চৈঃশ্রবা আমি অশ্বগণ-মাঝে,
আর সেই ঐরাবত গজেন্দ্র-মাঝারে।
মানবের মাঝে মোরে জেন নরপতি। ২৭

অস্ত্রমাঝে বজ্র বলি জানিও আমারে।
ধেনুর মাঝারে জেন আমি কামধেনু।
কামনা যা আছে কিছু তা সবার মাঝে
শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী পুত্রার্থে যে কাম,—
জেন সেই কামরূপী কন্দর্প আমারে।
বিষধর সর্পমাঝে আমিই বাসুকি। ২৮

নাগশ্রেষ্ঠ শেষনাগ, নাগ-অধিপতি
নির্বিষ নাগের মাঝে, অনন্ত আমিই।
জলদেবতার মাঝে আমিই বরুণ।
জানিও অর্য্যমা মোরে পিতৃগণ-মাঝে।

অনুগ্রহ-নিগ্রহের নিয়ামকরূপে
পাপপুণ্য-ফলদাতা সকল জীবের
ধর্ম্মরাজ যম বলি জেন আমারেই। ২৯

দৈত্যের মাঝারে মোরে জানিও প্রহ্লাদ।
কালরূপী কাল আমি সর্ব্ব ঘটনার
সর্ব্ব সংখ্যা-নিরূপণকারীর মাঝারে।
পশুর মাঝারে আমি সিংহ—পশুরাজ।
জানিও গরুড় মোরে বিহঙ্গম-মাঝে। ৩০

যাহা কিছু বেগবান বিশ্বচরাচরে,—
জেন তাহাদের মাঝে মোরে বায়ু বলি।
শস্ত্রধারী-মধ্যে আমি দাশরথী রাম।
মীনের মাঝারে মোরে জানিও মকর।
আমিই জাহ্নবী—সর্ব্ব স্রোতস্বিনী-মাঝে। ৩১

হে অর্জ্জুন! জেন সর্ব্ব সৃষ্ট-পদার্থের
আদি মধ্য অন্ত আমি, সৃষ্টি স্থিতি লয়।
সকল বিদ্যার মাঝে, শ্রেষ্ঠতম যাহা,
পরমার্থরূপ সেই মোক্ষের সাধক,—
আমিই অধ্যাত্মবিদ্যা,—আত্মতত্ত্বজ্ঞান।
জেন তুমি তর্কমাঝে তত্ত্বার্থবোধক
আমারেই বাদ বলি,—সে সদ্‌বিচার। ৩২

জানিও 'অ'কার আমি অক্ষরের মাঝে।
সমাসের মাঝে দ্বন্দ্বসমাস আমিই।
অক্ষয় প্রবাহরূপে আমিই সে কাল।
বিধাতা ঈশ্বর আমি, এই জগতের
চতুর্ব্বর্গরূপ সর্ব্ব কর্ম্মফলদাতা। ৩৩

সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যু আমি সংহারীর মাঝে।
কারণস্বরূপ সর্ব্ব ভবিষ্য সৃষ্টির
অভ্যুদয় আমি, সর্ব্ব নারীর মাঝারে
সুখ্যাতি, সম্পদ, বাক্য, স্মরণ, ধারণা,
সহ্যশক্তি, ক্ষমা এই সপ্ত গুণান্বিতা
কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি
আর ক্ষমা নামে সেই পুরাণপ্রসিদ্ধা
ধর্ম্মপত্নীরূপা সপ্ত মাতৃকাদেবতা—
জেন আমারেই,—সবে বিভূতি আমার। ৩৪

আমিই বৃহৎসাম সামগানমাঝে।
ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রমাঝে আমিই গায়ত্রী।
সকল মাসের শ্রেষ্ঠ সে অগ্রহায়ণ
আমারেই জেন তুমি। ঋতুর মাঝারে
সুরভি কুসুমভরা অতি রমণীয়
ঋতুশ্রেষ্ঠ ঋতুরাজ বসন্ত আমিই। ৩৫

ছলনা করিয়া স্বার্থসিদ্ধিলাভ তরে
যত ছল আছে—শ্রেষ্ঠ তাহাদের মাঝে,
দ্যূতক্রীড়ারূপ ছল জেন আমারেই।
তেজস্বীর তেজ আমি। বিজেতার জয়।
আমিই উদ্যম,—সর্ব্ব উদ্যোগীর মাঝে।
সাত্ত্বিকের সত্ত্বগুণ জেন তুমি মোরে। ৩৬

বৃষ্ণিকুলোদ্ভব সর্ব্ব যাদবের মাঝে
আমিই সে শিখিপুচ্ছ-বনমালাধারী
গোপীজনমনোহারী কৃষ্ণ,—বাসুদেব।
পাণ্ডবের মাঝে আমি পার্থ,—ধনঞ্জয়।
বেদ-অর্থবিদ্ সর্ব্ব মুনির মাঝারে
আমিই সে বেদব্যাস,—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী সর্ব্ব কবির মাঝারে
কবিগুরু শুক্রাচার্য্য,—উশনা আমিই। ৩৭

নীতি-ধর্ম্ম অনুযায়ী শাস্তা দণ্ডদাতা
শাসনকারীর দণ্ড জানিও আমারে।
জয়কামী যারা, আমি নীতি তাহাদের।
মৌন আমি সর্ব্ব গুহ্যবিষয়ের মাঝে।
পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান অতি গোপনীয় ;—
গুহ্য হ'তে গুহ্যতম সেই জ্ঞান তরে

শ্রবণ মনন আর চিন্তা-ধ্যানরূপ
মনের যে একাগ্রতা অধ্যাত্মবিষয়ে
বাক্যের সংযম সাথে, সেই মৌন আমি।
তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানীর জ্ঞান জেন আমারেই। ৩৮

স্থাবর জঙ্গম আদি সকল ভূতের
বীজ যাহা, হে অর্জ্জুন! তাহাও আমিই।
কোন পদার্থই নাহি চর বা অচর
আমা-ছাড়া বিশ্বে যাহা পারে থাকিবারে। ৩৯

অনন্ত বিভূতি মোর, অন্ত নাহি তার।
হে শত্রুতাপন ! তাই বিস্তারিত সেই
আমার বিভূতিমাঝে প্রধান যা-সব,
সংক্ষেপে তাহাই তোমা করিনু বর্ণন। ৪০

সম্পদ-ঐশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীমান্ সুন্দর
অতি দীপ্ত-প্রভাশালী শ্রেষ্ঠতমরূপে
যাহা কিছু আছে এই ত্রিলোকমাঝারে,
জেন সে-সকলি মোর তেজঃ-অংশজাত
অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ বলিয়া। ৪১

অথবা, অর্জ্জুন, তব কি-বা প্রয়োজন
পৃথক ভাবতে জানি বিভূতি আমার?
এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্ব্ব চরাচর আমি
ব্যাপি মোর একাংশেই আছি অবস্থিত। ৪২ *

দশম অধ্যায় সমাপ্ত

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শনযোগ

কহিল অর্জ্জুন,—তুমি মোরে কৃপা করি
অতিগুহ্য আত্মানাত্ম-বিবেক-বিষয়ে
যে শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মতত্ত্ব করিলে কীর্ত্তন,
আমার এ মোহ তাহে হ'ল বিদূরিত। ১

হে পদ্মপলাশ-আঁখি! তোমার নিকটে
শুনিলাম আদি অন্ত বিস্তারিত ভাবে
সৃষ্টি আর লয়তত্ত্ব সকল ভূতের।
অক্ষয় মাহাত্ম্য যাহা, শুনিলাম তা'ও। ২

স্বীয় আত্মতত্ত্বকথা কহিলে যা তুমি,
হে জগৎপতি! তাহা এরূপই বটে।
মহান্ সে ঐশ্বরিক স্বরূপ তোমাব
দেখিতে ইচ্ছুক আমি, হে পুরুষোত্তম। ৩

হে প্রভু, যদ্যপি তুমি যোগ্য ভাব মোরে
দেখিতে সমর্থ আমি তোমার সে রূপ,
তবেই হে যোগেশ্বর, দেখাও আমারে
সেই অবিনাশী আত্মস্বরূপ তোমার। ৪

কহিলেন ভগবান,—দেখ পার্থ তুমি,
বহু বর্ণযুক্ত বহু আকারবিশিষ্ট
বহুবিধ বহু শত-সহস্রপ্রকার—
অসংখ্য আমার এই অলৌকিক রূপ। ৫

হে ভারত! দেখ তুমি আমার মাঝারে
দ্বাদশ আদিত্য, দুই অশ্বিনীকুমার,
একাদশ রুদ্র, আর অষ্টবসু সাথে
ঊনপঞ্চাশত বায়ু। আরো দেখ তুমি,
পূর্ব্বে কেহ কভু যাহা করেনি দর্শন—
সেরূপ অদ্ভুত বহু আশ্চর্য্য ব্যাপার। ৬

হে নিদ্রাবিজয়ী বীর! আমার এ দেহে
স্থাবরজঙ্গম আদি সমগ্র জগৎ
একসাথে অবস্থিত দেখ সবাকারে।
অপর যা-কিছু তব ইচ্ছা দেখিবার,—
ভূত ভবিষ্যৎ এই যুদ্ধফলাফল,—
সকলি তা দেখ আজ আমার মাঝারে। ৭

তোমার ও স্থূল চর্ম্মচক্ষুর সহায়ে
সমর্থ হ'বে না তুমি দেখিতে আমায়।
দিতেছি তোমারে দিব্য জ্ঞাননেত্র তাই,
দেখ ঐশ্বরিক যোগবিভূতি আমার। ৮

কহিল সঞ্জয়,—তবে, হে রাজন্! সেই
মহাযোগেশ্বর হরি, এই বাক্য বলি,
দেখালেন পার্থে ঐশী অলৌকিক রূপ। ৯

অসংখ্য বদন আর নয়নবিশিষ্ট,
অদ্ভুতদর্শন বহু বস্তু-সমন্বিত,
বহু দিব্য আভরণ ভূষণে সজ্জিত,
অসংখ্য উদ্যত দিব্য অস্ত্রশস্ত্রধারী,
গলে দিব্য মালা, দিব্য বসনে শোভিত,
বহু দিব্য সুগন্ধিতে অনুলিপ্ত তনু,
অতীব আশ্চর্য্যময়, প্রকাশস্বরূপ,
সর্ব্বত্র বদন, দ্রষ্টা সকল বিশ্বের,—
দেখালেন বিশ্বরূপ পরিচ্ছেদহীন। ১০।১১

একসাথে এককালে গগনের ভালে
সহস্র তপন যদি হয় সমুদিত,
তাদের মিলিত সেই কিরণছটায়
যে প্রভা প্রকাশ পায়, তাহার সহিত
সে মহামহিমময় অনন্ত-দেবের
দিব্য সে রূপের প্রভা তুল্য হ'তে পারে। ১২

পাণ্ডুর তনয় সেই অর্জ্জুন তখন
দেখিল সে দেবদেব-দেহের মাঝারে

বিভক্ত বিবিধভাবে পরিদৃশ্যমান
সমগ্র জগৎ তথা আছে একত্রিত। ১৩

হ'য়ে রোমাঞ্চিত-তনু বিস্ময়ে আবিষ্ট,
অনন্তর ধনঞ্জয় আনত মস্তকে
করিয়া প্রণাম সেই স্বয়ম্প্রকাশ
ভগবান নারায়ণে বিশ্বরূপধারী,
কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁরে লাগিল কহিতে। ১৪

কহিল অর্জ্জুন,—আমি দেখিতেছি স্থিত,
হে দেব, তোমার ঐ বিশ্বরূপ-দেহে
সমুদয় দেবগণে, বিশ্বচরাচর
স্থাবরজঙ্গম এই ভূত সবাকারে,
নারদ সনক আদি দিব্য-ঋষিগণে ;
দেখিতেছি অনন্তাদি উরগসকলে ;
আরো দেখিতেছি—কমল-আসনস্থিত
পদ্মযোনী প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগবানে। ১৫

তোমারে, হে বিশ্বরূপ, বিশ্বের ঈশ্বর,
বহু বাহু-নেত্র-মুখ-উদরবিশিষ্ট
অনন্ত এ রূপধারী দেখি সর্ববত্রই,
কিন্তু তব আদি অন্ত কিংবা মধ্য তার
কিছুই খুঁজিয়া আমি দেখিতে না পাই। ১৬

মুকুটশোভিত শির, গদা-চক্রধারী,
সর্ব্বত্র প্রকাশমান, তেজঃপুঞ্জ তনু,
পরিচ্ছেদহীন রূপ, দুর্লভদর্শন,
দীপ্ত রবি-হুতাশনসম প্রভাশালী
সর্ব্বত্রই করিতেছি দর্শন তোমারে। ১৭

তুমিই অক্ষর, তুমি পরম-ঈশ্বর ;
জ্ঞাতব্য যা-কিছু তাহা সকলি তুমিই ;
চরম আশ্রয় এই বিশ্বজগতের।
অনাদি অনন্ত তুমি নিত্য, অবিনাশী ;
সনাতনধর্ম্ম-প্রতিপালক তুমিই।
আমারো সিদ্ধান্ত ইহা,—তুমি সনাতন
সকলের আদি সেই পরমপুরুষ। ১৮

হে অনন্ত ! আদি-মধ্য-অন্তহীন তুমি,
অসীম প্রভাবশালী অগনন-বাহু ;
চন্দ্র-সূর্য্যরূপ দুই নয়নবিশিষ্ট
প্রদীপ্ত অনলসম বদন তোমার ;
স্বীয় তেজে বিশ্বে তুমি কর সন্তাপিত ;
এইরূপ তোমারেই হেরিতেছি আমি। ১৯

স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ ব্যাপি সর্ব্বদিক
একাকী তুমিই মাত্র করিছ বিরাজ।

অদ্ভুত এ উগ্রমূর্ত্তি হেরিয়া তোমার
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল এ তিন ভুবন,
হে মহান্! ব্যাকুলিত ভীত ত্রস্ত সবে। ২০

বসু আদি দেবগণ, তারা সকলেই,
তোমার ও দেহমাঝে করিয়া প্রবেশ
অবশেষে তোমাতেই হতেছে বিলীন।
তাহাদের মাঝে কেহ ভীত ত্রস্ত হ'য়ে
তোমার শরণ মাগি জুড়ি দুই কর
তোমারি বন্দনাগানে রয়েছে নিরত।
মহর্ষি ও সিদ্ধ সবে 'স্বস্তি' উচ্চারিয়া
কল্যাণ কামনা করি বিশ্বজগতের
পূর্ণ-অর্থভরা বাক্যে অতীব উত্তম
স্তোত্র পাঠ করি, স্তব করিছে তোমার। ২১

রুদ্রগণ, বসুসবে, আদিত্যসকল,
সাধ্যদেবতারা যত, বিশ্বদেবগণ,
সকল মরুৎ, দুই অশ্বিনীকুমার,
পিতৃপুরুষেরা সবে, গন্ধর্ব্ব, অসুর,
যক্ষ আর জন্মসিদ্ধ মহাত্মাসকলে
নির্ব্বাক-বিস্ময়নেত্রে হেরিছে তোমারে। ২২

বহু নেত্র-মুখ, বহু বাহু-উরু-পদ,
বহূদরযুক্ত, বহু করালদশন
বিকৃত বিশাল তব ও-রূপ নেহারি
হয়েছে, হে মহাবাহু, ক্ষুব্ধ ব্যাকুলিত
সর্ব্বলোক ; সেইরূপ হয়েছি আমিও। ২৩

হে বিষ্ণু! গগনস্পর্শী মহাতেজোময়
বহুবর্ণধারী অতি বিস্তৃতবদন
প্রদীপ্ত বিশালনেত্র তোমারে হেরিয়া,
অতীব ব্যথিত এবে অন্তরাত্মা মোর ;
নহিক সমর্থ আমি ধৈর্য্য-শান্তিলাভে। ২৪

করাল দশনযুক্ত বিকৃত তোমার
কালানলসম বহু বদন নেহারি
হইয়াছি দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য আমি ;
সমর্থও নহি সুখলাভে। হে দেবেশ!
সুপ্রসন্ন হও তুমি, হে বিশ্ব-আধার! ২৫

এই রাজবৃন্দসহ ভীষ্ম দ্রোণ আর
ওই সূতপুত্র কর্ণ, আমাদের মাঝে
প্রধান প্রধান যত যোদ্ধা তার সাথে
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রসবে অতি দ্রুতবেগে

বিকৃতদশন তব ভীষণ [illegible]-মুখে
করিছে প্রবেশ। কাহারে বা দেখিতেছি
তাহাদের মাঝে, চূর্ণিতমস্তক হ'য়ে
সংলগ্ন রয়েছে দন্তসন্ধিতে তোমার। ২৬।২৭

বিভিন্ন নদীর বহু জলধারা যথা
সাগরের অভিমুখে হ'য়ে প্রবাহিত
প্রবেশি সাগরে শেষে হয় তাহে লীন,
সেইরূপ এই নরবীর সবে মিলি
সর্ব্বত্র প্রকাশমান উজ্জ্বল তোমার
অনন্ত বদনমাঝে করিছে প্রবেশ। ২৮

যেরূপ পতঙ্গসবে অতি দ্রুতবেগে
প্রদীপ্ত অনলপানে হ'য়ে প্রধাবিত
আপন মরণ লাগি পশে তারি মাঝে,
সেইরূপ অতিবেগে এই সর্ব্ব লোক
আপন বিনাশ তরে করিছে প্রবেশ
তোমার ব্যাদিত সর্ব্ব বদন-গহ্বরে। ২৯

তোমার প্রদীপ্ত ওই ব্যাদিত বদনে
সর্ব্বভাবে পূর্ণরূপে সর্ব্বদিক হ'তে
সবারে গ্রাসিতে তুমি হইয়া উদ্যত
লেহন করিছ সর্ব্ব বিশ্ব-চরাচর।

অতি উগ্র প্রভা তব, হে বিশ্বব্যাপিন্!
স্বীয় তেজে পরিব্যাপ্ত করি চরাচর
করিতেছে সন্তাপিত সমগ্র জগৎ। ৩০

বল মোরে, কে তুমি হে উগ্ররূপধারী ?
নমস্কার করি তোমা। হে দেবপ্রধান!
সুপ্রসন্ন হও তুমি। স্বভাব তোমার
নহি আমি অবগত। তাই ইচ্ছা মোর
জানিবারে সর্ব্ব-আদিপুরুষ তোমারে। ৩১

কহিলেন ভগবান;—অতীব ভীষণ
সর্ব্বলোকক্ষয়কারী আমিই সে কাল;
লোক-সংহারের তরে আমি বর্ত্তমানে
রয়েছি প্রবৃত্ত। নাহি করিলেও তুমি
বিনাশ তাদের, বিপক্ষের পক্ষে স্থিত
এই যোধবৃন্দ তারা রহিবে না কেহ;—
সকলেই মৃত্যুমুখে হবে নিপতিত। ৩২

সে-হেতু যুদ্ধের লাগি উঠ তুমি বীর;
অরি জয় করি, কর সুযশ অর্জ্জন;
সর্ব্বসুখৈশ্বর্য্যশালী রাজ্য কর ভোগ।
কালরূপী আমি মৃত্যু করি নিয়ন্ত্রিত
পূর্ব্বেই রেখেছি সবে নিহত করিয়া।

কার্য্য সম্পাদন করি, হে সব্যসাচিন্!
হও তুমি মাত্র তার নিমিত্ত-কারণ। ৩৩

এই ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ আর
অপর অপর যোধবীরবৃন্দ সবে,
পূর্ব্বেই যাদের আমি করেছি নিহত
নির্দ্ধারিত করি মৃত্যু মহাকালরূপে,—
তাদের সবারে তুমি কর এবে বধ।
ব্যথিত হ'য়ো না তুমি, হও যুদ্ধে রত;
নিশ্চয় করিবে রণে তব শত্রুজয়। ৩৪

কহিল সঞ্জয়,—কম্পান্বিত কলেবরে,
কেশবের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ,
কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণে করি নমস্কার,
অতি ভীতচিত্তে পুন করিয়া প্রণাম,
অর্জ্জুন তখন তাঁরে লাগিল কহিতে
হর্ষ-ভয়-ভক্তিপূর্ণ গদগদ ভাষে। ৩৫

কহিল অর্জ্জুন,—ইহা যথার্থই বটে।
হৃষীকেশ! হে নিয়ন্তা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের!
মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে তব এ বিশ্বজগৎ
হৃষ্ট হ'য়ে তোমাতেই হয় অনুরাগী।
ভয়ার্ত্ত রাক্ষসকুল শুনি তব নাম

পলায়ন করে চারিদিকে। কপিলাদি
সিদ্ধ মহাত্মারা তব নাম সংকীর্ত্তনে
তোমারেই নমস্কার করেন সকলে।
এ সকলি যুক্তিযুক্ত; আশ্চর্য্য কি তায়? ৩৬

হে মহাত্মা! ব্রহ্মা হ'তে শ্রেষ্ঠতর সেই
আদিকর্ত্তা, সবাকার স্রষ্টা, তোমারেই
কেন নাহি নমস্কার করিবে সকলে?
হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে বিশ্ব-আধার!
ব্যক্ত এ জগৎ আর অব্যক্ত প্রকৃতি
সদসৎরূপী যাহা,—সকলি তুমিই।
তাহারো অতীত তুমি অক্ষয় অব্যয়
পরম অক্ষর সেই ব্রহ্ম সনাতন। ৩৭

তুমিই সে আদিদেব পুরাণ-পুরুষ,
সবাকার সৃষ্টিকর্ত্তা, অনাদি, অব্যয়।
পরম আশ্রয়স্থল তুমি এ বিশ্বের;
চরমে সকলি হয় তোমাতেই লীন।
সকলের জ্ঞাতা তুমি; জ্ঞাতব্য তুমিই;
বিষ্ণুর পরমপদ,—সে পরমধাম।
সকলি ব্যাপিয়া তুমি করিছ বিরাজ। ৩৮

তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, শশাঙ্ক, বরুণ।
জগতের স্রষ্টা তুমি ব্রহ্মা প্রজাপতি।

তুমিই প্রপিতামহ—স্রষ্টা ব্রহ্মারও।
সকলের স্রষ্টা তুমি, সকলের আদি।
তোমারে সহস্রবার করি নমস্কার;
বার বার তোমারেই নমস্কার মোর। ৩৯

হে সর্ব্বস্বরূপ! তোমা করি নমস্কার।
নমস্কার করি আমি সম্মুখে তোমার;
পশ্চাতেও তব পুন নমস্কার মোর;
ঊর্দ্ধে অধে চারিধারে সর্ব্ব দিকেতেই
সর্ব্বভাবে তোমারেই করি নমস্কার।
হে অনন্তবীর্য্যশালী অমিতবিক্রম!
এ বিশ্বজগৎ তুমি অন্তরে বাহিরে
সর্ব্বভাবে সর্ব্বদিকে রয়েছ ব্যাপিয়া,—
তাই তুমি "সর্ব্ব" নামে হও অভিহিত। ৪০

তোমার এ বিশ্বরূপ, ঐশ্বর্য্যমহিমা
পূর্ব্বে নাহি জানি, অজ্ঞানে প্রমাদবশে,
অথবা প্রণয় করি বয়স্য ভাবিয়া,
হে কৃষ্ণ, হে সখা মোর, হে যাদব বলি
অবিনীত এইরূপ বিবিধ বচনে
কত সম্ভাষণ আমি করেছি তোমায়।
আহারে, বিহারে, উপবেশনে, শয়নে,
একান্তে অথবা বন্ধুবান্ধব-সাক্ষাতে

তোমারে অবজ্ঞাভরে পরিহাসচ্ছলে
অসম্মানকর কত কহেছি বচন।
চিন্তার অতীত তুমি প্রভাববিশিষ্ট,
হে অচ্যুত! তাই এবে তোমার নিকটে
আমার সে পূর্ব্বকৃত অপরাধ তরে
করিতেছি আমি ক্ষমা-প্রার্থনা তোমার। ৪১।৪২

অতুল প্রভাবশালী হে জগৎপতি!
তুমিই এ চরাচর বিশ্বজগতের
পিতা জন্মদাতা। পূজ্য তুমি; গুরু তুমি;
গুরু হ'তে শ্রেষ্ঠ আরো,—তুমি গরীয়ান্।
স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি এই ত্রিভুবনমাঝে
নাহিক কেহই যে-বা তোমার সমান।
কে-বা কোথা আছে আর শ্রেষ্ঠ তোমা হ'তে। ৪৩

জগৎ-আরাধ্য সর্ব্বলোকের নিয়ন্তা
পরম-ঈশ্বর তুমি। হে দেব, সে-হেতু,
প্রসন্ন করিতে তোমা, তোমারেই আমি
দণ্ডবৎ হ'য়ে করি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম।
পিতা যথা ক্ষমা করে, সহ্য করে তার
পুত্রকৃত অপরাধ; অথবা যেরূপ
সখার সে অপরাধ ক্ষমে সখা তার;
পতি যথা প্রিয়তমা পত্নীর তাহার;

অথবা যেরূপ—প্রিয়ের সে অপরাধ
ক্ষমা করে, সহ্য করে তাঁর প্রিয়জন,—
সেরূপ তুমিও মোর পূর্ব্বকৃত এই
ক্ষমা কর, সহ্য কর সর্ব্ব অপরাধ। ৪৪

হে দেব, নেহারি তব ও-অপূর্ব্ব রূপ,
পূর্ব্বে কভু যাহা আমি করিনি দর্শন,
হইতেছি রোমাঞ্চিত। অন্তর আমার
ভয়ে ব্যাকুলিত অতি, ব্যথিত, বিহ্বল।
নিবারিতে ক্ষুব্ধ ভীত অন্তরবেদনা,
হে বিশ্ব-আধার! তুমি দেখাও আমারে
পূর্ব্বদৃষ্ট সেই সৌম্য মূরতি তোমার।
হে দেবেশ! সুপ্রসন্ন হও মোর প্রতি। ৪৫

মুকুটশোভিত শির গদাচক্রধারী
তোমার সে পূর্ব্ব রূপ দেখিতে ইচ্ছুক।
হে সহস্রবাহুধারী, হে বিশ্বমূরতি!
সেই চতুর্ভুজ রূপ করিয়া ধারণ
অবির্ভূত হও তুমি সম্মুখে আমার। ৪৬

কহিলেন ভগবান,—প্রসন্ন হইয়া,
হে অর্জ্জুন! স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে
তেজোময় বিশ্বাত্মক অপূর্ব্ব অনন্ত

বিশ্বজগতের আদি-কারণস্বরূপ
দেখালাম তোমারে যে রূপ সর্ব্বোত্তম,—
তুমি ভিন্ন পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই তাহা। ৪৭

হে কুরুপ্রধান! এই নরলোকমাঝে
বেদ আর যজ্ঞবিদ্যা অধ্যয়ণ করি,
দানে কিংবা শ্রৌত যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানে
অথবা তপস্যা উগ্র করিয়া সাধন
এরূপে কেহই মোরে পারে না দেখিতে,—
যেরূপ তুমিই মাত্র করিলে দর্শন। ৪৮

এ ভীম-মূরতি মোর করি দরশন
ব্যথিত হ'য়ো না তুমি—ব্যাকুল বিহ্বল;
চিত্তের বিভ্রম তব যেন নাহি হয়।
নির্ভয়ে প্রসন্নচিত্তে কর দরশন
পুন মোরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী
তোমার সে পূর্ব্বদৃষ্ট ইষ্টমূর্ত্তিরূপে। ৪৯ *

সঞ্জয় কহিল,—তবে, এই কথা বলি,
দেখালেন বাসুদেব পুন অর্জ্জুনেরে
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নিজ রূপ।
পরম-করুণাময় দেব ভগবান

নিজ সৌম্য মূর্ত্তি পুন করিয়া ধারণ
করিলেন ভীত সেই অর্জ্জুনে নির্ভয়। ৫০

কহিল অর্জ্জুন,—এক্ষণে, হে জনার্দ্দন,
তোমার এ সৌম্য শান্ত নররূপ হেরি
সুস্থচিত্ত প্রকৃতিস্থ হইলাম আমি। ৫১

কহিলেন ভগবান,—তুর্লভদর্শন
আমার এ রূপ যাহা নেহারিলে তুমি,
সর্ব্বদাই সুতুর্লভ সে রূপের লাগি
দর্শন কামনা করে দেবতাও সবে। ৫২

আমারে যেরূপে তুমি করিলে দর্শন,—
বেদ-অধ্যয়নে, দানে, তপস্যা-সাধনে
অথবা বিবিধ যজ্ঞ করি অনুষ্ঠান,—
সেরূপে কেহই মোরে দেখিতে না পায়। ৫৩

শক্রনিপীড়নকারী, জেন, হে অর্জ্জুন,
আমর সরূপতত্ত্ব জানিতে এ-ভাবে,
দেখিতে আমার এই অচিন্ত্য স্বরূপ,
আমাতে প্রবিষ্ট হ'য়ে শেষে আমারই
স্বরূপে বিলীন হ'তে পারা যায় শুধু
আমাতেই অচঞ্চল ভক্তির সহায়ে। ৫৪

আমার প্রীত্যর্থে যে-বা আমারি কারণ
ফলের কামনা ত্যজি রত মোর কাজে,
আমারেই জানে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলি,
সর্ব্ব বিষয়ের সঙ্গ করি পরিহার
আমাতে আকৃষ্ট সদা, নির্লিপ্ত, নিষ্কাম,
সর্ব্বভূতে হিংসাভাব করিয়া বর্জ্জন
অচঞ্চল ভক্তিযুক্ত হ'য়ে আমাতেই
আমারি ভজনে রত হয় সর্ব্বভাবে,—
হে পাণ্ডুনন্দন! জেন সে ভক্ত আমার
আমারি স্বরূপলাভ করে সুনিশ্চিত। ৫৫

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

কহিল অর্জ্জুন,—বল, যে ভক্ত এরূপে
তোমাতেই চিত্ত তার সমাহিত করি
তোমারি অর্চ্চনা-পূজা-ধ্যানরত হ'য়ে
তোমার সাকারমূর্ত্তি করে উপাসনা,
আর যে-বা জ্ঞানপন্থী বিচারসহায়ে
তোমার অব্যক্ত নিত্য অক্ষর নির্গুণ
অব্যয়স্বরূপ ধ্যানে রহে সমাহিত,—
এই উভয়ের মাঝে কে-বা শ্রেষ্ঠ যোগী।

কহিলেন ভগবান,—পরম শ্রদ্ধায়
আমাতে নিবিষ্টচিত্ত যে ভক্ত আমার
মন তার সমাহিত করি আমাতেই,—
আমারে ইষ্টের সনে জানিয়া অভেদ,
ইষ্টমূর্ত্তিরূপে মোর করে আরাধনা,—
শ্রদ্ধাবান ইষ্টনিষ্ঠ সেই যোগীরেই
জানিও আমার মতে শ্রেষ্ঠতম বলি।
ইষ্টনিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত যারা মোর,
তারাই পরমভক্ত,—শ্রেষ্ঠতম যোগী। ২

সম্যক্-প্রকারে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় নিরোধি,
আত্মস্থ হইয়া, চিত্ত করি সমাহিত,
শব্দের অবর্ণনীয়, আকারবিহীন,
মনের অচিন্ত্যনীয়, নিত্য, সত্যরূপ,
সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিকার, অক্ষয়, অব্যয়,
মায়াময় জগতের অধিষ্ঠানরূপে
কূটস্থচৈতন্যরূপী পরমসত্তার
ধ্যানপরায়ণ যে-বা করে অবস্থান,—
সর্ব্বত্রই সমদর্শী, সাম্যভাবে স্থিত,
সবার কল্যাণকামী, জ্ঞাননিষ্ঠাবান
সেই মহাত্মাও জেন পায় আমারেই। ৩।৪ *

নির্গুণ ব্রহ্মেতে চিত্ত আসক্ত যাদের,
নির্গুনের ভাব ল'য়ে করে উপাসনা,
অধিক দুখের ভাগী হয় তাহারাই।
যে-হেতু নির্গুণব্রহ্মে নিষ্ঠা করে লাভ
বহু দুঃখেতেই দেহ-অভিমানী যারা। ৫

সর্ব্বকর্ম্ম আমাতেই করি সমর্পণ,
আমার শরণাগত হ'য়ে সর্ব্বভাবে,
ইষ্টমূর্ত্তিরূপে মোর করিয়া অর্চ্চনা
একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে, শ্রদ্ধাসহকারে

ধ্যানধারণায় চিত্ত সমাহিত করি,
হে পার্থ! যাহারা মোর উপাসনারত,—
আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই ভক্তদের
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোক-দুঃখভরা
সংসার-সাগররূপ মহার্ণব হ'তে
আমিই অচিরে করি উদ্ধারসাধন। ৬।৭

মন বুদ্ধি আমাতেই কর নিবেশিত।
জেন তবে দেহ অন্তে পাইয়া আমারে
আমাতেই স্থিতিলাভ করিবে নিশ্চিত।
করি জ্ঞানলাভ শ্রদ্ধাভক্তির সহায়ে
দেহ অন্তে মোক্ষরূপে পাবে আমারেই। ৮

কিন্তু ধনঞ্জয়, যদি সমর্থ না হও
আমাতেই চিত্ত তব রাখিতে সুস্থির,—
তোমার চঞ্চল মন হয় বিচলিত,
ধ্যানে সমাহিত তারে না পার করিতে,
ইষ্টমূর্ত্তিধ্যানে চিত্ত স্থির নাহি রয়,—
তা হ'লে বিক্ষিপ্ত সেই চিত্তেরে তোমার
আমাতেই বার বার করি নিয়োজিত
ধ্যানের অভ্যাস করি অভ্যাস-যোগেতে
আমারেই লভিবারে চেষ্টা কর তুমি। ৯

অভ্যাস-যোগেও যদি সমর্থ না হও,
আমার প্রীত্যর্থে তবে আমারি কারণ
আমারি কর্ম্মের তুমি কর অনুষ্ঠান ;—
আমি যাহা বলি, তুমি কর সেই কাজ।
আমার কর্ম্মেরে তুমি অতি শ্রেয়োজ্ঞানে
আমারি প্রীত্যর্থে যদি হও কর্ম্মে রত,
আমারি নির্দ্দেশমত চল সর্ব্বভাবে,—
তা হ'লেও সিদ্ধি পাবে, মোক্ষ হবে লাভ। ১০ *

ইহাতেও অসমর্থ হও যদি, তবে
আমার শরণাপন্ন হ'য়ে সর্ব্বভাবে
বিবেকসহায়ে তুমি সংযত হইয়া
অবশ্য-কর্ত্তব্যকর্ম্ম কর সম্পাদন।
আমাতেই সর্ব্বকর্ম্ম করি সমর্পণ
সর্ব্ব কর্ম্মফল তুমি কর পরিত্যাগ ১১ *

শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, গুরুবাক্য শুনি—
অর্জ্জিত পরোক্ষজ্ঞান জেন শ্রেষ্ঠতর
অভ্যাস-যোগেতে রত অনুষ্ঠান হ'তে।
পরোক্ষ সে জ্ঞান হ'তে, জেন তুমি স্থির,
জ্ঞানের সহিত ধ্যান আরো শ্রেষ্ঠ বলি।
ধ্যান হ'তে আরো শ্রেষ্ঠ কর্ম্মফলত্যাগ ;
যে-হেতু কামনাত্যাগে শান্তি হয় লাভ। ১২

হিংসাদ্বেষ বিরহিত যে-বা সর্ব্বভূতে,
মিত্রভাবাপন্ন সদা সবাকার প্রতি,
সর্ব্বজীবে দয়াবান, আসক্তিবিহীন—
স্বার্থের সম্পর্কশূন্য সর্ব্ব বিষয়েতে,
অহঙ্কার বিবর্জ্জিত, ক্ষমা-পরায়ণ,
সুখদুঃখে সমজ্ঞানী—সমদর্শী সদা,
সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত নিজ অবস্থায়,
সংযত-স্বভাব, সমাধি-কারণে চিত্ত
আত্মধ্যানরত, আত্ম-অনাত্ম বিষয়ে
সংশয়বিহীন বুদ্ধি স্থির অচঞ্চল,
আমাতেই সমর্পিত মন বুদ্ধি যার—
পরমাত্মারূপী কৃষ্ণে স্থির করি মন
কিংবা ইষ্ট পরমাত্মা অভেদ জানিয়া
মন বুদ্ধি ইষ্টপদে করি নিবেশিত
গুরু ইষ্ট ভগবান আশ্রয় যাহার,—
এরূপ যে ভক্ত মোর,—সে আমার প্রিয়। ১৩।১৪

যে মানব হ'তে কেহ না পায় সন্তাপ,—
কায়মনোবাক্যে যে-বা অপর প্রাণীর
নাহি হয় ক্ষতি পীড়া ক্লেশের কারণ;—
আর যে-বা নিজেও না হয় সন্তাপিত,—
অপরেও ক্লেশ যারে দিতে নাহি পারে,—
শুভাশুভলাভে হর্ষ-বিষাদবিহীন,—

ইষ্ট বা অনিষ্ট-লাভে যে-বা নির্ব্বিকার,
অনুচিত হর্ষ শোক নাহিক যাহার,—
সর্ব্বদা নির্ভয়চিত্ত, উদ্বেগরহিত,
সেরূপ মহাত্মা জেন প্রিয় বলি মোর　১৫

অনাসক্ত, শুদ্ধচেতা—শৌচাচারবান,
কর্ম্মদক্ষ—অনলস উদ্যোগী পুরুষ
সমর্থ যে যথারীতি কর্ত্তব্য-সাধনে,
পক্ষপাত-পরিশূন্য—যে-বা উদাসীন,
চিত্তক্লেশহীন—যার নাহি শোক ভয়,
সর্ব্বাবস্তু-পরিত্যাগী—কর্ম্মাসক্তিহীন
ফলভোগ-আশে যে-বা নাহি করে কাজ,—
এরূপ যে ভক্ত মোর,—সে আমার প্রিয়। ১৬

নহে আনন্দিত যে-বা প্রিয়বস্তুলাভে,
অপ্রিয়-প্রাপ্তিতে যার নাহিক বিদ্বেষ,
প্রিয়-বিনাশেও শোক নাহি হয় যার,
অপ্রাপ্ত বস্তুব তরে নাহি করে লোভ,
শুভাশুভ পাপপুণ্য পরিত্যাগী সেই
ভক্তিমান যে পুরুষ,—প্রিয় সে আমার।　১৭

শত্রু মিত্র উভয়ে যে দেখে সমভাবে,
মান অপমানে· যে-বা ভেদবুদ্ধিহীন,

সুখদুঃখ শীতাতপ তুল্য যার সব,
সঙ্গলাভে স্পৃহাহীন—আসক্তিরহিত,
নিন্দা বা প্রশংসাবাদে যার সমজ্ঞান,
সর্ব্ব বিষয়েতে বাক্য সংযত যাহার,
প্রারব্ধ-সঞ্চিত নিজ অদৃষ্টের বশে
যাহা পায় তাহাতেই পরিতুষ্ট সদা,
স্থিতি যার যথাতথা—বাসগৃহহীন,
পরমার্থতত্ত্বে যার চিত্ত অচঞ্চল,
স্থিরভক্তি সেই ভক্ত জেন প্রিয় মোর। ১৮।১৯

অমৃতত্ব লভিবার উপায়স্বরূপ
পূর্ব্বোক্ত এ সব ধর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী,
পরম আশ্রয়স্থল জানি আমারেই
আমাতে নিবিষ্টচিত্ত শ্রদ্ধা-নিষ্ঠাবান
আমার সে ভক্ত সবে অতি প্রিয় মোর। ২০

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ বা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ

অর্জ্জুন কহিল,—আমি জানিতে ইচ্ছুক,
হে কেশব, জ্ঞেয় কি-বা, জ্ঞান বলে কারে,
কে-বা সে পুরুষ, আর কিরূপ প্রকৃতি,
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সর্ব্ব তত্ত্ব সবিশেষ। ১

কহিলেন ভগবান,—হে কুন্তীনন্দন!
এই দেহ ক্ষেত্র নামে হয় অভিহিত;
ইহারে যে জানে,—সেই দেহী জীবেরেই
ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন ক্ষেত্র-তত্ত্ববিদ্‌গণ। ২

সর্ব্বক্ষেত্রে আমারেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া
জেন, হে ভারত। ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞের
এরূপ যে-জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।
জানিও ইহাই স্থির-সিদ্ধান্ত আমার। ৩ *

ক্ষেত্র স্বরূপতঃ যাহা, যে ধর্ম্মবিশিষ্ট,
যেরূপ বিকারযুক্ত, উদ্ভূত যে-ভাবে,
স্থাবর জঙ্গম ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে
যে-ভাবে প্রতীয়মান হয় চরাচরে,—

আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞের যাহাই স্বরূপ,
যেরূপ প্রভাবশালী,—সংক্ষেপে তা সব
আমার নিকট তুমি কর অবধান। ৪

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের এই তত্ত্ব নানা-ভাবে
বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ করেন বর্ণন;
বিভিন্ন বেদেও ইহা ভিন্ন ভিন্ন-রূপে
হয়েছে ব্যাখ্যাত; সুনিশ্চিত অর্থভরা
যুক্তিযুক্তভাবে বহু ব্রহ্মসূত্রপদে
বিবিধ প্রকারে ইহা হয়েছে বর্ণিত। ৫

অনল, সলিল, বায়ু, ক্ষিতি, মহাব্যোম—
এই পঞ্চ মহাভূত, বুদ্ধি, অহঙ্কার,
সৃষ্টির কারণ যাহা উপাদানরূপে
অব্যক্ত নামেতে সেই মহতী প্রকৃতি,
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্ম-ইন্দ্রিয় পঞ্চক,
অন্তর-ইন্দ্রিয় মন—এই একাদশ,
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পঞ্চগুণ—
ইন্দ্রিয়বিষয় যাহা সূক্ষ্ম পঞ্চভূত
অথবা তন্মাত্র নামে যাহা অভিহিত,—
ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধৈর্য্য, এই দেহ,
চেতন আত্মার জ্যোতি প্রতিবিম্বাকারে
চিদাকাশে জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিরূপে

চেতনা বলিয়া যাহা হয় অনুভূত,—
এ সকলি পরিণামী প্রকৃতিসম্ভূত
ক্ষেত্র নামে সংক্ষেপতঃ হইল কথিত। ৬,৭

নিজ গুণ প্রচারিতে অভিমানত্যাগ,
আপন প্রতিষ্ঠা তরে আকাঙ্ক্ষাহীনতা,
কায়মনোবাক্যে পর-পীড়ার বর্জ্জন,
অপরের দোষ ত্রুটী সহনশীলতা,
অকপট সরলতা সকল বিষয়ে,
ব্রহ্মজ্ঞান উপদেষ্টা আচার্য্যের সেবা,
শুদ্ধভাবে অবস্থিতি অন্তরে বাহিরে,
চঞ্চলতা পরিহরি মনের স্থিরতা,
মনসহ জ্ঞান-কর্ম্ম-ইন্দ্রিয়সংযম,
ইন্দ্রিয়ের নিজ ভোগ্যবিষয়ে বিরাগ,
আপনারে শ্রেষ্ঠ ভাবি অভিমান আর
"আমি" "মোর" ইত্যাকার অহঙ্কারত্যাগ,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-আদি-রূপ
এ সব দোষের সদা চিন্তা আলোচনা,
অনাসক্তি দারা সুত গৃহাদি বিষয়ে,
ইষ্ট বা অনিষ্টলাভে চিত্তের সমতা,
ভগবান বাসুদেব পরমাত্মারূপী
সবার হৃদয়স্থিত আশ্রয় সবার—
এই ভাবে সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি করি

একনিষ্ঠ ঐকান্তিক ভক্তি আমাতেই,
চিত্তের প্রসাদকর উপদ্রবহীন
ভয়শূন্য জনহীন প্রদেশে বসতি,
জ্ঞানভক্তিহীন জন-সমাজে বিরাগ,
জ্ঞাননিষ্ঠা আত্মানাত্ম-বিবেকবিষয়ে,
তত্ত্বজ্ঞানলাভে সদা জ্ঞান আলোচনা,—
এ সকলি জ্ঞান নামে হয় অভিহিত।
যে-হেতু, ইহারা পন্থা জ্ঞান-সাধনার,—
এদের সহায়ে জ্ঞান হ'য়ে থাকে লাভ।
ইহাদের বিপরীত যাহা কিছু সব,—
জ্ঞান-সাধনার পথে পরিপন্থী যাহা,
জানিও তাহাই তুমি অজ্ঞান বলিয়া। ৮—১২

জ্ঞানের বিষয় যাহা, জ্ঞাতব্য যাহাই,
অমৃতত্ব হয় লাভ যাহা জ্ঞাত হ'লে—
কহিতেছি তাহা। —সেই অনাদি অব্যয়
নির্ব্বিশেষরূপ যিনি ব্রহ্ম সনাতন,—
আমার সগুণ এই সক্রিয় ভাবের
অতীত অনন্ত সত্তা,—অস্তি-নাস্তিরূপে
সৎ বা অসৎ তিনি কিছু নাহি হন।
ইন্দ্রিয়ের অবিষয়,—তাই কভু তিনি
প্রমাণে আছেন বলি না হন নির্ণীত।
নিষেধরূপেতে তাঁরে প্রমাণসহায়ে

নাই বলি স্থির কভু করা নাহি যায়।
সে-হেতু,' নহেন তিনি সৎ বা অসৎ।
সদসৎ উভয় এ লক্ষণ-বর্জ্জিত
নির্ব্বিশেষ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ,
মাত্র শুদ্ধ-বুদ্ধিগম্য চিৎসত্তা তাঁর।
জ্ঞানেতেই জ্ঞানগম্য তিনি জ্ঞেয়রূপে। ১৩

সর্ব্বত্রই হস্ত পদ শির নেত্র মুখ
শ্রবণ ইন্দ্রিয়ধারী হ'য়ে সর্ব্বত্রই
সর্ব্বস্থান ব্যাপি, সর্ব্ব প্রাণীর মাঝারে
এ বিশ্বজগতে তিনি সদা বিরাজিত। ১৪

পরমস্বরূপ তিনি ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত;
কিন্তু সত্তা তাঁর সর্ব্ব ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে
ইন্দ্রিয়-বিষয়রূপে হয় প্রকাশিত।
স্বরূপতঃ তিনি সর্ব্ব সঙ্গ-বিবর্জ্জিত;
কিন্তু সর্ব্ব পদার্থই চর বা অচর
তাঁহারি সত্তায় সদা হ'য়ে সত্তাবান
আছে বিদ্যমান—তাই তিনি সর্ব্বাধার।
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় তিনি নির্লিপ্ত, তথাপি,—
ভোক্তা উপলব্ধা যেন সকল গুণের। ১৫ *

সকল ভূতের তিনি অন্তরে বাহিরে
সত্তারূপে অবস্থিত বিশ্ব-চরাচরে।

চরাচর সর্ব্বভূত সকলি তিনিই।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম তিনি, নাম-রূপহীন;
ইন্দ্রিয়সহায়ে তাই মন-বুদ্ধিযোগে
স্পষ্টরূপে জানিবার যোগ্য নাহি হন।
দূরে ও নিকটে তিনি আছেন সর্ব্বদা। ১৬ *

সৃষ্টির অনাদি মূল-কারণস্বরূপ
সত্তারূপে সর্ব্বদাই সর্ব্ব ভূতমাঝে
আছেন অভিন্ন তিনি অবিভক্তভাবে।
কার্য্যরূপে, সৃষ্টিরূপে তিনিই আবার
ভিন্নবৎ সর্ব্ব ক্ষেত্রে হন দৃশ্যমান।
সেই জ্ঞেয়বস্তু তিনি সকল ভূতের
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ সবার। ১৭

সকল জ্যোতির জ্যোতি তিনি স্বপ্রকাশ,
সর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশক, সকলের মূল।
তমোরূপী অজ্ঞানের অতীত,—সে-হেতু,
সবার কারণ তিনি, কার্য্য নাহি হন।
সৃষ্টির অতীত তিনি, কারণ সবার,—
তাই তিনি কার্য্যরূপে না হন প্রতীত।
জ্ঞান তিনি, জ্ঞেয় তিনি, জ্ঞাতাও তিনিই,—
জ্ঞানেতেই জ্ঞানগম্য হন জ্ঞানরূপে।

জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতারূপে সকল জীবের
হৃদয়কন্দরে তিনি সদা অধিষ্ঠিত। ১৮ *

কি-বা ক্ষেত্র, কি-বা জ্ঞান, জ্ঞেয় কি-বা আর
সংক্ষেপতঃ এইরূপে হইল কথিত।
আমার ভক্তেরা ইহা জানি সুনিশ্চিত
যোগ্য হয় লভিবারে স্বরূপ আমার।
জ্ঞাত হ'য়ে এই তত্ত্ব সবিশেষভাবে
পরমাত্ম-ভাবাপন্ন হ'য়ে অবশেষে
আমার স্বরূপলাভে হয় অধিকারী। ১৯

পরা ও অপরা দুই প্রকৃতি আমার
পুরুষ প্রকৃতি নামে হয় অভিহিত।
পুরুষ—ক্ষেত্রজ্ঞ, আর ক্ষেত্রই—প্রকৃতি ;
জেন তুমি উভয়েরে অনাদি বলিয়া।
আকাশাদি পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয়সকল
মনের সহিত,—এই ষোড়শ বিকার,
সুখ দুঃখ মোহরূপে সত্ত্ব রজ তম
এই তিন গুণ আর গুণপরিণাম,—
প্রকৃতিসম্ভূত বলি জানিও সবারে। ২০

কার্য্য-কারণের সর্ব্ব কর্তৃত্ব-বিষয়ে
প্রকৃতিই হেতু তার কারণরূপেতে।

সুখ দুঃখ আদি সর্ব্ব ভোগের বিষয়ে
পুরুষ কথিত হন ভোক্তা বলি তার। ২১ *

প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া পুরুষ
যে-হেতু প্রকৃতিজাত গুণ করে ভোগ,
এই গুণসঙ্গদোষ হয় তার তাই
সৎ বা অসৎরূপ জন্মের কারণ। ২২ *

যদিও পুরুষ এই দেহে অবস্থিত,
তথাপি প্রকৃতি হ'তে ভিন্ন জেন তাঁরে।
প্রকৃতির দ্রষ্টা তিনি সদা সাক্ষীরূপে,
দেহের ও ইন্দ্রিয়ের সত্তাস্ফূর্ত্তিদাতা,
অনুগ্রহকারী, তার ধারক পোষক,
প্রকৃতির গুণভোক্তা মহান্ ঈশ্বর ;—
পরমাত্মা বলিয়াও হন অভিহিত। ২৩

পুরুষ ও গুণসহ প্রকৃতিরে যে-বা
তত্ত্বতঃ এ-ভাবে জানে সুনিশ্চিতরূপে,
যে-ভাবেই বর্ত্তমান থাক্-না সে কেন—
পুনরায় ভবে জন্ম নাহি হয় তার। ২৪ *

কেহ ধ্যানযোগে স্থির মানসসহায়ে
বুদ্ধিতেই আত্মজ্যোতি করে দরশন ;

অন্য কেহ সাংখ্যযোগে, কেহ বা অপরে
কর্ম্মযোগপথে করে আত্ম-সন্দর্শন। ২৫ *

অপর যাহারা নাহি জানে এইরূপ,—
বিচারবিহীন যারা মন্দ-অধিকারী
জ্ঞানলাভে অসমর্থ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে,—
গুরু আচার্য্যের কাছে লভি উপদেশ,
আচার্যের বাক্যে হ'য়ে শ্রুতিপরায়ণ
শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে করে উপাসনা,
ব্রহ্মবিদ্ আচার্যের অনুগত হ'য়ে
তাঁহারি দর্শিত পথে চলে সর্ব্বভাবে,—
তারাও মৃত্যুরে শেষে করে অতিক্রম। ২৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি জেন সুনিশ্চিত,—
সৃষ্ট যাহা কিছু এই বিশ্ব-চরাচরে
উদ্ভূত তা-সব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগে। ২৭ *

বিকারী সকল ভূতে সমভাবে স্থিত
অবিকারী অবিনাশী পরমসত্তায়
যে-বা দরশন করে,—সেই দেখে ঠিক। ২৮ *

যে-হেতু সে দেখে সেই পরম-ঈশ্বরে
সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত. সর্ব্বত্রই,—

আপন আত্মায় তাই না করি হনন
শ্রেষ্ঠগতিরূপ মোক্ষ করে সেই লাভ। ২৯ *

সর্ব্ব কার্য্য সর্ব্বত্রই সকল প্রকারে
প্রকৃতিই সম্পাদিত করিছে সর্ব্বদা ;
ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষ আত্মা—অকর্ত্তা, নিষ্ক্রিয় ;—
যে-বা দেখে এইরূপ, সেই দেখে ঠিক। ৩০

পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিদৃশ্যমান
বিভিন্ন প্রকৃতি এই ভূতসকলের
যে-বা একত্রিত যবে করে দরশন,—
একসাথে প্রকৃতিতে অবস্থিত সবে ;
পুন তাহাদের সেই অনন্ত বিস্তার
একই প্রকৃতি হ'তে বিভিন্ন রূপেতে,—
ব্রহ্মত্বই করে লাভ সে-জন তখন। ৩১ *

অনাদি নির্গুণ বলি, হে কুন্তীনন্দন!
পরমাত্মা অবিকারী, পরিণামহীন ;
হইয়াও অবস্থিত এই দেহমাঝে
সর্ব্বদা নিষ্ক্রিয় তিনি, না করেন কাজ ;
লিপ্ত নাহি হন কভু কর্ম্মে কর্ম্মফলে। ৩২

সর্ব্বব্যাপী মহাকাশ, অতি সূক্ষ্ম বলি,
হইয়াও অবস্থিত সর্ব্ব বস্তুমাঝে

সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিশ্ব-নিখিল ব্যাপিয়া
যেরূপ না হয় লিপ্ত তাহাদের সাথে,
সেরূপ সর্ব্বত্র এই সর্ব্ব দেহমাঝে
নির্লিপ্ত রহেন আত্মা থাকি বিদ্যমান। ৩৩

একমাত্র দিনমণি যথা, হে ভারত!
রূপময় সর্ব্ব বস্তু, সমগ্র বিশ্বেরে
স্বীয় তেজে প্রকাশিত করেন সর্ব্বদা,
সেইরূপ এক ক্ষেত্রী, পরমাত্মা যিনি,
সকল ক্ষেত্রই সদা করেন প্রকাশ। ৩৪ *

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের এই স্বরূপতঃ ভেদ,
ভূতের প্রকৃতি, আর যে পন্থাসহায়ে
প্রকৃতির আবরণ করি উন্মোচন
অবিদ্যা-বন্ধন হ'তে মোক্ষ হয় লাভ,—
জ্ঞাননেত্রে এই তত্ত্ব বিদিত যাহারা,
আত্মতত্ত্বজ্ঞানে তারা হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত
পরাশান্তিরূপ সেই মুক্তি করে লাভ। ৩৫

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগযোগ

কহিলেন ভগবান,—কহি পুনরায়
আত্মতত্ত্ববিদ্যা, সেই পরমাত্মজ্ঞান,—
সকল জ্ঞানের মাঝে শ্রেষ্ঠতম যাহা ;
যে জ্ঞান লভিয়া ইহ-সংসারমাঝারে
সন্ন্যাসী মননশীল মহাত্মাসকল
পরম-সংসিদ্ধিরূপ মোক্ষ করে লাভ। ১

ইহারে আশ্রয় করি, এ জ্ঞান-সাধনে
আমার স্বরূপতত্ত্ব হইয়া বিদিত
পরমাত্ম-স্বরূপতা করে তারা লাভ।
তাদের জনম নাহি হয় সৃষ্টিকালে,
প্রলয়ে বা কল্পান্তেও না হয় বিনাশ। ২ *

মহাপ্রকৃতিই মোর গর্ভাধানস্থান।
হে ভারত, জেন তারে যোনি বলি মোর।
আমিই প্রক্ষেপ করি গর্ভ তাহাতেই ;
তাহা হ'তে সৃষ্ট হয় বিশ্ব-চরাচর। ৩ *

সর্ব্ব যোনি হ'তে দেহ উদ্ভূত যা-সব,
হে কৌন্তেয়, প্রকৃতিই যোনি তা-সবার ;

সকলের মাতৃরূপা উদ্ভব-কারণ।
আমিই সে-সবাকার বীজদাতা পিতা। ৪ *

জানিও হে মহাবাহু, সত্ত্ব রজ তম,
এই তিন গুণ যাহা প্রকৃতিসম্ভূত,—
নির্ব্বিকার দেহী আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষে
গুণের বন্ধনে দেহে রাখে বদ্ধ করি। ৫ *

হে অনঘ,—অব্যসন, পাপবিবর্জ্জিত!
ত্রিগুণের মাঝে সত্ত্ব নির্ম্মলতা হেতু
প্রশান্ত ভাস্বর,—সর্ব্ব বস্তু-প্রকাশক;
তাই সত্ত্বগুণ জীবে জ্ঞানসঙ্গ সাথে
সুখাসক্তভাবে সদা রাখে বদ্ধ করি। ৬ *

হে কৌন্তেয়! রজোগুণ অনুরাগাত্মক;
বিষয়েতে অনুরাগ জন্মে ইহা হ'তে।
অপ্রাপ্ত বস্তুর তরে তৃষ্ণা—অভিলাষ,
প্রাপ্ত বস্তু সংরক্ষণে আসঙ্গ—আসক্তি,—
রজোগুণজাত বলি জেন উভয়েরে।
কর্ম্মের আসক্তি সাথে বদ্ধ করি জীবে
রজোগুণ কর্ম্মে তারে করে নিয়োজিত।
কর্তৃত্বের ভোক্তৃত্বের হ'য়ে অভিমানী,

কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মান্তর করিয়া আশ্রয়—
রজোগুণে কর্ম্মবদ্ধ হয় সদা জীব। ৭

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞান-প্রসূত।
জ্ঞান আবরিত করি অবিবেকরূপে,
সৃজিয়া সম্মোহ ভ্রান্তি জীবের অন্তরে
বদ্ধ করে জীবে নিদ্রা আলস্য প্রমাদে। ৮

হে ভারত! সত্বগুণ জ্ঞান প্রকাশিয়া
দুখের কারণসবে করি অভিভূত
সুখের সন্ধানে জীবে করে আকর্ষণ।
কর্ম্মেতে আসক্ত জীবে করে রজোগুণ।
জ্ঞান আবরিত করি অজ্ঞান-প্রভাবে
প্রমাদ আলস্যযুক্ত করে তমোগুণ। ৯

রজ আর তমোগুণে অভিভূত করি,
হে ভারত! সত্বগুণ হয় প্রকাশিত।
সত্ব আর তমোগুণে করি অতিক্রম
প্রাদুর্ভূত রজোগুণ। সত্ব-রজোগুণে
আবরিয়া তমোগুণ হয় বিকাশিত। ১০

সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে এ দেহে যখন
জ্ঞানের প্রকাশ হয়, জানিও তখনি
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সত্বগুণ সবিশেষভাবে। ১১ *

পরদ্রব্য তরে লোভ—সুতীব্র বাসনা
বস্তুলাভে যাহা নাহি হয় নিবারিত,
কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মান্তরে সদা অভিলাষ,
কর্ম্ম অনুষ্ঠানে সদা প্রযত্ন—উদ্যম,
অশান্তি অতৃপ্তি সদা নিজ অবস্থায়,
সর্ব্ব বস্তু প্রাপ্তিহেতু আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা,
হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জেন এই চিহ্ন সব
রজোগুণ বৃদ্ধি হ'লে হয় প্রকাশিত। ১২

অজ্ঞানের আবরণে বিবেক-বিচ্যুতি—
উপদেশে জ্ঞানলাভে সামর্থ্যহীনতা,
আলস্য—ঔদাস্য সদা কর্ত্তব্যবিষয়ে,
ত্রুটি, বিস্মরণ, নিদ্রা, অজ্ঞান, মূঢ়তা,—
হে কুরুনন্দন! জেন এ-সব লক্ষণ
তমের বৃদ্ধিতে জীবে হয় প্রকাশিত। ১৩

সত্ত্বের বৃদ্ধিতে যদি ত্যজে দেহ জীব,
রজস্তমোগুণরূপ মালিন্য-বর্জ্জিত
ব্রহ্মা আদি দেবভোগ্য দিব্যলোক যাহা
প্রাপ্ত হয় সেই স্থান দেহান্তে তাহার। ১৪ *

রজোগুণ বৃদ্ধিকালে ত্যজিলে এ দেহ,—
জন্মে জীব কর্ম্মাসক্ত এই মর্ত্ত্যধামে

নরলোকে দেহধারী মনুষ্য হইয়া।
তমের প্রাবল্যে দেহ হইলে বিনাশ,—
জন্মে জীব পশু আদি নিকৃষ্ট যোনিতে। ১৫ *

কহেন মহর্ষিসবে তত্ত্ববিদ্ যাঁরা—
সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল—নির্ম্মল আনন্দ;
রাজস কর্ম্মের ফলে হয় দুঃখভোগ,—
বহু দুঃখ থাকে অল্প সুখের পশ্চাতে;
তামস কর্ম্মের ফল—অজ্ঞান, মূঢ়তা। ১৬

সত্ত্বগুণে জন্মে জ্ঞান; লোভ—রজোগুণে;
তমোগুণ হ'তে হয় অবিবেকরূপ
অজ্ঞান প্রমাদ আর মোহের জনম। ১৭

সত্ত্বের প্রাবল্যে জীব পায় দেবলোক।
রজের বৃদ্ধিতে জন্মে মনুষ্যলোকেতে।
নিদ্রা আলস্যাদি অতি নিকৃষ্ট গুণেতে
তমোভাবাপন্ন জীব পায় অধোগতি;—
দেহান্তে জনম পুন পশ্বাদি যোনিতে। ১৮

বিবেকসহায়ে যবে দেখে দ্রষ্টা জীব
ত্রিগুণ-ব্যতীত কর্ত্তা নাহি কেহ আর

সর্ব্ব কর্ম্ম কর্ম্মফল করিতে সৃজন,
গুণের অতীত সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষে—
আপনারে—স্বরূপেতে পারে জানিবারে,
আমার স্বরূপ লাভ করি সে তখন
পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানে হয় প্রতিষ্ঠিত। ১৯

দেহের সৃজনকারী বীজরূপ এই
ত্রিগুণেরে অতিক্রম করি যবে জীব
পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, গুণ-পরিণাম
সবিশেষ জ্ঞাত হয় জ্ঞানের সহায়ে,—
মুক্ত হ'য়ে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হ'তে
মোক্ষরূপ অমৃতত্ব লভে সে তখন। ২০ *

কহিল অর্জ্জুন,—বল, হে প্রভু, আমারে
কিরূপ লক্ষণ তার হ'লে প্রকাশিত
গুণের অতীত বলি কথিত সে হয়।
আচরণ কিরূপ তাহার? কিরূপে বা
এই গুণত্রয় দেহী করে অতিক্রম? ২১

কহিলেন ভগবান,—হে পাণ্ডুনন্দন!
গুণের স্বভাববশে গুণক্রিয়ারূপে
প্রকাশ প্রবৃত্তি মোহ হইলে সঞ্জাত

সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণ হইতে,
দুঃখবোধে বিরক্ত না হয় যেই জন,
অথবা সুখের আশে তাদের বিনাশে
আকাঙ্ক্ষা না করে যে-বা,—সেই গুণাতীত। ২২ *

অবস্থান করে যে-বা উদাসীনপ্রায়,
নাহি হয় বিচলিত গুণকর্ম্ম হ'তে,
সর্ব্বদাই গুণসবে গুণের ক্রিয়ায়
প্রবৃত্ত রয়েছে তাহা জানে সুনিশ্চিত,
ত্যজি চঞ্চলতা যে-বা রহে স্থির ভাবে,—
জানিও তাহারে তুমি গুণাতীত বলি। ২৩

সুখে বা দুঃখেতে যার সদা সমভাব,
আত্মস্বরূপেতে যে-বা রহে প্রতিষ্ঠিত,
সমবুদ্ধি যার লোষ্ট্রে প্রস্তরে কাঞ্চনে,
প্রিয় বা অপ্রিয় সব সমান যাহার,
যে-বা ধীর—নাহি যার ধৈর্য্যের বিচ্যুতি,
নিন্দা বা প্রশংসাবাদে যার সমজ্ঞান,—
গুণাতীত বলি সেই জানিও ধীমানে। ২৪

মান-অপমানে সদা তুল্যজ্ঞান যার,
মিত্র বা অরিরে যে-বা দেখে সমভাবে,
সর্ব্ব অনুষ্ঠানে যে-বা উদ্যমরহিত—

সর্ব্ব ক্রিয়াকর্ম্মত্যাগী নিষ্ক্রিয় নিষ্কাম,—
গুণের অতীত বলি কথিত সে-জন। ২৫

আমাতেই একনিষ্ঠ ভক্তিযুক্ত হ'য়ে
পরমাত্মারূপী মোর ভজনে যে রত,
যে-বা সর্ব্বভাবে মোর সেবা-পরায়ণ,—
সত্ত্বরজস্তমোরূপ এই গুণত্রয়ে
সম্যক্-প্রকারে সেই করি অতিক্রম,
আত্মপরমাত্মতত্ত্ব হইয়া বিদিত
ব্রহ্মাস্বরূপতা লাভে হয় অধিকারী। ২৬ *

যে-হেতু আমিই সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা;
আমি তার ঘনীভূত প্রকাশস্বরূপ,—
অব্যয়, অপরিণামী, নিত্য, সনাতন।
জ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম, ঐকান্তিক সুখ,—
দেশকালভেদে যাহা রহে সমভাবে,
এ সবার ঘনীভূত প্রকাশ আমিই—
ঘনীভূত সৎ-চিৎ-আনন্দ-মূরতি। ২৭ *

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তমযোগ

কহিলেন ভগবান,—উর্দ্ধে যার মূল,
অধোভাগে প্রসারিত শাখা সমুদয়,
ছন্দোবদ্ধ বেদমন্ত্র পত্ররাজি যার,
অশ্বত্থস্বরূপ যাহা নশ্বর বিনাশী
অথচ প্রবাহরূপে অনাদি অব্যয়,—
সদা পরিণামী সেই সংসারপাদপে
সুনিশ্চিত জানে যে-বা,—বেদজ্ঞ সে-জন। ১ *

গুণসমন্বিত ইন্দ্রিয়-বিষয়রূপ
তরুণ পল্লবযুক্ত শাখা এ বৃক্ষের
উর্দ্ধদেশে অধোভাগে আছে সুবিস্তৃত।
ত্রিগুণসহায়ে তার বৃদ্ধি সবিশেষ।
এ জগতে পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ
কর্ম্ম-সৃষ্টিকারী, কর্ম্ম অনুগামী যার,
অবান্তর মূলসব এই পাদপের
আছে তা-ও উর্দ্ধে নিম্নে বিস্তৃত হইয়া। ২ *

ইহলোকে মর্ত্ত্যবাসী বদ্ধজীব সবে
এ বৃক্ষের আদি মধ্য অন্ত নাহি পায়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের স্বরূপ তাহারা

উপলব্ধি করিবারে সমর্থ না হয়।
অবিদ্যায় আবরিত সংসারস্বরূপ
অতি দৃঢ়মূল এই অশ্বত্থ বৃক্ষেরে
অনাসক্তিরূপ শস্ত্রে করিয়া ছেদন
সন্ধান করিতে হবে সে পরমপদ—
যাহা প্রাপ্ত হ'লে এই মর্ত্ত্যলোকমাঝে
জন্ম নাহি হয় পুন দেহধারীরূপে।
সেই আদি সনাতন পরম পুরুষ
যাঁহা হ'তে চিরন্তনী এ সংসারগতি,
যাঁহারে লভিলে পুন জন্ম নাহি হয়,
একনিষ্ঠভাবে মাগি তাঁহারি শরণ,
অনাসক্তিরূপ খড়্গে করিয়া ছেদন
বাসনা কামনা যাহা অজ্ঞানের মূল,
বিবেকসহায়ে লভি পরমাত্মজ্ঞান,
"তুমিই সে আদিদেব পুরুষ-প্রধান,
তোমার চরণ আমি করিনু আশ্রয়"—
এইভাবে ভগবানে লইয়া শরণ
অন্বেষণ করিবে সে পরম ঈশ্বরে। ৩।৪

মান মোহ বিবর্জ্জিত, আসক্তিরহিত
পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানে সদা নিষ্ঠাবান,
বাসনা-কামনাহীন, সুখ ও দুখের
হেতুভূত প্রিয়াপ্রিয় শীতাতপ আদি

বিষয়সঞ্জাত দ্বন্দ্ব-বিনির্মুক্ত যারা
অবিদ্যাবন্ধনহীন বিবেকী সজ্জন,—
পরাশান্তিরূপ মোক্ষ লভে তাহারাই। ৫ *

যে গতি লভিলে আর জন্ম নাহি হয়,
শ্রেষ্ঠগতিরূপ সেই পরম-পুরুষে
সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি নাহি পারে প্রকাশিতে।
মুক্তিরূপ সেই মোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ,—
আমার পরমধাম, স্বরূপ আমার। ৬

প্রসিদ্ধ সংসারীরূপে অবিদ্যামোহিত
এই সনাতন জীব অংশ আমারই।
প্রকৃতিতে অবস্থিত ষড় ইন্দ্রিয়েরে—
অন্তর-ইন্দ্রিয় মন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে—
কর্ম্মফল ভোগ তরে বাসনার বশে,
প্রকৃতি হইতে জীব করে আকর্ষণ। ৭ *

যবে দেহী ত্যজে তার নশ্বর এ দেহ,
পুন জন্ম লভে যবে নব দেহধরি,—
মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয় এই ষড়েন্দ্রিয়ে
সাথে ল'য়ে গতায়াত করে বার বার।
বায়ু যথা পুষ্প হ'তে হরি গন্ধ তার
প্রবাহিত হয় সেই গন্ধের সহিত,

সেইরূপ দেহী এই ষড়-ইন্দ্রিয়েরে
দেহ হ'তে দেহান্তরে ল'য়ে যায় সাথে। ৮

চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক্ আর মন
আশ্রয় করিয়া এই ইন্দ্রিয়সকল,
রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ পঞ্চগুণ,—
ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ ভোগ্য বিষয়েরে
ইন্দ্রিয়সহায়ে জীব করে উপভোগ। ৯ *

যবে জীব ত্যজে দেহ, অথবা যখন
করে অবস্থান সেই দেহের মাঝারে,
অথবা যখন করে বিষয় সম্ভোগ,
কিংবা যবে রহে দেহে গুণযুক্ত হ'য়ে—
সর্ব্ব অবস্থায় দেহী হয় দর্শনীয়।
অজ্ঞান অজিতেন্দ্রিয় মূঢ় লোভী যারা—
আত্মারে কেহই তারা দেখিতে না পায়;
কিন্তু আত্মা দর্শনীয় বিবেকীর কাছে,
জ্ঞাননেত্রে জ্ঞানী তারে করে দরশন। ১০ *

যত্নশীল যোগীরাও আপন অন্তরে
দেখে নিজ দেহমাঝে, অথবা তাঁহারে
বুদ্ধিবৃত্তিরূপে স্থিত আপন অন্তরে।

কিন্তু অবিশুদ্ধ-চিত্ত অজ্ঞান যাহারা
বহু প্রযত্নেও তারা দেখিতে না পায়। ১১ *

যে তেজ সর্ব্বদা রহি আদিত্যমাঝারে,
চন্দ্রমার মাঝে যাহা থাকি বর্ত্তমান,
অনলমাঝারে যাহা করি অবস্থান
বিশ্ব-চরাচর সবে করে প্রকাশিত,—
আমারি বিভূতি বলি জানিও তাহারে।
সকল জ্যোতির জ্যোতি আমি স্বপ্রকাশ।
আমারি তেজেতে তারা হ'য়ে প্রভাসিত
প্রকাশ করিছে সর্ব্ব বিশ্ব-চরাচর। ১২

স্বীয় তেজে এ জগতে প্রবিষ্ট হইয়া
আমিই ধারণ করি এই ভূতগণে;
আমিই সে চন্দ্রমার অমৃতরূপেতে
রসদানে পুষ্ট করি ওষধিসকল। ১৩

বৈশ্বানর জঠরাগ্নিরূপে সদা আমি
জীবের দেহের মাঝে করি অবস্থান;
প্রাণাপান বায়ুসনে সমাযুক্ত হ'য়ে
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য আর পেয়রূপ এই
চতুর্বিধ ভক্ষ্য অন্ন করি পরিপাক।, ১৪

আমিই অন্তরযামী অন্তরাত্মারূপে
জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে আছি অধিষ্ঠিত।
আমা হ'তে স্মৃতি আর জ্ঞানের প্রকাশ,
তাদের বিলোপ পুন বিস্মৃতি অজ্ঞানে।
সকল বেদের বেদ্য জেন আমারেই।
জ্ঞাতব্য যা আছে কিছু আমিই তা-সব।
বেদ-উপদেষ্টা গুরু আচার্য্যের রূপে
বেদ-বেদান্তের আমি অর্থ প্রকাশক।
বেদের প্রকৃত অর্থ, গূঢ় তত্ত্ব তার—
একমাত্র আমারেই জেন বেদ্য বলি। ১৫

বিনাশী ও অবিনাশী এই দুই ভাবে
ক্ষর ও অক্ষর এই দ্বিবিধ পুরুষ
প্রসিদ্ধ রয়েছে ইহজগৎ-মাঝারে।
ব্রহ্মা প্রজাপতি হ'তে বিশ্ব-চরাচর
বিনাশী সকল ভূতে জেন ক্ষর বলি।
কূটস্থচৈতন্য, যাহা পর্ব্বতের প্রায়
নির্ব্বিকার, অবিনাশী,—নশ্বর এ দেহে
চৈতন্যরূপিনী পরাপ্রকৃতি আমার,—
চিৎসত্তা আত্মা নামে হন অভিহিত,—
জেন তাঁহারেই তুমি অক্ষর বলিয়া। ১৬ *

ক্ষর ও অক্ষর হ'তে ভিন্ন যিনি, তাঁরে
নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাববিশিষ্ট

উত্তমপুরুষ বলি জেন তুমি স্থির।
পরমাত্মা নামে তিনি হন উদাহৃত। ১৭ *

যে-হেতু, আমিই সেই ক্ষরের অতীত,
আমিই আবার সেই অক্ষর হইতে,—
কূটস্থচৈতন্যরূপা পরমা-প্রকৃতি
সৃষ্টি-উপাদান যাহা কারণরূপেতে
সৃষ্টির অনাদি বীজ পরাশক্তি মোর—
আরও অধিক শ্রেষ্ঠ, তাই এ ত্রিলোকে,
সর্ব্ব বেদে আর সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞের কাছে
পুরুষ-উত্তম নামে রয়েছি প্রসিদ্ধ। ১৮ *

মোহ-বিবর্জ্জিত হ'য়ে যে-বা এইভাবে,
হে ভারত! জানে মোরে কৃষ্ণ, নারায়ণ,
বাসুদেবরূপী আমি উত্তম-পুরুষ,
সবাকার আদিমূল, সৃষ্টির কারণ,
পরমাত্মা, ভগবান নরদেহধারী,—
আমার ভজনা সেই করে সর্ব্বভাবে;
সেই সর্ব্ব তত্ত্ববিদ্, সেই ভক্ত মোর। ১৯ *

নিষ্পাপ ব্যসনহীন, হে ভারত! তোমা
গুহ্য হ'তে গুহ্যতম অতি গোপনীয়

এই শাস্ত্রবাক্য যাহা কহিলাম আমি,
ইহারে জানিয়া জীব হ'য়ে বুদ্ধিমান্‌,
আত্ম-পরমাত্মতত্ত্বে হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত
হয় কৃতকৃত্য, সর্ব্ব কর্ত্তব্যরহিত। ২০

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ

কহিলেন ভগবান,—জেন, হে ভারত!
সর্ব্বদা নির্ভয় চিত্তে কর্ত্তব্য-পালনে
অন্তর হইতে সর্ব্ব ভীতির বর্জ্জন,
অন্তরের নির্ম্মলতা চিত্ত শুদ্ধি হেতু,
বিজ্ঞান,—প্রত্যক্ষজ্ঞান অনুভব তরে
আত্মতত্ত্বজ্ঞান-লাভে নিষ্ঠা ঐকান্তিক,
ইন্দ্রিয়-সংযম, দান, যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
তপস্যা ও সরলতা, অহিংসা, অক্রোধ,
অকপটভাবে সদা সত্যের ভাষণ,
ত্যাগ, শান্তি, সদা পরনিন্দার বর্জ্জন,
নির্লোভিতা, কোমলতা, দয়া সর্ব্বভূতে,
কু-কর্ম্মেতে লজ্জাবোধ, চপলতাত্যাগ,
সত্য-বিষয়েতে দৃঢ় সংকল্প মনের,
ক্ষমা, ধৈর্য্য, শুচি শুদ্ধি অন্তর-বাহ্যের,
অবিরোধ, অভিমান—অতিমানত্যাগ,—
পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-সংস্কারবশে
জন্মে জীব এই সব বৃত্তির সহিত—
দৈবী-সম্পদের যারা হয় অধিকারী। ১।২।৩

বৃথা বাহ্য আড়ম্বর ধর্ম্ম প্রদর্শনে,
গর্ব্ব—অহঙ্কার বিদ্যা ঐশ্বর্য্যের লাগি,

বৃথা অভিমান আত্ম-সম্মান পোষণে,
ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা—রূঢ় বাক্যের প্রয়োগ,
সদসৎ বিচারেতে বুদ্ধির অভাব,—
হে পার্থ! এ বৃত্তি যাহা আসুরী-সম্পদ—
পূর্ব্ব কর্ম্মফলরূপে প্রাপ্ত হ'য়ে জীব
অসুর-স্বভাব ল'য়ে জন্মে এ ধরায়। ৪

কহেন পণ্ডিতগণ তত্ত্ববিদ্ যাঁরা,—
দৈবী সম্পদের ফলে মোক্ষ হয় লাভ;
আসুরী সম্পদ শুধু বন্ধের কারণ,
সংসারে আবদ্ধ জীবে করে বার বার।
হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি করিও না শোক।
জেন তুমি অধিকারী দৈবী সম্পদের,
ভুঞ্জিবারে সে সম্পদ লভেছ জনম। ৫

হে পার্থ! আসুর আর দৈবগুণসহ
ইহলোকে ভূতসৃষ্টি এই দুই ভাবে।
দৈব-ভাবযুক্ত সর্ব্ব জীবের বিষয়
বিস্তারিতরূপে পূর্ব্বে করেছি বর্ণন।
আসুরিক ভাবাপন্ন জীবের বিষয়ে
কহিতেছি এবে,—তাহা হও অবহিত। ৬

অসুর-স্বভাব ল'য়ে জন্মে যারা ভবে,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কি,—তা জানে না তাহারা ;

ধর্ম্মাধর্ম্ম সদসৎ বিবেক-বিচারে,
অ-কাজ কু-কাজ আর কি-বা করণীয়
এ-সব বিষয়ে, সদা রহে বোধহীন।
বাহ্য-অন্তরের শুচি নাহিক তাদের।
নাহি সদাচার আর সত্যের ভাষণ। ৭

কহে তারা,—এ জগৎ মিথ্যা, ভিত্তিহীন;
বেদ পুরাণাদি সর্ব্ব প্রমাণ অলীক;
ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে সর্ব্ব কর্ম্মের উপর
নহে ইহা প্রতিষ্ঠিত। ইহা অনীশ্বর;
কর্ত্তা কেহ নাহি এই জগৎ-ব্যাপারে।
স্ত্রী-পুরুষ মিলনেতে জাত এ জগৎ,
উদ্ভব-কারণ এর নাহি কিছু আর।
কাম মাত্র হেতু এই সৃষ্টির কারণ
স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সংযোগ হইতে। ৮

এইরূপ হীনবুদ্ধি করিয়া আশ্রয়
অজ্ঞান—বিবেকহীন বিচারে অক্ষম,
অল্পজ্ঞ—অদূরদর্শী, ক্রূর-কর্ম্মরত,
সবার অহিতকামী দুর্জ্জনসকল
জন্মে শুধু জগতের বিনাশের তরে। ৯

অপূর্ণ বাসনা-স্রোত; অন্ত নাহি যার,
অনন্তকালেও যাহা পূর্ণ নাহি হয়,

সেই বাসনার সদা হ'য়ে বশীভূত,
দম্ভ মান অহঙ্কার মদ-গর্ব্বে স্ফীত
মোহবশে ভ্রষ্টবুদ্ধি সে-সব পামর
অসৎ অসাধু বৃত্তি করিয়া আশ্রয়
অশুচি অশুভকর কর্ম্মে হয় রত।
ঐহিক সম্পদ সুখ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগে
প্রলুব্ধ মোহিত কামী কামনা পূরণে
আপনার শ্রেয় ত্যজি প্রেয়লাভ তরে
অসাধু উপায়ে পাপ-কর্ম্মে হয় রত। ১০

অনন্ত বাসনারাশি করিয়া আশ্রয়,
আমরণ লিপ্ত থাকি বহু চিন্তা সাথে,
কাম-উপভোগে শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ মানি,
শত শত আশারূপ পাশবদ্ধ হ'য়ে,
কাম-ক্রোধ-পরায়ণ সে-সব দুর্জ্জন
কাম্যবস্তু ভোগ হেতু ত্যজিয়া বিবেক,
নীতিধর্ম্ম-বিগর্হিত বিবিধ উপায়ে
অর্থ সঞ্চয়ের তরে হয় যত্নবান।
সাধুপন্থা পরিহরি ভোগ-লালসায়
অসাধু উপায়ে করে অর্থ উপার্জ্জন। ১১।১২

ভাবে তারা,—ইহা আমি লভিয়াছি আজ,
অন্য অভীষ্টও মোর হইবে পূরণ।

রয়েছে আমার এই ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
আরও সম্পদ মোর হবে পুনরায়।
নিধন করেছি আমি এই শত্রু মোর,
অপর শত্রুও আমি করিব বিনাশ।
আমিই ঈশ্বর,—কর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান,
ভোগ-অধিকারী ভোগী, প্রভু সবাকার।
সিদ্ধ আমি, কৃতকৃত্য, সহায়সম্পন্ন,—
আত্মীয়-স্বজনগণে আছি পরিবৃত।
বলবান, সুখী, ধনী, আমিই কুলীন,—
কুলেশীলে শ্রেষ্ঠ আমি সবাকার মাঝে;
আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আর আছে কে কোথায়?
যাগযজ্ঞ সব আমি করিব সাধন।
দাতা আমি; যারা মোর করে স্তুতিবাদ,
স্তাবক নটাদি সবে করি ধন দান
আমোদ-প্রমোদভোগে হব আনন্দিত।
এইরূপ অবিবেকী অজ্ঞানে মোহিত
আসুর-প্রকৃতি যারা কামনার দাস,
দম্ভ অহঙ্কারে মত্ত, ভোগ অভিলাষী,
বিবিধ সংকল্পে চিত্ত বিক্ষিপ্ত চঞ্চল,
মোহজালে আবরিত, বিচারবিহীন,—
তারাই আসক্ত হ'য়ে ভোগ্য বিষয়েতে
অশুচি নরকমাঝে হয় নিপতিত।
আপনার শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইয়া,

সুখের সন্ধানে সদা হ'য়ে দুরাচারী,
অসৎ অসাধু বৃত্তি করিয়া আশ্রয়
ভুঞ্জিবারে কর্ম্মফল নিজ কর্ম্মদোষে
দেহান্তে নরকে করে বহু ক্লেশভোগ। ১৩-১৬

আসুর-প্রকৃতি যারা আত্মশ্লাঘাকারী,
অভিমানী, অবিনয়ী, মূঢ়, গর্ব্বস্ফীত,
ধনমানমদযুক্ত, যশের ভিখারী,
যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া আদি করে যা তাহারা—
সকলি প্রতিষ্ঠাহেতু করে সম্পাদন।
দম্ভ প্রকাশের তরে, আত্ম-প্রতিষ্ঠায়,
মান যশ খ্যাতি লোভে শাস্ত্রবিধি ত্যজি
শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-ভক্তিহীন অশিষ্ট উপায়ে
নামমাত্র যজ্ঞ তারা করে অনুষ্ঠান।
যজ্ঞের প্রকৃত মর্ম্ম জানে না তাহারা,—
তাই তারা কর্ম্ম করি নাহি পায় ফল। ১৭

সৎ-মার্গগামী সাধু মহাত্মাসবার
সাধু প্রকৃতিতে সদা দোষারোপকারী
আসুর-স্বভাবাপন্ন সে-সব অবোধ,
অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ আদি
অসৎ প্রবৃত্তিমার্গ করিয়া আশ্রয়,
স্বদেহে ও পরদেহে সাক্ষীরূপে স্থিত
আমারেই হিংসা করে,—মোরে না জানিয়া। ১৮

হিংসাপরায়ণ ক্রূর-স্বভাববিশিষ্ট
অশুভ-আচারী সেই নরাধমসবে
আসুব-ষোনিতে জন্ম লভিবার তরে
সংসারে নিক্ষেপ আমি করি বার বার! ১৯ *

হে কৌন্তেয়! দেহ অন্তে সে-সব পামর,
আসুর-যোনিতে জন্ম লভি বার বার,
আমাবে না প্রাপ্ত হ'য়ে নিজ কর্ম্মদোষে
প্রাপ্ত হয় নীচ হ'তে নীচতর গতি। ২০ *

কাম ক্রোধ লোভ এই তিনেরে জানিও
আত্মার বিনাশকারী নরকের দ্বার।
বর্জ্জন করিবে তাই এ তিন রিপুরে। ২১ *

নরকের দ্বাররূপ এই তিন হ'তে,
হে কৌন্তেয়, মুক্ত যারা সম্যক্-প্রকারে,
তাহারাই রত নিজ হিত-সাধনায়।
আসক্তিরাহিত্যে হেতু শুদ্ধচিত্ত হ'য়ে
তত্ত্বজ্ঞান-লাভে তারা হয় যত্নবান।
শুদ্ধ চিত্তে তত্ত্বজ্ঞান হয় প্রকাশিত।
জ্ঞান লভি, পরাশান্তি পায় অবশেষে। ২২ *

শাস্ত্রবিধি নাহি মানি অশাস্ত্রীয়ভাবে,
কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য নিষিদ্ধ বিহিত

শাস্ত্রবিধিনিষেধেরে করিয়া লঙ্ঘন
আপন প্রবৃত্তিবশে হ'য়ে স্বেচ্ছাচারী
যে অবোধ হয় রত কর্ম্ম অনুষ্ঠানে,—
কর্ম্ম করি সিদ্ধিলাভ না হয় তাহার;
সুখের সন্ধান করি নাহি পায় সুখ,
সুখ হ'তে বঞ্চিত সে হয় সর্ব্বভাবে;
পরাশান্তিরূপ মোক্ষ নাহি করে লাভ। ২৩ *

কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কার্য্যাকার্য্য সব
শাস্ত্রই প্রমাণরূপে করে নির্দ্ধারণ।
শাস্ত্র-বিধিনিষেধের প্রমাণ মানিয়া
শাস্ত্রের নির্দ্দেশে সেই বিধি অনুযায়ী
আপন কর্ত্তব্য তুমি হ'য়ে সুবিদিত
নিজ অধিকার মত কর্ম্মে হও রত। ২৪

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়যোগ

কহিল অর্জ্জুন,—যারা শাস্ত্রবিধি ত্যজি,
প্রীতিযুক্ত হ'য়ে, মাত্র শ্রদ্ধাভক্তিভরে
পূজা দেবার্চ্চনা করে স্বেচ্ছা অনুযায়ী,
বিধিহীনভাবে হয় ক্রিয়াকর্ম্মে রত,—
হে কৃষ্ণ! কিরূপ বল নিষ্ঠা তাহাদের?
সাত্ত্বিকী, রাজসী নিষ্ঠা অথবা তামসী?. ১

কহিলেন ভগবান,—স্বভাবপ্রসূত
সাত্ত্বিক রাজস আর তামসিক ভেদে
ত্রিবিধ সে শ্রদ্ধা জেন দেহী সবাকার।
পূর্ব্ব জন্মজন্মান্তের কর্ম্ম অনুযায়ী
কর্ম্ম-সংস্কারজাত শ্রদ্ধা সকলের।
ত্রিবিধ সে শ্রদ্ধা তুমি হও অবহিত। ২

নিজ নিজ অন্তরের বৃত্তি অনুরূপ,
হে ভারত! জেন শ্রদ্ধা হয় সবাকার।
দেহধারী এ পুরুষ জেন শ্রদ্ধাময়।
যে যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, সে সেরূপ হয়। ৩ *

সাত্ত্বিক-প্রকৃতি জীব ভজে দেবতায়;
রাজস-প্রকৃতি পূজে যক্ষ-রাক্ষসেরে;
পূজে ভূত-প্রেতগণে তামস-প্রকৃতি। ৪

দম্ভ-অহঙ্কারবশে, আগ্রহসহায়ে,
কামনা-আসক্তিযুক্ত মূঢ় অবিবেকী,
শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া যারা
অশাস্ত্রবিহিত নিজ ইচ্ছা-অনুযায়ী,
নিজ নিজ শরীরস্থ পঞ্চভূতে আর
অন্তর্য্যামীরূপে স্থিত আত্মারূপী মোরে
ক্লেশদান করি ঘোর তপস্যায় রত,—
নিশ্চয় জানিও তারা আসুর-স্বভাব। ৫।৬ *

সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণের ভেদে
আপন প্রকৃতিমত, স্বভাবানুযায়ী,
ত্রিবিধ আহার জেন প্রিয় সবাকার।
সেইরূপ যজ্ঞ, দান, তপস্যা-সাধন,—
তাহাও ত্রিবিধ তিন গুণের পার্থক্যে।
ভেদ তাহাদের তুমি হও অবহিত। ৭

চিত্তের সাত্ত্বিক ভাব, আয়ু, স্বাস্থ্য, বল,
সুখ, প্রীতি, আরোগ্যের সম্যক্ বর্দ্ধক,
তৃপ্তিকর, স্নিগ্ধ, স্বাদু, সরস, মধুর,
সারবান, মনোরম—চিত্তানন্দদায়ী,—
এরূপ আহার জেন সাত্ত্বিকের প্রিয়। ৮

অতি তিক্ত, অম্ল, উষ্ণ, লবণ-সংযুক্ত,
অতি ঝাল, অতি রুক্ষ—স্নেহরসহীন,

অতীব প্রদাহকারী ভোজ্যবস্তু সব,
ভোজন-সময়ে যাহা হয় ক্লেশকর,
ভুক্ত হ'লে করে শোক পীড়ার সৃজন,—
জানিও তাহাই প্রিয় রাজস জীবের। ৯

অপক্ক, অসিদ্ধ কিংবা পূর্ব্বাহ্নে-প্রস্তুত,
বিরস, অসার, শুষ্ক, পূতিগন্ধময়,
পচা, বাসি, অপবিত্র, উচ্ছিষ্ট, অশুচি
এরূপ আহাব প্রিয় তামস-জনের। ১০

অবশ্য-কর্ত্তব্যবোধে শাস্ত্রবিধি মানি
নিষ্কাম পুরুষ ত্যেজি ফলের কামনা
চিত্তশুদ্ধি তরে স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া
বিধিমতে যে যজ্ঞের করে অনুষ্ঠান,—
সে যজ্ঞ সাত্ত্বিক বলি হয় অভিহিত। ১১

দম্ভ অহঙ্কারে, মান যশের আশায়,
অথবা অভীষ্টে সিদ্ধি লভিবার তরে
ফলের প্রত্যাশা করি অনুষ্ঠিত যাগ,—
জেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ,—রাজস বলিয়া। ১২ *

শাস্ত্রবিধি বিবর্জ্জিত অশাস্ত্রীয় ভাবে
শ্রদ্ধাহীন মন্ত্রহীন দক্ষিণাবিহীন

অন্নদানহীন যজ্ঞ হ'লে অনুষ্ঠিত,—
তামসিক যজ্ঞ বলি জানিও তাহারে। ১৩

দেবতা, ব্রাহ্মণ, সুধী—বিবেকী পণ্ডিত,
বেদ-শাস্ত্র-অর্থবেত্তা তত্ত্বজ্ঞের আর
গুরু আচার্য্যের পূজা শ্রদ্ধা-ভক্তিভরে,
ব্রহ্মচর্য্য, সরলতা, অহিংসা, শুচিতা,
যে তপস্যা অনুষ্ঠিত শরীরসহায়ে,—
শারীর-তপস্যা বলি কথিত তাহাই। ১৪

প্রিয় অকপট সত্য-বাক্যের ভাষণ,—
অনুদ্বেগকর যাহা, অপর প্রাণীর
কভু নাহি হয় শোক পীড়ার কারণ,
কিন্তু হিতকর, সদা শুভফলদায়ী,
অকপট অন্তরের সহজ সরল
এরূপ যে সত্যবাক্য চিত্তানন্দকারী,—
যথাবিধি বেদাভ্যাস, শাস্ত্র-আলোচনা—
বাচিক-তপস্যা বলি হয় অভিহিত। ১৫

অহিংসা—ক্রূরতাত্যাগ, চিত্তের প্রসাদ,
আত্মচিন্তাসহ মৌন—বাক্যের সংযম,
মায়া কপটতা ছল পরিহার করি
প্রাণের সরল শুদ্ধ সত্য ব্যবহার,—
মানস-তপস্যা বলি জানিও তাহারে। ১৬

নির্ব্বিকারচিত্ত সাধু পরম শ্রদ্ধায়
একনিষ্ঠ হ'য়ে, ত্যজি ফলের কামনা
পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ এই কায়িক বাচিক
মানসিক তপ যাহা করে অনুষ্ঠান,—
সাত্ত্বিক-তপস্যা বলি হয় তাহা খ্যাত। ১৭

স্বীয় পূজা মান যশ প্রতিষ্ঠার তরে
যে তপস্যা অনুষ্ঠিত দম্ভসহকারে,
ইহলোকে ক্ষণস্থায়ী ফলদায়ী সেই
অধ্রুব অনিত্য তপ জানিও রাজস। ১৮ *

মোহবশে আত্মপীড়া করিয়া সৃজন,
অথবা বিনাশ-তরে অপর প্রাণীর,
অনুষ্ঠিত যে তপস্যা,—তাহাই তামস। ১৯ *

নিষ্কাম হইয়া মানি শাস্ত্রের বিধান
উপযুক্ত দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী
প্রতিদানে অসমর্থ ব্যক্তিরে যে দান
অবশ্য-কর্ত্তব্যবোধে হয় অনুষ্ঠিত,—
তাহাই কথিত হয় সাত্ত্বিক বলিয়া। ২০ *

কিন্তু যাহা পুণ্যলোভে, ফলের আশায়,
অথবা কামনা করি প্রতি-উপকার

অনুষ্ঠিত দান নিজ স্বার্থসিদ্ধিতরে,
কিংবা চিত্তক্লেশদায়ী, যাহা পরিশেষে
সৃষ্টি করে পরিতাপ, সেরূপ যে দান,—
রাজসিক দান বলি কথিত তাহাই। ২১

অদেশে অকালে আর অপাত্রে যে দান,
অথবা অবজ্ঞাভরে, শ্রদ্ধাহীনভাবে,
পূজাচর্য্যাবিরহিত, অপ্রিয়-ভাষণে
অনুষ্ঠিত দান যাহা,—তাহাই তামস। ২২

'ওম্ তৎ সৎ' এই ত্রিবিধ প্রকারে
ব্রহ্মের নির্দ্দেশ শাস্ত্রে হয়েছে কথিত।
সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা পুরাকালে
সর্ব্ববেদে সর্ব্বযজ্ঞে ব্রাহ্মণসবারে
সৃজেছেন এই তিন নির্দ্দেশ হইতে। ২৩ *

'ওম্' এই বাক্য তাই করি উচ্চারণ,
শাস্ত্রের বিধানমতে, ব্রহ্মবাদীদের
যজ্ঞ দান তপস্যাদি সকল কর্ম্মই
ব্রহ্মেরে নির্দ্দেশ করি হয় অনুষ্ঠিত।
ক্রিয়াকর্ম্মে দোষ-ত্রুটী হ'লে অঙ্গহানি
'ওম্' এই ব্রহ্মশব্দ উচ্চারণ হেতু
বৈগুণ্যের বিঘ্নদোষ হয় নিবারিত।

যজ্ঞ দান তপস্যাদি তাই সব কাজ
'ওম্' শব্দ উচ্চারিয়া হয় সম্পাদিত। ২৪

নির্লিপ্ত নিষ্কাম যোগী মোক্ষ অভিলাষী
যজ্ঞ দান তপস্যার ফল তেয়াগিয়া,
ব্রহ্মে সমর্পিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম কর্ম্মফল,
'তৎ' শব্দ উচ্চারিয়া কর্ম্মে হয় রত। ২৫ *

হে পার্থ! অস্তিত্ব আর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনে
হয় সদা 'সৎ' এই বাক্যের প্রয়োগ।
শুভকর সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন তরে
'সৎ' এই বাক্য তা-ও হয় ব্যবহৃত।
'সৎ' অর্থে—সাধু, যাহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত,
শুভকর শ্রেষ্ঠ আর অস্তিত্ব-জ্ঞাপক। ২৬

যজ্ঞ দান তপস্যায় নিষ্ঠা শ্রদ্ধাভাব
সর্ব্বত্রই সৎ বলি হয় অভিহিত।
সেই সব কর্ম্ম যাহা নিষ্ঠা সহকারে
শ্রদ্ধাযুক্তভাবে সদা হয় অনুষ্ঠিত,—
তাহাও কথিত হয় সৎকর্ম্ম বলি। ২৭ *

হোম দান তপস্যাদি ক্রিয়া যোগ যাগ
অথবা অপর পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান

সম্পাদিত হয় যাহা শ্রদ্ধাহীনভাবে,—
সকলি অসৎ বলি হয় অভিহিত।
শ্রদ্ধা-বিরহিতভাবে অনুষ্ঠিত কাজ
ইহ-পরলোকে নাহি হয় ফলদায়ী;
ধর্ম্মরূপ পুণ্য তাহে না হয় অর্জ্জন;
ইহ-জগতেও তায় নাহি মান যশ। ২৮ *

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ বা সন্ন্যাসযোগ

কহিল অর্জ্জুন,—সর্ব্ব ইন্দ্রিয়-নিয়ন্তা,
হে কেশী-সংহারকারি! হে মহান্-বাহো!
জানিতে ইচ্ছুক আমি পৃথক্ রূপেতে
ত্যাগ আর সন্ন্যাসের তত্ত্ব সবিশেষ। ১

কহিলেন ভগবান,—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত—
কবি যারা সূক্ষ্মদর্শী, তাহারা সকলে
সন্ন্যাস নির্দ্দেশ করে কাম্যকর্ম্মত্যাগে।
আর যারা বিচক্ষণ—বিচারে নিপুণ,
সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগে কহে ত্যাগ বলি। ২

কোনও মনীষী, যারা সাংখ্য-মতবাদী,—
কহে তারা,—দোষদুষ্ট সকল কর্ম্মই;
সে-হেতু, অবশ্য কর্ম্ম সদা বর্জ্জনীয়।
অপর কেহ-বা যাঁরা কর্ম্ম-মীমাংসক,—
কহে তারা,—যজ্ঞ দান তপস্যাসাধন
অবশ্য কর্ত্তব্য,—তাহা নহে বর্জ্জনীয়। ৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই ত্যাগের বিষয়ে
আমার সিদ্ধান্ত তুমি কর অবধান।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়া
সবিশেষরূপে শাস্ত্রে হয়েছে কীর্ত্তিত। ৪

ত্যাজ্য নহে যজ্ঞ, দান, তপস্যা-সাধন,—
অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা জানিও নিশ্চয়।
যে-হেতু, সে যজ্ঞ দান তপস্যা হইতে
বিবেকী মুমুক্ষ বেদ-শাস্ত্রপাঠরত
মনীষীসবার চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়।
শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানালোক হয় বিভাসিত।
তাই তাহা বিবেকীর জ্ঞানলাভ তরে
সহায়তা করে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদনে। ৫

হে পার্থ! জানিও সেই যজ্ঞ তপ দান—
কর্ত্তব্য তাহাও,—কর্ম্মে আসক্তি ত্যজিয়া,
কর্ম্মফলভোগে স্পৃহা করিয়া বর্জ্জন।
জানিও নিশ্চয় ইহা সুসিদ্ধান্ত মোর। ৬ *

কিন্তু নিত্যকর্ম্মত্যাগ উচিত না হয়।
মোহবশে নিত্যকর্ম্ম করিলে বর্জ্জন—
তামসিক ত্যাগ বলি হয় তা কথিত। ৭ *

দুঃখকর ক্লেশদায়ী কষ্টসাধ্য-জ্ঞানে,
দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম্মের বর্জ্জন—

রাজসিক ত্যাগ বলি হয় অভিহিত।
ত্যাগফল কভু তাহে নাহি হয় লাভ। ৮ *

অবশ্য-কর্ত্তব্যবোধে, ত্যজি কর্ম্মফল,
কর্ম্মের আসক্তি তা-ও করিয়া বর্জ্জন,
করণীয় নিত্যকর্ম্ম হ'লে অনুষ্ঠিত—
সে ত্যাগ সাত্ত্বিক বলি জানিও অর্জ্জুন। ৯ *

তত্ত্বজ্ঞানী, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়বিহীন,
সাত্ত্বিক-প্রকৃতি, ত্যাগী, সত্ত্বগুণশালী
সুখকর কার্য্যে নাহি হয় অনুরাগী,
অপ্রিয় কর্ম্মেও কভু করে না বিদ্বেষ। ১০ *

সমর্থ না হয় দেহ-অভিমানী জীব
নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে বর্জ্জন।
কর্ম্মত্যাগ নাহি হয় দেহ-বর্ত্তমানে।
কিন্তু যে-বা কর্ম্ম করি ত্যজে তার ফল,
কর্ম্মফলভোগে স্পৃহা করে না পোষণ—
প্রকৃতিই ত্যাগী বলি কথিত সে-জন। ১১ *

অত্যাগী যাহারা, করি ফলের কামনা,
বৈধ বা অবৈধ কিংবা নিত্য-নৈমিত্তিক
কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য বিবিধ প্রকার

কর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত হয় এ জগতে,
সুখ দুঃখ কিংবা মিশ্র এই তিন ভাবে
কর্ম্মফল করে ভোগ দেহান্তে তাদের।
কিন্তু কর্ম্মফলত্যাগী সন্ন্যাসীসবার
কর্ম্ম করি কভু নাহি হয় ফলভোগ। ১২ *

সর্ব্ব কর্ম্মসিদ্ধি-হেতু, হে মহান্-বাহো!
তত্ত্বজ্ঞান মীমাংসক বেদান্তদর্শনে
সিদ্ধান্ত বলিয়া যাহা হয়েছে নির্নীত,—
সে পঞ্চকারণ তুমি সবিশেষভাবে
আমার নিকট এবে হও অবগত। ১৩

স্থূলদেহ, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়সকল,
প্রাণশক্তি—যাহা হ'তে বিবিধপ্রকার
পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা হয় নিষ্পাদিত,
দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রহকারী
দৈবশক্তিরূপে স্থিত দেবতাসকল,—
কর্ম্ম সম্পাদন তরে এ পঞ্চ কারণ। ১৪ *

শারীরিক, মানসিক অথবা বাচিক
শুভাশুভ ধর্ম্মাধর্ম্ম সৎ বা অসৎ
যাহা কিছু কর্ম্ম জীব করে সম্পাদন,—
এ পঞ্চ কারণ জেন হেতু সে-সবার।

উপরোক্ত পঞ্চবিধ কারণ ব্যতীত
শারীরিক, মানসিক অথবা বাচিক
কর্ম্ম সম্পাদনে জীব সমর্থ না হয়। ১৫

কর্ম্ম-হেতু এই পঞ্চ কারণ বলিয়া
যে-বা সঙ্গবিরহিত উপাধিবিহীন
আত্মারেই কর্ত্তা বলি দেখে সব কাজে,—
অমার্জ্জিত বুদ্ধি তার। তাই সে দুর্ম্মতি
যথার্থ-দর্শনে কভু সমর্থ না হয়। ১৬ *

নাহি যার অহঙ্কার—আত্ম-অভিমান,
আপনারে কর্ত্তা বলি যে-বা নাহি ভাবে,
বুদ্ধি যার নহে লিপ্ত শুভাশুভ কাজে,
যে-বা অনাসক্ত সদা কর্ম্মে কর্ম্মফলে,—
কর্ম্ম করি কর্ম্মফলে আবদ্ধ সে নয়।
যদিও সে করে নাশ এই সর্ব্বলোক,
তথাপি বিনাশ নাহি করে কোন জনে;—
পাপ-পুণ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মে বদ্ধ নাহি হয়। ১৭ *

জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা,—কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু।
কর্ম্মের প্রবৃত্তি জাগে এ তিন হইতে।
করণ—ইন্দ্রিয়বর্গ, কর্ত্তা—অহঙ্কার,
অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম,—তিন কর্ম্মের আশ্রয়। ১৮ *

গুণের বৈষম্য-হেতু, ত্রিগুণের ভেদে,
জ্ঞান কর্ম্ম আর কর্ত্তা ত্রিবিধ বলিয়া
সাংখ্যশাস্ত্রে সবিশেষ হয়েছে বর্ণিত;
যথাযথভাবে তা-ও কর অবধান। ১৯

বিভক্ত বিভিন্নরূপে পবিদৃশ্যমান
সকল ভূতের মাঝে অবিভক্তভাবে
পরমার্থতত্ত্বরূপ অক্ষয় অব্যয়
অখণ্ডিত সেই এক চৈতন্যসত্তার
অনুভূতি অন্তরেতে হয় যেই জ্ঞানে,—
জানিও সে-জ্ঞান তুমি সাত্ত্বিক বলিয়া।
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞানেতে। ২০

এই বিশ্ব-চরাচর, ভূত সমুদয়
ভিন্ন ভিন্ন রূপে যাহা সদা বর্ত্তমান,
যে জ্ঞানে বিভিন্ন বলি হয় অনুভূত—
রাজসিক জ্ঞান তুমি জানিও তাহারে। ২১ *

এক কার্য্যে, কিংবা কোন পদার্থবিশেষে
ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ বলিয়া
অনুভূত হয় যেই জ্ঞানের সহায়ে,—
যুক্তিহীন অযথার্থ তুচ্ছ সেই জ্ঞান—
তামসিক জ্ঞান বলি হয় অভিহিত। ২২ *

কর্ম্মে অনাসক্ত হ'য়ে ত্যজি কর্ম্মফল,
প্রিয়কর্ম্মে অনুরাগ করি পরিহার,
অপ্রিয় কর্ম্মেও কভু না করি বিদ্বেষ,
সুখ-দুঃখে লাভালাভে নির্ব্বিকার থাকি
বিবেক-প্রসূত বুদ্ধি-বিচারসহায়ে
অবশ্য-কর্ত্তব্যবোধে শাস্ত্রবিধি মানি
নিষ্কাম পুরুষ নিজ অধিকারমত
বিহিত যা নিত্যকর্ম্ম করে অনুষ্ঠান,—
সে কর্ম্ম সাত্ত্বিক বলি হয় অভিহিত। ২৩

কর্ম্মফললোভী—কামী ফলের প্রত্যাশী,
অথবা দাম্ভিক—দর্পী আত্মশ্লাঘাকারী
বহু ক্লেশদায়ী কর্ম্ম করে যা সাধন,—
রাজসিক কর্ম্ম বলি কথিত তাহাই। ২৪ *

অর্থনাশ, শক্তিক্ষয়, পরের পীড়ন,
কর্ম্ম সম্পাদনে নিজ সামর্থ্যের বোধ,
পাপ-পুণ্য, শুভাশুভ, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম,
লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ—কর্ম্মফলরূপে
পরিণামে হয় যাহা বন্ধের কারণ,—
এ সব বিষয় পূর্ব্বে না করি বিচার
মোহে অভিভূত নিজ প্রবৃত্তির বশে
অবোধের কর্ম্ম যাহা,—তাহাই তামস। ২৫

অনাসক্ত, অদাম্ভিক, আত্মশ্লাঘাহীন,
কর্ম্মেতে উদ্যোগী সদা, ধৈর্য্যগুণশালী,
সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে যে-বা সদা নির্ব্বিকার ;—
সে কর্ত্তা সাত্ত্বিক বলি হয় অভিহিত। ২৬ *

বিষয়ে আসক্ত, লোভী. কর্ম্মফলকামী
ক্রূর—হিংসাপরায়ণ, সদাচারহীন,
সুখ-দুঃখভোগী কর্ত্তা—জানিও রাজস। ২৭ *

কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানহীন, মূঢ়, অবিবেকী,
অনম্র, উদ্ধত, শঠ—কপট বঞ্চক,
পরাবমাননাকারী, নীচ, স্বার্থপর,
অলস—উদ্যমহীন কর্ত্তব্য-পালনে,
অবসাদগ্রস্তচিত্ত—অবসন্ন সদা,
দীর্ঘসূত্রী—বুদ্ধি যার সংশয়-চঞ্চল
কার্য্য সম্পাদনে সদা মন্থর-স্বভাব,
এরূপ যে কর্ত্তা,—তারে জানিও তামস। ২৮

জানিও, হে ধনঞ্জয়, গুণের বৈষম্যে
বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ ত্রিবিধ বলিয়া।
পৃথক্ পৃথক্ রূপে সবিশেষ ভাবে
কহিতেছি তাহা,—তুমি হও অবহিত। ২৯ *

জন্ম-জরা-মৃত্যুভয়, অভাব তাহার,
মোক্ষ আর বন্ধনের তত্ত্ব সবিশেষ
যে বুদ্ধিসহায়ে, পার্থ, সুনিশ্চিতরূপে
হয় নিরূপিত,—জেন তাহাই সাত্ত্বিক। ৩০ *

ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য সুনিশ্চিতরূপে
যে বুদ্ধিসহায়ে নাহি হয় নিরূপিত,
তাহাই জানিও পার্থ,—রাজস বলিয়া। ৩১ *

মোহে আবরিত ভ্রান্ত যে বুদ্ধিসহায়ে
অধর্ম্মই ধর্ম্ম বলি হয় নিরূপিত,
বস্তুধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্যের না করি বিচার
যে বুদ্ধি বস্তুর জ্ঞান আবরিত করি,
হে পার্থ! নিশ্চিতরূপে সর্ব্ব বিষয়ের
বিপরীত অর্থ সদা করে নির্দ্ধারণ,—
অজ্ঞানে আবৃত সেই বুদ্ধিই তামসী। ৩২ *

যে ধারণা চিত্তবৃত্তি একাগ্র করিয়া
মন প্রাণ আর সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের কাজ
শাস্ত্রের বিহিত পথে করে নিয়মিত,
ধর্ম্ম-অর্থ-কামভোগে প্রবৃত্তি ত্যজিয়া
নিবৃত্তির অনুকূল বিহিত .বিষয়ে
সমাধির তরে চিত্ত করে সমাহিত,—
জানিও সে-ধৃতি, পার্থ!—সাত্ত্বিকী বলিয়া। ৩৩ *

হে পার্থ! যে ধৃতি হ'তে ধর্ম্ম অর্থ কাম
সুনিশ্চিতরূপে জীব করে নির্দ্ধারণ,
কার্য্য সম্পাদনকালে যে ধারণা হ'তে
কর্ম্মফলভোগে জীব হয় অভিলাষী,—
হে অর্জ্জুন, জেন তাহা রাজস বলিয়া। ৩৪ *

হে পার্থ! যে ধৃতি হ'তে মূঢ় অবিবেকী
ত্যজে না বিষাদ শোক নিদ্রা গর্ব্ব ভয়,—
জেন সে ধারণা তুমি তামস বলিয়া। ৩৫ *

অভ্যাসের বশে জীব যে অবস্থা হ'তে
অন্তরেতে রতি প্রীতি করে অনুভব,
করে যাহা দুঃখনাশ অন্তর হইতে,—
তাহাই জীবের সুখ। সে-সুখ ত্রিবিধ।
হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি তাহার বিষয়
আমার নিকটে এবে কর অবধান। ৩৬ *

অগ্রে বিষবৎ যাহা হয় অনুভূত,
কিন্তু যাহা পরিণামে অমৃতসমান
পরম-আনন্দদায়ী, জীবের অন্তরে
যে-সুখ সঞ্জাত আত্মজ্ঞানের প্রসাদে,—
তাহাই কথিত হয় সাত্ত্বিক বলিয়া। ৩৭ *

ইন্দ্রিয়-সংযোগ-হেতু বিষয়ের সাথে
বিষয়-সম্ভোগ হ'তে সঞ্জাত যে-সুখ,
প্রথমে অমৃততুল্য, কিন্তু পরিণামে
বিষবৎ ক্লেশদায়ী,—তাহাই রাজস। ৩৮ *

প্রারম্ভে ও পরিণামে যে-সুখ জীবের
করে আত্মবুদ্ধি নাশ মোহ সৃষ্টি করি,
নিদ্রা অলসতা আর প্রমাদ হইতে
সঞ্জাত যে সুখ,—তাহা জানিও তামস।
মোহের সৃজনকারী তামসিক সুখ
বুদ্ধিভ্রংশ করে জীবে। উদ্ভব তাহার
প্রমাদ অজ্ঞান নিদ্রা আলস্য হইতে। ৩৯

স্বর্গে মর্ত্ত্যে আর সর্ব্ব দেবতার মাঝে
এমন কিছুই নাই এ তিন ভুবনে,
প্রকৃতি-সম্ভূত এই সত্ত্ব রজ তম
ত্রিগুণ হইতে যাহা রহে মুক্তভাবে। ৪০ *

হে শত্রুতাপন! তুমি জেন সুনিশ্চিত,
স্বভাব-প্রসূত এই গুণভেদ হ'তে
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সবাকার
পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম সম্যক্-প্রকারে
হয়েছে বিভক্ত সেই গুণ অনুযায়ী। ৪১

শম, দম, তপ, শুচি, ক্ষমা, সরলতা,
জ্ঞান ও বিজ্ঞান আর সাত্বিকী শ্রদ্ধাই
স্বভাব-প্রসূত কর্ম্ম জেন ব্রাহ্মণের। ৪২ *

পরাক্রম, শক্তি, ধৈর্য্য, কর্ম্মকুশলতা,
অপরাঙ্মুখতা রণে—প্রবৃত্ত হইয়া,
দান—উদারতা, আর কর্ত্তৃত্ব প্রভুত্ব—
ঈশ্বরের ভাব যাহা শাসনক্ষমতা,—
জেন তাহা স্বাভাবিক কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের। ৪৩

কৃষি, গো-পালন আর ব্যবসা-বাণিজ্য
স্বভাবজ কর্ম্ম বলি জানিও বৈশ্যের।
সেবা পরিচর্য্যা আদি অপর বর্ণের—
জানিও শূদ্রের তাহা স্বাভাবিক কাজ ৪৪

নিজ নিজ কর্ম্মে যারা হয় নিষ্ঠাবান,
তারাই সম্যক্‌রূপে করে সিদ্ধিলাভ।
স্বকর্ম্মে নিরত লোক যেরূপ উপায়ে
করে সিদ্ধিলাভ,—তাহা কর অবধান। ৪৫

যাঁহা হ'তে এ নিখিল ভূতের উদ্ভব,
পরিব্যাপ্ত যিনি এই বিশ্ব-চরাচরে,
সেই সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী পরম-ঈশ্বরে

অর্চ্চনা করিলে নিজ কর্ম্মের সহায়ে—
মানবের সিদ্ধিলাভ হয় সর্ব্বভাবে। ৪৬ *

অঙ্গহীন নিজ ধর্ম্ম জেন তা-ও শ্রেয়
সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে।
আপন স্বভাবজাত কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
জানিও মানব নাহি হয় পাপভাগী। ৪৭ *

স্বভাবজ কর্ম্ম যদি দোষযুক্ত হয়,
তথাপি কৌন্তেয় তাহা করিবে না ত্যাগ।
বহ্নি যথা রহে সদা ধূমে আবরিত,
সেইরূপ সর্ব্ব কর্ম্ম দোষযুক্ত সদা। ৪৮ *

সমূহ বিষয়ে বুদ্ধি অনাসক্ত যার,
চিত্তজয়ী নির্ব্বিকার নিস্পৃহ যে-জন,
স্থিরবুদ্ধি শুদ্ধচিত্ত নির্লিপ্ত পুরুষ
বর্ণাশ্রম বিভাগের বিধি অনুযায়ী
সন্ন্যাস গ্রহণ করি শাস্ত্রবিধিমতে
হয় যদি পরমার্থতত্ত্বজ্ঞানরত,—
নিবৃত্তিলক্ষণরূপ সন্ন্যাস হইতে
ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ সিদ্ধি করে লাভ। ৪৯

যেরূপে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়ে জীব
জ্ঞাননিষ্ঠা হ'তে করে ব্রহ্মভাব লাভ,

জ্ঞানেতে নিষ্ঠার যাহা শেষ পরিণতি,—
যথায় চরম পরিসমাপ্তি তাহার,
সংক্ষেপে তাহাই তুমি এবে আমা হ'তে,
হে কৌন্তেয়! সবিশেষ হও অবগত। ৫০

সত্ত্বগুণান্বিত শুদ্ধ-বুদ্ধিযুক্ত হ'য়ে
ধৈর্য্য-সহকারে চিত্ত করি সুসংযত,
বর্জ্জন করিয়া সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বিষয়,
অপ্রিয় বিষয়লাভে বিদ্বেষ তেয়াগি,
প্রিয়লাভে অনুরাগ করি পরিহার,
নির্জ্জনপ্রদেশ-বাসী, পরিমিত-ভোজী,
বাক্য মন ইন্দ্রিয়েরে করি সুসংযত,
সর্ব্বদা একাগ্র-চিত্তে আত্মধ্যানরত,
বৈরাগ্য—নিবৃত্তিমার্গ করিয়া আশ্রয়,
অদৃষ্টের বশে প্রাপ্ত অযাচিতভাবে
ভোগের সাধনরূপ বাহ্য বস্তুসব—
তাহাও বর্জ্জন করি, হ'য়ে নির্ব্বিকার,
মমতাবিহীন হ'য়ে সর্ব্ব বিষয়েতে,
অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ ত্যজি
যে মহাত্মা রহে সদা জ্ঞাননিষ্ঠ হ'য়ে,—
ব্রহ্মভাব লাভে সেই হয় অধিকারী।
আত্মধ্যান-পরায়ণ নিষ্কাম যে-জন,

ঈশ্বরে অর্পিতচিত্ত সর্ব্বভাবে যার,—
সেই করে জ্ঞানলাভ ঈশ্বর-কৃপায়। ৫১।৫২।৫৩

ব্রহ্মভাবে অবস্থিত আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানী
সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত নির্লিপ্ত নিষ্কাম
ইষ্টের বিনাশে কভু নাহি করে শোক,
আকাঙ্ক্ষাও নাহি তার কোন বস্তু তরে।
সর্ব্বভূতে সমদর্শী সাম্যভাবে স্থিত
সে-মহাত্মা পরাভক্তি লভে আমাতেই। ৫৪ *

ঐকান্তিক ভক্তিযুক্ত হ'য়ে আমাতেই
সর্ব্বব্যাপী সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ
আমার স্বরূপতত্ত্ব পারে জানিবারে;
তত্ত্বতঃ এরূপে মোরে জানি সুনিশ্চিত
অনন্তর আমাতেই করে সে প্রবেশ।
প্রারব্ধ-ভোগের শেষে দেহান্তে তাহার
আমার স্বরূপতত্ত্বে হইয়া বিলীন
আমাতে অভিন্নরূপে করে স্থিতিলাভ। ৫৫

আমারেই সর্ব্বভাবে করিয়া আশ্রয়
আমার শরণাগত সে-ভক্ত তখন
যদিও বা হয় রত সর্ব্ববিধ কাজে,
শাস্ত্র-বিধিনিষেধের বিধান না মানি

স্বীয় প্রকৃতির বশে হইয়া অবশ
বৈধ বা অবৈধ কর্ম্ম করে সম্পাদন,—
আমারি প্রসাদে মোর কৃপা করি লাভ
শাশ্বত অব্যয় নিত্য অনাদি অক্ষয়
আমার পরমপদ পায় অনায়াসে।
ঈশ্বর-কৃপায় ভক্ত পাপ-পুণ্য ত্যজি
লভে পরাশান্তি—মোক্ষ, পরমনির্ব্বাণ। ৫৬

সর্ব্ব কর্ম্ম করি দেহ-ইন্দ্রিয়সহায়ে,
অন্তরে সকল কর্ম্ম সমর্পিয়া মোরে,
কর্ম্মে কর্ম্মফলে সদা অলিপ্ত রহিয়া
আমাতেই বুদ্ধি তুমি কর নিবেশিত।
এইরূপে বুদ্ধিযোগ করিয়া আশ্রয়
সর্ব্বদা মদ্গতচিত্তে কর অবস্থান;
আমারি চিন্তায় মন বুদ্ধি কর স্থির।
সর্ব্ব কর্ম্ম আমারেই করি সমর্পণ,
ফলের কামনা ত্যজি, নির্লিপ্ত হইয়া
আমারি কর্ম্মের তুমি কর অনুষ্ঠান,—
আমি যাহা বলি, তুমি কর সেই কাজ। ৫৭

আমার শরণাপন্ন হ'য়ে এইভাবে
আমাতেই চিত্ত বুদ্ধি করিয়া অর্পণ
করিলেও সর্ব্ব কর্ম্ম, আমারি প্রসাদে

অধর্ম্ম হইতে তুমি পাবে পরিত্রাণ।
কর্ম্মলব্ধ ফলরূপে দুঃখ শোক তাপ
হবে না ভুঞ্জিতে তোমা আমারি কৃপায়।
আর যদি অহঙ্কারে নিজ বুদ্ধিদোষে
আমার এ বাক্যে তুমি কর অবহেলা,
আমার এ উপদেশ না করি গ্রহণ
নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম্মে হও রত,—
তা হ'লে, নিশ্চয় তুমি বিনষ্ট হইবে;
হবে পুরুষার্থভ্রষ্ট, পাবে শোক তাপ। ৫৮ *

অহঙ্কার অভিমান অবিবেকবশে
যুদ্ধ করিবে না বলি কর যদি স্থির,—
জেন সে সিদ্ধান্ত তব মিথ্যা সুনিশ্চিত।
তোমার স্বভাবজাত প্রকৃতির বশে
স্বভাবের অনুযায়ী কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
প্রকৃতিই কার্য্যে তোমা করিবে নিয়োগ। ৫৯

হে কৌন্তেয়! মোহবশে দুর্ব্বুদ্ধিসহায়ে
অনিচ্ছুক তুমি যাহা করিতে সাধন,
স্বভাব-প্রসূত নিজ প্রকৃতির বশে
করিতে হইবে তা-ও অবশ হইয়া। ৬০

সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর,
হে অর্জ্জুন! স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে

দেহরূপ যন্ত্রারূঢ় দেহ-অভিমানী
সর্ব্বভূতে যন্ত্রবৎ করিয়া চালিত
সদা অধিষ্ঠিত সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে। ৬১ *

হে ভারত! সর্ব্বভাবে কায়-মন-প্রাণে
সেই ঈশ্বরেই তুমি করিয়া আশ্রয়
তাঁহারি শরণাপন্ন হও সব কাজে।
তাঁহারি প্রসাদে তুমি লভি কৃপা তাঁর
লভিবে পরমশান্তি, পাবে নিত্যধাম। ৬২ *

গুহ্য হ'তে গুহ্যতর জ্ঞান-উপদেশ
ব্যাখ্যা করিলাম আমি তোমার নিকট।
সবিশেষভাবে তাহা করিয়া বিচার
তোমার যা অভিরুচি কর সেই কাজ;
শ্রেয় বলি গণ্য যাহা তোমার বিচারে—
স্বেচ্ছা অনুযায়ী তুমি কর তা সাধন। ৬৩

তুমি অতিপ্রিয় মোর, অতি আপনার;
সে-হেতু, তোমারে আমি কহি হিতকথা।
অতীব কল্যাণকর, অতি গোপনীয়—
গুহ্য হ'তে গুহ্যতম শ্রেষ্ঠবাক্য মোর
স্থিরচিত্তে তুমি পুন করহ শ্রবণ। ৬৪

আমাতেই চিত্ত তুমি কর নিবেশিত,
আমার ভজনশীল হও সর্ব্বভাবে,
কায়মনোবাক্যে মোরে করিয়া অর্চ্চনা
হও তুমি আমারই পূজা-পরায়ণ;
তা হ'লে, নিশ্চয় তুমি পাইবে আমারে।
তুমি মোর অতিপ্রিয়; সে-হেতু, তোমারে
কহিতেছি ইহা সত্য-প্রতিজ্ঞা করিয়া। ৬৫

ব্যথিত হ'য়ো না তুমি, করিও না শোক।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি করি পরিত্যাগ
একমাত্র আমারেই করিয়া আশ্রয়
আমারি শরণাপন্ন হও সর্ব্বভাবে।
আমিই বন্ধন তব করিয়া ছেদন
সর্ব্ব পাপ হ'তে মুক্ত করিব তোমারে। ৬৬ *

এই গীতামৃতরূপ শাস্ত্র-উপদেশ
তোমার হিতার্থে যাহা কহিলাম আমি,—
জেন, অতি অবিধেয় প্রচার তাহার
সেরূপ জীবের কাছে—যে-বা নীতিহীন,
স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে নহে যত্নবান।
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি অসংযত যার,—
ইন্দ্রিয়ে আসক্ত সেই তপহীন জনে,
অনম্র উদ্ধত—যে-বা শ্রদ্ধাভক্তিহীন

দেবতা ঈশ্বর গুরু আচার্য্যের প্রতি,
গুরু আচার্য্যের সেবাশুশ্রূষারহিত,
গুরু-শাস্ত্রবাক্যে যে-বা নহে শ্রদ্ধাবান,
গুরু-শাস্ত্র-উপদেশ শ্রবণে বিমুখ,
আর যে-বা নাহি জানি স্বরূপ আমার
মনুষ্য বলিয়া মোরে করে উপহাস,—
ঈশ্বর-বিদ্বেষী সেই অভক্তের কাছে
কদাপিও করিবে না প্রচার ইহার।
যদিও সে হয় রত স্বধর্ম্ম-পালনে,
শাস্ত্র-আলাপনে কিংবা তপস্যা-সাধনে
কহিবে না কভু এই জ্ঞানতত্ত্বসার
ঈশ্বর-বিদ্বেষী সেই শ্রদ্ধাভক্তিহীনে। ৬৭

যে-বা এই গুহ্যতম শাস্ত্র-উপদেশ
আমার ভক্তের মাঝে করিয়া প্রচার
ব্যাখ্যা আলোচনা করে শ্রদ্ধা-সহকারে,
আমাতেই পরাভক্তি করিয়া সে লাভ
অসংশয়ে আমারেই পাবে অবশেষে।
গীতামৃতপানে করি জ্ঞান-ভক্তিলাভ,
বাসুদেবরূপী মোরে পরমাত্মা জানি—
একনিষ্ঠ ভক্তিযুক্ত হ'য়ে আমাতেই
আমার স্বরূপলাভ করিবে নিশ্চিত। ৬৮

সেই ভক্ত হ'তে মোর অতি প্রিয়কারী
অপর কেহই নাই মানবের মাঝে।
ইহলোকে প্রিয়তর তাহার অধিক
অপর কেহই নাহি হবে কভু মোর। ৬৯ *

আর যে-বা আমাদের উভয়ের মাঝে
কথিত এ ধর্ম্মশাস্ত্র গীতামৃতরূপ
অধ্যয়নে রত হবে শ্রদ্ধাভক্তিভরে,—
সেই মোরে জ্ঞানযজ্ঞে করিবে পূজন;
আমিই সে-জ্ঞানযজ্ঞে হইব পূজিত।
ইহাই আমার মত,—জেন তুমি স্থির। ৭০

আর নিষ্ঠাসহকারে হ'য়ে শ্রদ্ধান্বিত,
অসূয়া—বিদ্বেষ—দোষদৃষ্টি করি ত্যাগ
এই গীতামৃত মাত্র করে যে শ্রবণ,—
সর্ব্ব পাপমুক্ত হ'য়ে সে-ও করে লাভ
পুণ্যকর্ম্মকারী-ভোগ্য শুভলোকসব। ৭১

হে পার্থ! একাগ্রচিত্তে শুনিলে কি তুমি
এই গীতাশাস্ত্রামৃত কহিলাম যাহা?
হইল কি অপসৃত, ও-হে ধনঞ্জয়!
অজ্ঞান-প্রসূত তব মোহ-আবরণ?
শুনিয়া আমার এই তত্ত্ব-উপদেশ
ঘুচিল কি পূর্ব্বজাত সংশয় তোমার? ৭২

কহিল অর্জ্জুন,—এবে তোমার প্রসাদে,
হে অচ্যুত! মোহ মোর হয়েছে বিগত;
করিয়াছি স্মৃতিলাভ তোমার কৃপায়।
হয়েছি সুস্থির-চিত্ত, সংশয়বিহীন;
সকল সন্দেহ মোর ঘুচেছে এখন।
তোমার নির্দ্দেশমত কর্ম্মে হ'য়ে রত
তাহাই করিব,—তুমি বলিবে যা মোরে। ৭৩

কহিল সঞ্জয়,—আমি করেছি শ্রবণ
মহাত্মা বাসুদেব ও পার্থ উভয়ের
অদ্ভুত রোমাঞ্চকর এই বাক্যালাপ,—
যথাযথভাবে যাহা করিনু বর্ণন। ৭৪

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত
পরম এ গুহ্য যোগতত্ত্ব-উপদেশ
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি ব্যাসের প্রসাদে
সাক্ষাৎভাবেই আমি করেছি শ্রবণ। ৭৫

হে রাজন্! বারংবার করিয়া স্মরণ
পার্থ-কেশবের এই অদ্ভুত সংবাদ,
পরমপবিত্র যাহা শ্রেষ্ঠ-শুভকারী,—
মুহুর্মুহু হর্ষান্বিত হইতেছি আমি। ৭৬

হে রাজন্! বার বার করিয়া স্মরণ
অতীব অদ্ভুত সেই শ্রীহরির রূপ,—
বিশ্বরূপ যাহা পার্থে দেখালেন হরি,
অতীব বিস্মিত আমি, রোমাঞ্চিত-তনু।
হইতেছি হর্ষান্বিত আমি বার বার। ৭৭

যথায় শ্রীকৃষ্ণ নিজে যোগেশ্বর হরি,
মহাধনুর্দ্ধর পার্থ গাণ্ডীবী যথায়,—
অচঞ্চলা রাজলক্ষ্মী, সমরে বিজয়,
ঐশ্বর্য্যসম্পদ—তার বৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে,
সুনিশ্চিত নীতি-ধর্ম্ম তথা বিরাজিত;
ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ সর্ব্ব সাধনার
শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিফল তথা সদা বিদ্যমান।
ইহাই আমার মত,—সিদ্ধান্ত আমার। ৭৮ *

অষ্টাদশ অধ্যায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট

দ্বিতীয় অধ্যায়

নি :—১১ ধর্ম্মযুদ্ধে শত্রুনাশ ক্ষত্রিয়ের কাজ,
অবশ্য-কর্ত্তব্য তাহা ধর্ম্মরক্ষা তরে।
শোকের নাহিক স্থান কর্ত্তব্য-পালনে।
মোহে অভিভূত পার্থ, স্বার্থের পীড়নে
নিজ অধিকার মত স্বধর্ম্ম ত্যজিয়া,
চাহিলেন ভিক্ষুধর্ম্ম করিতে বরণ।
আপন সিদ্ধান্ত তাঁর সমর্থন তরে
উপেক্ষিয়া শাস্ত্রবিধি, কর্ত্তব্য ভুলিয়া,
হ'লেন প্রবৃত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে।
তাই কৃষ্ণ ঘুচাবারে ভ্রান্ত জ্ঞান তাঁর,
পাণ্ডিত্যের অভিমান, শাস্ত্রের বিচার,—
প্রকৃত জ্ঞানীর কর্ম্ম বুঝালেন তাঁরে।
বিবেকী পণ্ডিত যাঁরা শাস্ত্রবেত্তা জ্ঞানী
মৃত বা জীবিত এই উভয়েরি তরে
কাতর না হন তাঁরা, না করেন শোক;
দেহের বিনাশে তাঁরা না হন ব্যথিত।

নি :—১২ অচেতন জড়শক্তি চৈতন্য-সংযোগে
সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত অন্তহীন ভাবে;—

শক্তি হ'তে সমুদ্ভূত বিশ্ব-চরাচর
সে-হেতু, বিভিন্নরূপে হয় দৃশ্যমান।
শক্তির চালক সেই চৈতন্যসত্তাই,
অক্ষয় অব্যয় যাহা পরিণামহীন
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত অনন্ত অনাদি,—
ব্রহ্ম—আত্মা বলি তিনি হন অভিহিত।
চৈতন্য চৈতন্যশক্তি নহে ভিন্ন কভু,
শক্তি-শক্তিমানে যথা ভেদ নাহি হয় ;—
সর্ব্বদাই বর্ত্তমান অবিভিন্নরূপে।
শক্তি—পরিণামী,—তার আছে বৃদ্ধি ক্ষয় ;
সক্রিয় নিষ্ক্রিয় ভাব রয়েছে তাহার।
সশক্তি চৈতন্যসত্তা—দেহী—আত্মারূপে
অধিষ্ঠিত থাকি সদা সর্ব্ব ভূতমাঝে
সর্ব্ব জীবদেহে শক্তি করেন চালনা।
আত্মার নাহিক নাশ, নাহি জন্ম তাঁর,
নাহি তাঁর ক্ষয়-বৃদ্ধি, নাহি পরিণাম ;
দেহের বিনাশে তাঁর না হয় বিনাশ।
পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ তরে
কহিলেন তাই কৃষ্ণ অর্জ্জুনে সম্ভাষি,—
"তুমি, আমি অথবা এ নৃপতিসকল
দেহধারীরূপে এবে যারা বর্ত্তমান,
পূর্ব্বেতেও ছিল সবে,—অথবা পশ্চাতে
সকলেই আত্মরূপে র'বে সর্ব্বদাই।"

ধ্বংসশীল এই দেহ যাহা পরিণামী,
পরিণামী শক্তি হ'তে উদ্ভব যাহার,
তাহার উদ্ভব কিংবা বিনাশে তাহার
দেহীর না হয় কভু জনম মরণ।
চৈতন্যস্বরূপ দেহী সর্ব্ব অবস্থায়
সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আত্মসত্তারূপে।

নিঃ—১৪ সংযুক্ত হইলে মন বাহ্য বিষয়েতে
ইন্দ্রিয়-সহায়ে জীব আপন অন্তরে
বস্তুর স্বরূপ-বোধ করে অনুভব।
রাগ বা বিরাগ হেতু ইন্দ্রিয়-বিষয়ে
সুখ-দুঃখ ভোগে জীব বাহ্য বস্তু হ'তে।
ভোগ-হেতু, ইষ্টলাভে, কামনা-পূরণে
জীবের অন্তরে হয় সুখের উদয়।
বাসনার অপূরণে, ইষ্টের বিনাশে
দুঃখ ভোগ করে জীব,—পায় শোক তাপ।
সেইরূপ শীতাতপ করে জীব ভোগ
ইন্দ্রিয়-সংযোগহেতু বাহ্য বস্তুসাথে।
বিষয় অনিত্য,—আছে আদি-অন্ত তার।
বিষয়-সংযোগজাত সুখ-দুঃখ তাই
ক্ষণস্থায়ী, পরিণামী, অনিত্য সকলি;
আদি-অন্ত আছে তার, আছে বৃদ্ধি-ক্ষয়।
জীবের কর্ত্তব্য তাই সহ্য করা তারে।

নিঃ—১৭ আত্মা—যিনি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ,
নাহিক বিনাশ তাঁর। সৃষ্টি—শক্তি হ'তে।
শক্তি—পরিণামী,—তার আছে বৃদ্ধি-হ্রাস।
চৈতন্য-সংযুক্ত সেই মহাশক্তি হ'তে
নাম রূপ দেশ কাল পাত্রের উদ্ভব।
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের বৈষম্যে
অনন্ত এ-সৃষ্টি শুধু শক্তি-পরিণাম।

অনাদি অনন্ত নিত্য পরিচ্ছেদহীন
অক্ষয় অব্যয় সেই চৈতন্যসত্তাই
সর্ব্ব দেহে, সর্ব্ব সৃষ্ট বস্তুর মাঝারে
অস্তি ভাতি প্রিয়রূপে সদা বর্ত্তমান;
তাঁরি সত্তা হেতু সবে হয় সত্তাবান।
তিনিই এ-দেহী,—আত্মা,—জীবের স্বরূপ।

শক্তি-অংশ—পরিণামী; সত্তা—নির্ব্বিকার।
চৈতন্যস্বরূপ সেই ব্রহ্ম সনাতন
সত্তারূপে পরিব্যাপ্ত বিশ্ব-চরাচরে।
তাঁহার বিনাশে কেহ সমর্থ না হয়;
বস্তুর বিনাশে তাঁর নাহি হয় নাশ।

নিঃ—১৮ মহাশক্তি প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশে
এ-সৃষ্টি অনন্ত রূপে হয় প্রকাশিত।

চৈতন্য-সংযুক্ত সেই মহাপ্রকৃতিই
সৃষ্টিরূপে চরাচর করেন প্রসব।
শক্তি-সমন্বিত সেই চৈতন্যসত্তাই
ব্রহ্ম—আত্মা—দেহী বলি হন অভিহিত।

অভেদ চৈতন্যশক্তি চৈতন্যের সাথে,
উভয়ের ভেদ মাত্র কল্পনা কেবল;
কার্য্য ও কারণ ভেদে, ভেদ উভয়ের।
শক্তিরে চালনা করে চিৎসত্তা, তাই
শক্তি চৈতন্যের যোগে সৃষ্ট চরাচর।
সৃষ্টির ব্যাপারে সত্তা নিমিত্ত-কারণ,
কার্য্যরূপে শক্তি মাত্র উপাদান তাঁর।

একই চৈতন্যসত্তা দেহী আত্মারূপে
সর্ব্ব দেহে অধিষ্ঠিত সর্ব্ব অবস্থায়।
অনন্ত দেহের মাঝে দেহী মাত্র এক।
শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির পার্থক্যে
অনুভূত হয় দেহী বিভিন্ন বলিয়া।
বিভিন্ন দেহের নাশে, প্রাণীর মরণে
দেহী বা আত্মার কভু না হয় বিনাশ।
জন্ম মৃত্যু আছে মাত্র নশ্বর দেহের।
তাই কৃষ্ণ অর্জ্জুনেরে দিলেন নির্দ্দেশ—
নশ্বর দেহের লাগি শোক পরিহরি
প্রবৃত্ত হইতে রণে, কর্ত্তব্য পালনে।

নিঃ—২৫ অক্ষয় অব্যয় নিত্য আদি-অন্তহীন
সর্ব্বব্যাপী অবিকারী চিৎসত্তারূপে
দেহী—আত্মা, যিনি এই দেহে অধিষ্ঠিত,
সবার অতীত তিনি। তাঁরি সত্তা হেতু
সত্তাবান মন বাক্য ইন্দ্রিয়সকল।
বাক্য মন ইন্দ্রিয়ের অতীত তাঁহারে
ইন্দ্রিয়-সহায়ে কভু জানা নাহি যায়।
জন্ম-মৃত্যু নাহি তাঁর, নাহি রূপান্তর,
দেহের বিনাশে তাঁর নাহিক বিনাশ।
জানি তাঁরে এইরূপ জন্ম-মৃত্যুহীন,
তাঁর লাগি বৃথা শোক উচিত না হয়।

কর্ম্মফল ভোগ হেতু জীবের এ-দেহ,
কর্ম্মক্ষয়ে হয় সেই দেহের পতন।
কামনা-প্রসূত কর্ম্ম-বন্ধন হইতে
দেহের উদ্ভব আর বিনাশ তাহার
কালচক্র-আবর্ত্তনে হয় সংসাধিত।
পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান করি উপদেশ,
দেহ ও দেহীর ভেদ সবিশেষভাবে
বুঝালেন পার্থে কৃষ্ণ ঘুচাতে সংশয়,
করিবারে বিদূরিত অজ্ঞান-প্রসূত
আত্মীয়-বিনাশ হেতু শোক মোহ তাঁর

নিঃ—২৬ অজ্ঞান অবোধজন করে অনুভব
দেহীর জনম মৃত্যু এই দেহ সাথে।
অর্জ্জুনের বুদ্ধি যদি হয় সেইরূপ,
যদ্যপি ভাবেন তিনি, দেহীর জনম
অথবা বিনাশ তার দেহের সহিত,—
তথাপি উচিত নহে শোক তার লাগি;
যে-হেতু, অবশ্য তার ঘটিবে বিনাশ।

নিঃ—২৭ জন্ম যার আছে, তার মৃত্যু সুনিশ্চিত,
স্বাভাবিক বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ এ-জ্ঞান;—
এ-বিশ্বসংসারে তার নাহি ব্যতিক্রম।
কিন্তু যার মৃত্যু আছে, পুন জন্ম তার
অবশ্য-সম্ভব বলি না হয় প্রতীত;
স্বাভাবিক জ্ঞানে তাহা নির্ণীত না হয়।
কর্ম্মের বন্ধন যাহা জীবত্ব জীবের,
আত্মা-জীবাত্মার ভেদ, মোক্ষের স্বরূপ,
জন্ম-মৃত্যু, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যভোগ—
বিবেক-সহায়ে জীব পারে জানিবারে;
লৌকিক বুদ্ধিতে তাহা জানা নাহি যায়।

ফলের কামনা করি কর্ম্মের বন্ধনে
জন্ম-মৃত্যুরূপ গতি হয় কর্ম্মফলে—
স্থূল সূক্ষ্ম দেহ ধরি ইহ-পরলোকে।

জীবের জনম মৃত্যু কহে তাহারেই।
জন্মিলে মরণ তাই, মরিলে জনম—
ঘটে সুনিশ্চিত, তার অন্যথা না হয়।

যাবৎ না ধ্বংস হয় কর্ম্মবীজ তার,
বাসনার হয় ক্ষয় জ্ঞানের আগুনে
তাবৎ এ-জীব তার ভোগে কর্ম্মফল
বার বার জন্ম-মৃত্যু করিয়া বরণ।
ভগবান অর্জ্জুনেরে কহিলেন তাই,—
অবশ্য ঘটিবে যাহা, তাহার লাগিয়া
উচিত না হয় বৃথা শোক-পরিতাপ।

নিঃ—৩২ ধর্ম্মযুদ্ধ স্বভাবজ কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।
অযাচিতভাবে প্রাপ্ত ধর্ম্মযুদ্ধ সদা
ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়ের কাম্য এ-জগতে।
ধর্ম্মযুদ্ধে হ'লে হত—হয় স্বর্গলাভ;
জয়ী হ'লে—ধর্ম্মলাভ, রাজ্য, সুখভোগ।

নিঃ—৩৮ স্বধর্ম্মের আচরণে, কর্ত্তব্য পালনে
ফলাফল সুখ-দুঃখ করিয়া বর্জ্জন
বিবেক-সহায়ে যদি শাস্ত্রবিধি মানি
রত হয় জীব তার কর্ম্ম অনুষ্ঠানে,—
কর্ম্মফলে পাপভোগ না হয় তাহার।

নিঃ—৪০ ফলের কামনা করি, শাস্ত্রবিধিমতে
যজ্ঞ দান তপস্যাদি বিবিধ প্রকার
লৌকিক বৈদিক কর্ম্মে রত হয় জীব।
পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুভ বা অশুভ
কর্ম্মফল অবশ্যই ফলে কর্ম্ম হ'তে।
কর্ম্ম অনুরূপ ফল ভোগে ফলকামী।

অশাস্ত্রীয়ভাবে কর্ম্ম হ'লে সম্পাদিত,
অনুষ্ঠানে দোষ ত্রুটী অঙ্গহানি হ'লে
আকাঙ্খিত ফল কর্ম্ম করে না প্রসব;
কর্ম্ম করি কর্ম্মফল নাহি হয় লাভ।
কিন্তু এই কর্ম্মযোগ হ'লে অনুষ্ঠিত,
বিফলতা নাহি তায়—নিষ্কাম বলিয়া।
নিষ্কাম এ কর্ম্মযোগ স্বল্পমাত্র যদি
হয় অনুষ্ঠিত, তবে তাহাও নিশ্চিত
চিত্তশুদ্ধি তরে হবে জীবের সহায়।
শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানালোক হবে প্রকাশিত;
জ্ঞানোদয়ে পরাশান্তি, মোক্ষ হবে লাভ।

নিঃ—৪১ বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী কৃতকর্ম্ম হ'তে
শ্রেষ্ঠতম ফললাভে হয় যত্নবান।
কিন্তু যে অব্যবসায়ী, শুধু সেই জন
তুচ্ছ অল্পমাত্র ফল পায় কর্ম্ম করি।

বিবিধ শাস্ত্রীয়কর্ম্ম বিধি অনুযায়ী
হ'লে অনুষ্ঠিত, তাহে কর্ম্মফলরূপে
ঐহিক ও পারত্রিক হয় সুখভোগ।
কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী, অতি তুচ্ছ ফল;
পরিণামে দুঃখ তার, ক্ষয় ভোগশেষে।

সকাম-কর্ম্মীর বুদ্ধি সতত চঞ্চল,
বিবিধ ভোগের আশে ধায় নানা কাজে।
ভোগ-অন্তে পুন কর্ম্মে করি নিয়োজিত
বদ্ধ করে জীবে সদা কর্ম্মের বন্ধনে।
নিষ্কাম এ কর্ম্মযোগে বুদ্ধি রহে স্থির;
ফলভোগ-আশে বুদ্ধি চালিত না হয়।

সুখ-দুঃখ ফলাফল লাভালাভ ত্যজি
বিবেক-বিচারসহ শাস্ত্রবিধি মানি
নিজ অধিকারমত কর্ত্তব্য-পালন
নিষ্কাম কর্ম্মেতে জীবে করি নিয়োজিত
সহায়তা করে তার চিত্তশুদ্ধি তরে।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি তাই মাত্র এক।
শ্রেষ্ঠ ফল লাভ তাই হয় কর্ম্মযোগে।

নিঃ—৪২-৪৪ বিহিত বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান হ'তে
অলৌকিক কর্ম্মফল করে জীব ভোগ

কর্ম্মফল-প্রসংশায় মোহিত হইয়া
সকাম-পুরুষ তাই সুখভোগ তরে
ধর্ম্মলাভে শুভ-আশে পুণ্যের অর্জ্জনে
বিবিধ কর্ম্মেতে রত হয় এ-জগতে।
কর্ম্মের বন্ধন তাহে না হয় খণ্ডন,
জীবের জনম মৃত্যু নাহি হয় রোধ।

বাসনা-আকুল চিত্ত ভোগ-অভিলাষে
ধায় নানা কাজে, কভু রহে না সুস্থির।
সকামীর বুদ্ধি তাই সতত চঞ্চল,
সমাধি-কারণে তাহা নাহি হয় স্থির।
চঞ্চল অস্থির চিত্তে ধ্যান নাহি হয়।
সমাধি না হয় কভু ধ্যানযোগ-বিনা।
সমাধি ব্যতীত নাহি হয় জ্ঞানলাভ।

নিঃ—৪৬ ফলের কামনা করি ভোগ-আশে জীব
বিবিধ শাস্ত্রীয়কর্ম্মে হয় অনুরাগী।
বেদ হ'তে সর্ব্ব কর্ম্ম-শাস্ত্রের উদ্ভব।
সকল শাস্ত্রীয়কর্ম্ম শুভফলদায়ী
বেদের বিধানমতে হয় নিরূপিত।

শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে শাস্ত্রবিধিমতে
অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হ'তে ফলরূপে জীব

অবশ্যই আনন্দের হয় অধিকারী।
কিন্তু ব্রহ্মানন্দ সর্ব্ব আনন্দের মূল;
অপর আনন্দ সব অংশ তাহারই।
তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মজ্ঞ পুরুষ
ব্রহ্মানন্দরসে মগ্ন, সদা আত্মারাম।
বেদবিধিমতে কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান
ফলের আনন্দভোগে স্পৃহা নাহি তাঁর।
সর্ব্বদাই ব্রহ্মানন্দ করেন সম্ভোগ,
তাই বেদে নাহি তাঁর কোন প্রয়োজন।
যেরূপ সকল দেশ হইলে প্লাবিত
ক্ষুদ্র জলাশয়ে নাহি থাকে প্রয়োজন,
সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মজ্ঞের কাছে
বেদবিধি অনুষ্ঠানে নাহি প্রয়োজন।

নিঃ—৫২ অস্থির চঞ্চল চিত্তে বুদ্ধির বিভ্রম;
স্থির অচঞ্চল চিত্তে জ্ঞানের প্রকাশ।
শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব, গূঢ় অর্থ তার
অস্থির চঞ্চল চিত্ত করে না ধারণ।
চঞ্চলতা পরিহরি বুদ্ধি হ'লে স্থির
বিবেক-সহায়ে তত্ত্ব হয় নিরূপিত।
তখন জীবের হয় বৈরাগ্য-উদয়,
কর্ম্মফল-ভোগস্পৃহা থাকে না তখন।

নিঃ—৫৩ চিত্তের মালিন্য যবে হয় বিদূরিত,
মানবের বুদ্ধি যবে আত্মধ্যান তরে
রহে অচঞ্চল, তখনি সে লভে যোগ।
ধ্যানযোগে সমাধিতে চিত্ত হয় লয়।
চিৎক্ষেত্রে জ্ঞানালোক হয় প্রকাশিত;
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধক তখন।

নিঃ—৬৪ প্রিয় বা অপ্রিয় সর্ব্ব বিষয়ের লাগি,
অযাচিতভাবে প্রাপ্ত শুভাশুভ তরে
নাহি যার অনুরাগ অথবা বিদ্বেষ—
সকল বিষয় সদা করিলেও ভোগ
চিত্তের প্রসাদ হ'তে বঞ্চিত সে নয়।

নিঃ—৬৫ যে-জন প্রশান্তচেতা নির্লিপ্ত নিষ্কাম,—
সঞ্চিত প্রারব্ধবশে অযাচিত ভাবে
শুভ বা অশুভ বস্তু করিয়াও ভোগ
সুখে বা দুঃখেতে নাহি হন অভিভূত,—
জ্ঞান-ভক্তিলাভে মাত্র তাঁরি অধিকার।
চিত্তশুদ্ধি হেতু জ্ঞানে হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত,—
সমাধিতে মন লয় করিয়া আত্মায়,
অথবা ইষ্টেতে মন সমাহিত করি—
লভেন চরম শান্তি.—মোক্ষ হয় লাভ।

সেরূপ ব্যুত্থিত জ্ঞানী, শান্তি ভোগকারী,
প্রিয়াপ্রিয়লাভে নাহি হ'য়ে বিচলিত
স্থিতপ্রজ্ঞরূপে মর্ত্ত্যে করেন ভ্রমন।
জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত কর্ম্মবীজ তাঁর
পুনরায় কর্ম্মফল করে না প্রসব;
নির্ব্বিকার চিত্তে করি প্রারব্ধের ক্ষয়,
দেহ-অন্তে প্রাপ্ত হন অনাময় পদ।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

নিঃ—১৪ অন্নপরিণাম শুক্র-শোনিত-সংযোগে
মাতৃগর্ভে জীবের এ-দেহের উদ্ভব।
অন্নেতেই হয় তার বর্দ্ধন পোষণ।
মেঘ হ'তে বারিপাতে অন্নের সম্ভব।
বিধিমতে যজ্ঞানলে প্রক্ষিপ্ত আহুতি
মন্ত্রপূত দিব্যশক্তি করিয়া ধারণ,
সূর্য্যতেজে আকর্ষিত হইয়া গগনে
ধূমরূপে মেঘরূপে করে বারিপাত।
কর্ম্মে অনুষ্ঠিত সেই ধর্ম্মযজ্ঞ সদা
জীবের অদৃষ্টরূপে হয় পরিণত।

জীবেব জনম মৃত্যু কর্ম্মফল হ'তে।
কর্ম্মফল হ'তে হয় অদৃষ্ট সৃজন।
অদৃষ্টের ভোগ হেতু দেহান্তে এ-জীব
প্রাপ্ত হয় পরলোক সূক্ষ্ম দেহ ধরি—
মন বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইয়া
পিতৃযান পথে—তার ক্রম অনুযায়ী।
ভোগশেষে পুন জীব এই ধরাধামে,
সূক্ষ্মরূপে বারিকণা করিয়া আশ্রয়,

অন্নরূপে শস্যরূপে হয় পরিণত।
ভুক্ত-অন্নপরিণাম পুন শুক্ররূপে
মাতৃগর্ভে লভে এই স্থূল দেহ তার।
এইরূপে অদৃষ্টের চক্র-আবর্ত্তনে
ইহ-পরলোকে জীব করে গতায়াত।
অদৃষ্টের আকর্ষণে, নিজ কর্ম্মফলে,
সূক্ষ্মদেহে বারিকণা করিয়া আশ্রয়
জীবের অনন্ত গতি ইহ-পরলোকে।

জন্মমৃত্যু-রহস্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটিয়া
ভগবান্ অর্জ্জুনেরে কহিলেন তাই—
"কর্ম্মে সমুদ্ভূত যজ্ঞে মেঘের সৃজন;
মেঘ হ'তে বারিপাতে অন্নের উদ্ভব;
বারিরূপে সেই অন্ন করিয়া আশ্রয়
মাতৃগর্ভে লভে জীব স্থূল দেহ তার।"

নিঃ—১৮ কর্ম্মের প্রশংসা শুধু চিত্তশুদ্ধি তরে।
শুদ্ধচিত্তে তত্ত্বজ্ঞান হয় প্রকাশিত।
চিত্তশুদ্ধি নাহি হয় যাবৎ জীবের
তাবৎ শাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রয়োজন তার।
অবশ্য-কর্ত্তব্য যাহা, করণীয় কাজ,
যাহা না করিলে জীব হয় পাপভাগী,
বিধিহীনভাবে তাহা হ'লে অনুষ্ঠিত,

অঙ্গবৈগুণ্যের হেতু, হয় প্রত্যবায়।
কিন্তু যিনি আত্মনিষ্ঠ সদা আত্মারাম—
ভবিষ্য অদৃষ্ট হ'তে বিনির্ম্মুক্ত তিনি।
কর্ম্মে তাঁর কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন;
কোন প্রয়োজন তাঁর নাহি কোন ভূতে;
দোষ, ত্রুটী, প্রত্যবায় নাহিক তাঁহার।

নিঃ—১৯ মানবের সুখ-দুঃখ সৃষ্ট কর্ম্ম হ'তে।
অবশ্য রহিবে কর্ম্ম দেহ-বর্ত্তমানে।
এ-জগতে সুখ শান্তি কাম্য সবাকার,
কিন্তু তাহা একমাত্র লভ্য তত্ত্বজ্ঞানে।
অনাসক্ত কর্ম্ম হ'তে চিত্তশুদ্ধি হেতু
তত্ত্বজ্ঞান লাভে সেই শান্তি হয় ভোগ।
অনাসক্ত হ'য়ে তাই কর্ত্তব্য-পালনে
অর্জ্জুনেরে ভগবান দিলেন নির্দ্দেশ।

নিঃ—২৭ মহাশক্তি মহামায়া প্রকৃতি হইতে
সত্ত্বরজস্তমোরূপ সৃষ্টি ত্রিগুণের।
গুণ-পরিণামে সৃষ্ট বিশ্ব-চরাচর।
সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদিত ত্রিগুণ হইতে।
প্রকৃতিই সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী
মহাশক্তি মহামায়া সৃষ্টি-প্রসবিনী।
অব্যয় চৈতন্যসত্ত্বা দেহী,—আত্মা যিনি

অকর্ত্তা অলিপ্ত তিনি,—নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ;
প্রকৃতিই সর্ব্বভাবে করে সব কাজ।

স্বভাবের বশে লোক হয় কর্ম্মে রত;—
যেরূপ প্রকৃতি যার, কর্ম্মও তাহার
সে-ভাবে স্বভাববশে হয় অনুষ্ঠিত।
অবিবেকী অহঙ্কারী মূঢ় ভ্রান্ত জীব
আপন স্বরূপতত্ত্ব নহে অবগত;
তাই নিজেরেই কর্ত্তা ভাবে সব কাজে।

নিঃ—৩৩ প্রবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি দুর্দ্দম দুর্ব্বার।
বলে তার গতিরোধ অসাধ্য জীবের।
জ্ঞানী বা অজ্ঞান মূঢ় অবিবেকী সবে
আপন প্রকৃতিবশে চলে সর্ব্বভাবে।

পর্ব্বত-বাহিনী খর-স্রোতস্বিনী যবে
চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গে উন্মাদিনীপ্রায়
আপনার গতিবেগে ধায় সিন্ধুপানে,
কে-বা পারে রোধিবারে তীব্র বেগ তার?
সেরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তি দুর্দ্দম দুর্ব্বার
আপন বিষয়পানে হয় আকর্ষিত।
বলে বিনির্জ্জয় তার না হয় সম্ভব।

কিন্তু তীব্র নদীবেগ হয় প্রশমিত,
কৌশলে সযত্নে তার একাগ্র প্রবাহ
সঞ্চালিত হয় যবে বিভিন্ন ধারায় ;—
তখনি সম্ভব তার গতি-অবরোধ।
সেইরূপ সুকৌশলে সাধন-সহায়ে,
প্রবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি হয় সংযমিত
সাধুসঙ্গে সাধুকাজে সুপথ আশ্রয়ে
ঈশ্বরের অভিমুখে হইলে চালিত।
চঞ্চল মনের বৃত্তি সদা পরিণামী,
প্রকৃতির সর্ব্বদাই হয় বিবর্ত্তন ;
সে-হেতু সম্ভব পরিবর্ত্তন তাহার ;
কিন্তু অসম্ভব বলে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ।

নিঃ—৩৫　শাস্ত্র-বিধি-নিষেধের নির্দ্দেশ মানিয়া
নিজ অধিকারমত কর্ত্তব্য-সাধন
হয় সদা শ্রেয়স্কর মানবসবার।
নিজ অধিকারমত কর্ত্তব্য ত্যজিয়া
পরধর্ম্ম আচরণে হ'লে অনুরাগী,
সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠান করিলেও তার—
জীবের কল্যাণ তাহে সাধিত না হয়।
কিন্তু যে-বা করে নিজ করণীয় কাজ,
স্বধর্ম্ম-পালনে সদা হয় যত্নবান,
সেই শুধু শুভলাভে হয় অধিকারী।

অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম ত্যজি কর্ত্তব্য ভুলিয়া
চাহিলেন বরিবারে ধর্ম্ম ভিক্ষুকের।
তাই ভগবান, তাঁরে পরধর্ম্ম ত্যজি,
স্বধর্ম্ম-পালন তরে দিলেন নির্দ্দেশ।

নিঃ—৪২ জীবের দেহাদি হ'তে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরা ;
যে-হেতু তাহারা সূক্ষ্ম, শক্তিসমন্বিত,
বিবিধ বিষয়জ্ঞান করি প্রকাশিত
সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদনে জীবের সহায়,
ইন্দ্রিয় হইতে মন আরো শ্রেষ্ঠতর ;
যে-হেতু, মনই করে ইন্দ্রিয়-চালনা।
ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মন সর্ব্বভাবে
প্রভুত্ব বিস্তার করে ইন্দ্রিয়ের 'পরে।
মন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অনুষ্ঠানে
কোন শক্তি নাই ; তারা মনের অধীন।
মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ আরও অধিক।
যে-হেতু, বিচার করি সর্ব্ব বিষয়ের—
ভাল-মন্দ, শুভাশুভ, প্রিয় বা অপ্রিয়,
শ্রেয় কিংবা হেয়, বুদ্ধি করি নির্দ্ধারণ
মনেরে প্রেরণা দেয় কর্ম্ম অনুষ্ঠানে।
সকল বিষয় বুদ্ধি সুনিশ্চিতরূপে
নির্দ্ধারিয়া করে মনে জ্ঞানের প্রকাশ।

চৈতন্যবিহীন বুদ্ধি—জড়, অচেতন—
সচেতন হয় মাত্র চৈতন্য-সংযোগে।
বুদ্ধিরও চেতয়িতা অক্ষয় অব্যয়
স্বপ্রকাশ সত্তা-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ
আত্মা তিনি, দেহী,—তাই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি হ'তে।
তিনিই সবার শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রভু;
দেহীরূপে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান তাঁর,—
অস্তি ভাতি প্রিয়রূপে সদা বিদ্যমান।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

নিঃ—৮ কালপরিণামে যবে হয় ধর্ম্মগ্লানি,
অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে প্লাবিত জগৎ
পূর্ণ হয় ব্যভিচারে, পাপ আচরণে,
নীতি-ধর্ম্মজ্ঞানহীন অসাধু মানবে—
যুগে যুগে যুগধর্ম্ম করিয়া স্থাপন
দুষ্টের বিনাশে আর শিষ্টের পালনে
ভগবান নারায়ণ পরম-পুরুষ,
জীবরূপে স্থূল দেহ করিয়া ধারণ,
অবতাররূপে মর্ত্ত্যে হন আবির্ভূত।

নিঃ—১২ কর্ম্মফলে অভিলাষ পরিহার করি
সাধিলে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম চিত্ত শুদ্ধ হয়।
শুদ্ধচিত্তে তত্ত্বজ্ঞান হয় প্রকাশিত।
কিন্তু সেই জ্ঞানফল, চিরশান্তিদায়ী,
অতীব দুষ্প্রাপ্য,—তাহা শীঘ্র নাহি ফলে।
তাই যারা কর্ম্মাসক্ত সকাম-পুরুষ,—
কর্ম্ম করি কর্ম্মফলে যারা অভিলাষী,
তারাই শাস্ত্রের বিধি-বিধান মানিয়া
শাস্ত্র অনুযায়ী পূজি ভিন্ন দেবতায়
বিভিন্ন ক্রিয়াতে রত হয় এ-জগতে।
যে-হেতু, সে-কর্ম্মফল ফলে অল্পকালে।

নি ঃ—১৪　কর্ম্ম করি যে-বা নাহি লিপ্ত হয় কাজে,
কর্ম্মফল ভোগে স্পৃহা নাহিক যাহার,
ঈশ্বরের ন্যায় যে-বা রহি নির্ব্বিকার
ঈশ্বরের যন্ত্রবৎ করে মাত্র কাজ,—
কর্ম্মের বন্ধনদশা নাহিক তাহার।
সে-জন নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, কর্ম্মযোগী।

নি ঃ—১৮　কর্ম্মে কর্ম্মফলে সর্ব্ব কামনা তেয়াগি
নিষ্কাম-পুরুষ যে-বা কর্ম্মে হয় রত,
করিয়াও সব কাজ সেই কর্ম্মবিদ্
কর্ম্মেতেই কর্ম্মত্যাগ দেখে সর্ব্বভাবে।
সে-জন নিষ্কাম-কর্ম্মী, সেই কর্ম্মযোগী।
শুধু কর্ম্ম ত্যজি যে-বা করে অবস্থান,
ত্যাগের প্রকৃত অর্থ নহে সে বিদিত;
নহে সে নিষ্ক্রিয়, কিংবা নহে কর্ম্মত্যাগী।

নি ঃ—৩৭　ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য শুভ বা অশুভ
আলৌকিক কর্ম্মফলে অদৃষ্ট জীবের।
কর্ম্মে কর্ম্মফলে সদা অলিপ্ত রহিয়া
বিবেক-সহায়ে জ্ঞানী হইয়া নিষ্কাম
আপন প্রারব্ধজাত কর্ম্ম ক্ষয়হেতু
জীবশিক্ষা তরে, শুধু জগতের হিতে
ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে কর্ম্মে রত যন্ত্রবৎ।

সে-হেতু, জ্ঞানীর নাহি হয় ফলভোগ।
জ্ঞানাগ্নিতে কর্ম্ম তাঁর হয় ভস্মীভূত।
দগ্ধ কর্ম্মবীজ—ফল করে না প্রসব।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ-পুণ্য নাহিক জ্ঞানীর;
পাপ-পুণ্য ধ্বংস তাঁর জ্ঞানের আগুনে।

নি :—৪০ শ্রদ্ধাহীন হীনবুদ্ধি সংশয়ীর মন
স্থির চিত্তে শুভাশুভ বিচারে অক্ষম।
গুরু-শাস্ত্রবাক্যে তার নাহিক বিশ্বাস।
ধর্ম্মলাভে, পুণ্যার্জ্জনে, শ্রেয় অনুষ্ঠানে,
অথবা চরমশান্তি মোক্ষ লভিবারে
শাস্ত্র-বিধিনিষেধের না মানে বিধান।
পরলোকে সুখভোগ তাই নাহি তার।
সর্ব্ব কার্য্যে বুদ্ধি যার সংশয়-আকুল
বঞ্চিত আনন্দলাভে সর্ব্বদা সে-জন।
সংশয়ীর সুখ শান্তি নাহি ইহলোকে;
পরলোকে নাহি সুখ ধর্ম্মহীন বলি।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ

নিঃ—১৪ বিভু আত্মা, দেহী যিনি জীবদেহমাঝে—
অকর্ত্তা নিষ্ক্রিয় তিনি, স্থির, নির্ব্বিকার।
জীবেব স্বভাব সদা আত্ম-অভিমানে
কর্ত্তৃত্বেব অভিমান করিয়া সৃজন
প্রবৃত্ত হইয়া থাকে কর্ম্ম সম্পাদনে।
স্বভাবের অনুযায়ী হয় সব কাজ।

নিঃ—১৫ দেহী—আত্মা, প্রভু যিনি দেহর মাঝারে
নির্ব্বিকার সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ,—
সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, লাভ বা অলাভে
সর্ব্বদা অলিপ্ত তিনি, নিষ্ক্রিয়, অব্যয় ;—
অস্তি ভাতি প্রিয়রূপে সদা বর্ত্তমান।

অজ্ঞান-প্রসূত সর্ব্ব কামনা-জড়িত
আত্ম-অভিমানী বুদ্ধি অবোধ জীবের
অহঙ্কারে কর্ত্তারূপে করি সব কাজ
পাপ-পুণ্য শুভাশুভ ফল করে ভোগ।

মানবের মনোবৃত্তি অজ্ঞানে আবৃত,
কামনা-চঞ্চল সদা ভোগ অভিলাষে।

অশুদ্ধ চঞ্চল চিত্তে তাই স্থিরভাবে
আত্মার ভাস্বর জ্যোতি,—জ্ঞান স্বপ্রকাশ,
প্রতিবিম্বাকারে নাহি হয় বিভাসিত।
কামনার আবরণে আবরিত জ্ঞান;—
তাই জীব মুগ্ধ হ'য়ে নিজ মনোমত
বাসনার অনুযায়ী ভোগে কর্ম্মফল;
নাহি জানে আপনার চৈতন্যস্বরূপ
নির্ব্বিকার শুদ্ধ জ্ঞান-আনন্দস্বভাব।

নিঃ—২১ বাহ্য-বিষয়ের সনে ইন্দ্রিয়-সংযোগে
জীবের অন্তরে হয় সুখের উদয়।
কামনা-পূরণে, প্রিয়বস্তু হ'লে লাভ
সুখ ভোগ করে জীব বাহ্য বস্তু হ'তে।
কিন্তু সেই সুখ তার সদা পরিণামী,
বিষয়ের পরিণামে ক্ষয় বৃদ্ধি তার;
অথবা ভোগের শেষে নাহি থাকে তাহা।

জানে না মানব সুখ জন্মে কোথা হ'তে;
কেন-বা সে পায় সুখ,—কিসের কারণে?
অনন্ত আনন্দকেন্দ্র আপন অন্তরে
আনন্দস্বরূপ আত্মা যথা বর্ত্তমান।
ভোগকালে আত্মানন্দে স্থিত হ'লে মন
আত্মার আনন্দ নিজে করে অনুভব।

তাহারি আভাসে জীব বাহ্য বিষয়েতে
আপন প্রবৃত্তিমত করে সুখ ভোগ।
তাই জীব মুগ্ধ হ'য়ে আপনা ভুলিয়া
বাহিরের বস্তু তরে ধায় নিশিদিন।

যে-বা আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানী সদা আত্মারাম
আপন অন্তরে সেই করে অনুভব
অক্ষয় আনন্দ যাহা আত্মার স্বরূপ।
সে-সুখের নাহি ক্ষয়, নাহি পরিণাম;
অক্ষয় আনন্দ তাই ভুঞ্জে আত্মজ্ঞানী
সর্ব্বদাই তৃপ্ত থাকি আপনার মাঝে।

নিঃ—২৬ এ-দেহের স্থিতিকালে আত্মারাম যোগী
জীবন্মুক্তরূপে সদা করি বিচরণ
দেহান্তে লভেন ব্রহ্মে পরম-নির্ব্বাণ।
দেহনাশে পুন জন্ম নাহি হয় তাঁর;
ক্রমমুক্তি নাহি তাঁর, নাহি কোন গতি।
এ-দেহেই মুক্ত তিনি। প্রারব্ধের বশে
যন্ত্রবৎ সর্ব্ব কর্ম্ম করি সম্পাদন,
সঞ্চিত কর্ম্মের ভোগ—যাহা ফলোন্মুখ—
নিঃশেষে ভুঞ্জিয়া তাহা নির্ব্বিকার ভাবে
দেহান্তে বিলীন হন স্বরূপ-সত্তায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

নিঃ —২ কর্ম্মত্যাগ কর্ম্মযোগ একার্থবোধক।
ফলের কামনা যে-বা না করে বর্জ্জন
সন্ন্যাসের অধিকার নাহিক তাহার।
করিলেও সন্ন্যাসীব আশ্রম গ্রহণ
ফলাসক্ত-জন কভু যোগী নাহি হয়।
অনাসক্ত কর্ম্মফলে, সঙ্কল্পবিহীন,
কামনাবর্জ্জিত চিত্ত সুস্থির যাঁহার—
তিনিই প্রকৃত যোগী,—তিনিই সন্ন্যাসী।

নিঃ—১৫ ইষ্টে, ভগবানে, গুরু-আচার্য্যে অথবা
পরমাত্মারূপী কৃষ্ণে জানিয়া অভেদ
আপন আত্মাব সাথে, যে-যোগী সর্ব্বদা
আত্মধ্যান-পরায়ণ, ইষ্টচিন্তারত—
চিত্ত তার ধ্যানযোগে হয় সমাহিত।
সমাধির পরিপাকে নির্ব্বিকল্প হ'য়ে
পরাশান্তিরূপ মোক্ষ করে যোগী লাভ।

নিঃ—১৯ যোগের অভ্যাসকারী চিত্তজয়ী যোগী
সর্ব্ব চিন্তা ত্যজি, করি চিত্তবৃত্তি রোধ,
আপন আত্মায় মন করিয়া সংযোগ

রহেন একাগ্রচিত্তে স্থির নির্ব্বিকার।
নির্ব্বাত-প্রদেশস্থিত দীপশিখাপ্রায়
অচঞ্চল চিত্ত তাঁর আত্মধ্যানরত।

নিঃ—২৮ আত্মসমাহিত-চিত্ত যোগীর অন্তরে
আত্মার সে সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ
প্রতিবিম্বাকারে স্বতঃ হয় বিভাসিত।
তাই যোগী ব্রহ্মানন্দ লভে অনায়াসে।

নিঃ—২৯ সমাহিত-চিত্ত যোগী, সমাধি-সহায়ে
লভি আত্মজ্ঞান,—সমদর্শী সর্ব্বভূতে।
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী করেন দর্শন
সর্ব্বভূত অবস্থিত আপন আত্মায়,
তিনিও সবার মাঝে স্থিত আত্মরূপে।
ভেদাভেদ জ্ঞান তাঁর হয় বিদূরিত।

নিঃ—৩১ আত্ম-পরমাত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত যোগী
প্রারব্ধ-সঞ্চিত নিজ অদৃষ্টের বশে
যে-ভাবেই অবস্থান করেন, অথবা
যে-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে হন নিয়োজিত,—
সর্ব্বাবস্থাতেই সেই সমদর্শী যোগী
আপন স্বরূপ হ'তে বিচ্যুত না হন।

নিঃ—৪৪ বেদের বিহিত যজ্ঞ তপস্যাদি হ'তে
নিষ্কাম কর্ম্মের ফল—চিত্তশুদ্ধি লাভ।
শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানালোক হয় প্রকাশিত।
চিত্তশুদ্ধি হ'লে জীব আত্মজ্ঞান তরে
জিজ্ঞাসু হইয়া করে জ্ঞান-আলোচনা।
না হলেও তাই ক্রিয়া অনুষ্ঠানে রত
যোগভ্রষ্ট কর্ম্মফল করি অতিক্রম
শ্রেষ্ঠ ফল মোক্ষলাভে হয় অধিকারী।

———

সপ্তম অধ্যায়

বিজ্ঞানযোগ

নিঃ—৫ প্রকৃতি দ্বিবিধ,—তাহা পরা ও অপরা,
শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট মায়াশক্তি ঈশ্বরের—
বিদ্যা ও অবিদ্যা বলি বিদিত জগতে।

অবিদ্যারূপিনী এই প্রকৃতি হইতে
মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, সূক্ষ্ম পঞ্চভূত,
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ গুণসহ—
এই সপ্ত মিলি সপ্ত তত্ত্বের উদ্ভব;
সপ্ত তত্ত্বসহ মন—অপরা-প্রকৃতি—
পরা-প্রকৃতির অষ্ট বিভিন্ন বিকাশ।
ইহারাই ঈশ্বরের অপরা-প্রকৃতি
বিশ্বজগতের সূক্ষ্ম সৃষ্টি-উপাদান।

সত্ত্বরজস্তমোময়ী চৈতন্যরূপিনী
পরমা-প্রকৃতি মায়াশক্তি ঈশ্বরের,
অনাদি সৃষ্টির মূলকারণ বলিয়া
ধারণ করেন সর্ব্ব বিশ্ব-চরাচর।

ক্ষিতি অপ তেজ আর মরুৎ ও ব্যোম
মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই অষ্টভাবে

অপরা-প্রকৃতি, যাহা শক্তি-পরিণামে
গুণের বৈষম্যে সৃষ্ট পরাশক্তি হ'তে—
নিকৃষ্ট প্রকৃতি তাহা, শক্তি হ'তে জাত।
আদি অন্ত আছে তার, আছে পরিণাম।
কিন্তু পরা-প্রকৃতিই কারণ সবার:
উদ্ভব বিনাশ কিছু নাহিক তাঁহার,
তাঁহাতে বিধৃত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সকলি।

নিঃ—৬ পরা ও অপরা দুই প্রকৃতি হইতে
এই বিশ্ব-চরাচর হয় প্রকাশিত।
জড় শক্তি, চৈতন্যের অধিষ্ঠান হেতু,
ক্রিয়াশীলা হ'য়ে সৃষ্টি করিছে প্রসব।
চৈতন্যসত্তাই করি শক্তিরে চালনা
নাম-রূপময় বিশ্বে করিছে প্রকাশ।

ঈশ্বর,—চৈতন্যসত্তা—নিমিত্ত-কারণ;
তাই তিনি সমগ্র এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ সবার।
সৃষ্টি-উপাদান আর নিমিত্ত-কারণে
পরা-প্রকৃতির সনে ঈশ্বরের ভেদ;—
শক্তি-শক্তিমানে যথা ভেদের কল্পনা।
শক্তি হ'তে শক্তিমান শ্রেষ্ঠ বলি খ্যাত—
ঈশের শ্রেষ্ঠত্ব তাই পরাশক্তি হ'তে।
শক্তি-শক্তিমানে ভেদ কল্পনা কেবল।

মহাশক্তি মহামায়া পরমা-প্রকৃতি
পরমা-ঈশ্বরী যিনি সৃষ্টি-প্রসবিনী,
তিনিই এ বিশ্বস্রষ্টা পরম-ঈশ্বর।
পুরুষ-প্রকৃতিরূপে ভেদ উভয়ের
সৃষ্টির ব্যাপারে—মাত্র কল্পনা কেবল।
পরমার্থতত্ত্ব-জ্ঞানে নাহি কোন ভেদ।

চৈতন্যবিহীন শক্তি জড়—অচেতন
সমর্থ না হয় সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদনে।
তাই ভগবান যিনি চৈতন্যস্বরূপ
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনিই কারণ।

নি ঃ—১২ সাত্ত্বিক রাজস আর তমোভাবে স্থিত
শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ-রস-নাম-রূপময়
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে স্থূল-সূক্ষ্মরূপে
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ত্রিভুবন ব্যাপী
সৃষ্ট যাহা কিছু সব ঈশ্বর-অধীন;
ঈশ্বরের শক্তি হ'তে উদ্ভব সবার;
ঈশ্বরের সত্তা হেতু সবে সত্তাবান।
কিন্তু ভগবান নিজে স্বতন্ত্র—স্বাধীন,
লিপ্ত নাহি হন কোন সৃষ্টবস্তু সাথে।
সবার ঈশ্বর তিনি, প্রভু সবাকার।

নিঃ—২০ আত্মজ্ঞানহীন কামী সুখের আশায়
বেদ-শাস্ত্রবিধিমতে পূজি দেবতায়
যাগযজ্ঞ তপস্যাদি কর্ম্মে হয় রত।
আপনার শ্রেয় ভুলি, প্রিয়বস্তু তরে
আপন প্রকৃতিবশে কাম্য অন্বেষণে,
আত্ম-পরমাত্মতত্ত্ব না করি সন্ধান,
ফলভোগ-আশে পূজে ভিন্ন দেবতায়।

নিঃ—২২ বাসনার অনুযায়ী বস্তুলাভ তরে,
ধর্ম্ম-হেতু, পুণ্যার্জ্জনে, সুখভোগ-আশে,
শ্রদ্ধাভক্তিভরে জীব শাস্ত্রবিধি মানি
ভিন্ন দেবতার মূর্ত্তি করিয়া অর্চ্চনা
প্রাপ্ত হয় কাম্যফল দেবতা হইতে।

ঈশ্বর সবার স্রষ্টা, আশ্রয় সবার,
সৃষ্টির সে-আদিবীজ, সবার কারণ।
দেবতাও সৃষ্ট সেই মহাশক্তি হ'তে।
সর্ব্ব ফলদাতা সেই পরম-ঈশ্বর;
সকলে চালিত সেই ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
দেবতা নিমিত্তমাত্র ফলদান হেতু।
তাই শ্রদ্ধাভক্তিভরে পূজি দেবতায়,
দেবতা হইতে জীব লভে কাম্যফল।

নিঃ—২৩ ব্রহ্মা আদি করি সর্ব্ব সৃষ্ট চরাচর
অনিত্য, বিনাশী,—তার আছে সৃষ্টি নাশ।
দেবতা-অর্চ্চনাকারী অজ্ঞান অবোধ
ফলরূপে দেবভোগ্য সুখ করে ভোগ।
কিন্তু তার আছে শেষ, আছে পরিণাম;
ভোগশেষে হয় পুন দুখের উদয়;
পরম আনন্দ শান্তি নাহি হয় লাভ;
কর্ম্মের বন্ধন তাহে না হয় খণ্ডন।

শুধু ঐকান্তিক ভক্তি পরম-ঈশ্বরে,—
পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞান যাহা,—
পারে ঘুচাবারে এই জীবের বন্ধন।
জন্ম-জরা-মৃত্যুহীন অক্ষয় আনন্দ
লভে জ্ঞানী, পায় শান্তি, করে মোক্ষলাভ।



অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্মযোগ

নিঃ—৩ জীবরূপে এই দেহ করিয়া আশ্রয়
কূটস্থ-চৈতন্যরূপী প্রত্যক্‌চেতন,—
সেই ব্রহ্মভাব,—স্বীয় প্রকৃতির বশে
স্বরূপসত্তায় করি মায়া আবরিত
সুখ-দুঃখ করি ভোগ এ-জগৎমাঝে,
দেহীরূপে এই দেহে সদা বিরাজিত।
সেই ব্রহ্মভাব,—যাহা চৈতন্যস্বরূপ,
অধ্যাত্ম বলিয়া তাহা হয় অভিহিত।
শক্তি-অধিষ্ঠানরূপে সর্ব্বভূতমাঝে
সত্তারূপে আত্মারূপে সদা বর্ত্তমান।

নিঃ—৭ কর্ম্ম কর্ম্মফল ব্রহ্মে করি সমর্পণ,
ভগবানপদে চিত্ত রাখিয়া সুস্থির,
নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে স্বধর্ম্ম-পালনে
কর্ম্ম-অনুষ্ঠানরত হয় যে মানব,—
ভগবৎকৃপা লভি শুদ্ধচিত্ত হ'য়ে
করে সে-ও ব্রহ্মলাভ, পরমনির্ব্বাণ।

নিঃ—৯-১০ অন্তিমসময় যবে হয় সমাগত
বদ্ধজীব ত্যজে দেহ অজ্ঞান হইয়া;

জ্ঞান নাহি থাকে তার মৃত্যুর সময়,
প্রকৃতিতে মন বুদ্ধি প্রাণ হয় লয়।
কিন্তু যোগী, যোগবলে করি সমাহিত
প্রাণসাথে মন বুদ্ধি আপন আত্মায়,
সজ্ঞানে এ-স্থূলদেহ করেন বর্জ্জন।
ক্রমমুক্তি নাহি তাঁর, নাহি ঊর্দ্ধগতি;
দেহান্তে যোগীর মুক্তি, পরমনির্ব্বাণ।

নিঃ—১৬ ফলকামী যারা, রত যজ্ঞ তপস্যায়
ব্রত চান্দ্রায়ণ আদি ক্রিয়া অনুষ্ঠানে,
ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনারত,—
কর্ম্মফল অনুযায়ী ব্রহ্মলোক আদি
আপন অভীষ্ট লোক লভে তাহারাই।
পুণ্যক্ষয়ে, ভোগশেষে তারা পুনরায়
সকলেই এ-সংসারে করে আগমন।
কিন্তু যাঁরা জ্ঞাননিষ্ঠ নির্লিপ্ত নিষ্কাম,
ভগবৎ-আরাধনে সদা যত্নশীল,
ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের সেবা-পরায়ণ,
সগুণ-ব্রহ্মের পূজা-উপাসনারত—
দেহান্তে তাঁহারা সবে পুন এ-ধরায়
জন্ম নাহি প্রাপ্ত হন দেহধারীরূপে;
দেহান্তে তাঁদের গতি ক্রমমুক্তিপথে।
আর যাঁরা ইহজন্মে দেহস্থিতিকালে

ঈশ্বর-কৃপায় জ্ঞানে হন প্রতিষ্ঠিত,—
দেহান্তে তাঁদের মোক্ষ—পরম-নির্ব্বাণ ;
ক্রমমুক্তিপথে গতি নাহি তাঁহাদের।

নিঃ—১৯ সকাম-কর্ম্মীর নাহি হয় মোক্ষলাভ ;
কল্পান্তেও মোক্ষলাভ না হয় তাহার।
কল্প অন্তে প্রকৃতিতে হয় সে বিলীন।
কল্পারম্ভে প্রাদুর্ভূত হ'য়ে জীবরূপে—
অব্যক্ত প্রকৃতি হ'তে,—করে কর্ম্মভোগ
মর্ত্ত্যে পুন স্থূলদেহ করিয়া ধারণ।
কালচক্র-আবর্ত্তনে, করি কর্ম্মাশ্রয়
এইভাবে জন্ম-মৃত্যু লভি বার বার
যন্ত্রবৎ ভ্রমে জীব কামনার বশে।

নিঃ—২০ শক্তির বিকাশে সৃষ্টি,—শক্তি-পরিণামে।
মহত্তত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব নামে
পরিণামী প্রকৃতির প্রথম বিকার—
জ্ঞানের প্রকাশ বলি বিদিত জগতে।
মহত্তত্ত্ব হ'তে হয় "অহম্" প্রকাশ,—
অহংতত্ত্ব, অহঙ্কার—দ্বিতীয় বিকার।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নামে খ্যাত
সূক্ষ্ম পঞ্চগুণ,—যাহা অহঙ্কার হ'তে
কার্য্যরূপে যথাক্রমে হয় প্রকাশিত,—

তৃতীয় বিকার তাহা মহাপ্রকৃতির;—
সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত—সৃষ্টি-উপাদান।
এ-পঞ্চের সংমিশ্রণে স্থূল পঞ্চভূত,—
ক্ষিতি অপ তেজ আর মরুৎ ও ব্যোম—
সৃষ্ট হয় এই সূক্ষ্ম পঞ্চগুণ হ'তে।
ইন্দ্রিয় ও পরমাণু চিত্ত বুদ্ধি মন—
তাদেরো উদ্ভব সূক্ষ্ম পঞ্চগুণ হ'তে।
জগতের পরিণতি—চতুর্থ বিকার,—
স্থূল পঞ্চভূতসৃষ্টি সূক্ষ্মভূত হ'তে।

চেতন ও অচেতন বিশ্ব-চরাচব
নিখিল জগৎরূপে যাহা বর্ত্তমান,—
স্থূল সূক্ষ্ম আদি যত সৃষ্ট পদার্থই
উদ্ভূত সে-মহাশক্তি অব্যক্ত হইতে।

পরা-প্রকৃতিই নিত্য অব্যক্ত সে-ভাব
সনাতন অবিনাশী আদি-অন্তহীন।
তিনিই সে-মহামায়া বিশ্বপ্রসবিনী
জ্যোতির্ম্ময়ী ব্রহ্মশক্তি চৈতন্য-সঙ্গিনী।
আব্রহ্ম জগৎ সর্ব্ব সৃষ্ট পদার্থই
ধ্বংস যদি হয় কাল-পরিণামবশে,
তথাপি সে অব্যক্তের নাহিক বিনাশ
যাঁহা হ'তে সৃষ্ট সর্ব্ব .বিশ্ব-চরাচর।

নিঃ—২৭ ভোগ-অভিলাষে যোগী মোহিত হইয়া
আকৃষ্ট না হন শাস্ত্রকর্ম্ম অনুষ্ঠানে।
সমাহিত-চিত্তে তিনি আত্মজ্ঞান তরে
জ্ঞান-সাধনায় সদা রহেন নিরত।
দেহান্তে জ্ঞানীর মুক্তি। দেহ-বর্ত্তমানে—
স্থিতপ্রজ্ঞরূপে ভবে অবস্থান তাঁর।
জ্ঞানীর প্রারব্ধক্ষয় যাবৎ না হয়
তাবৎ এ-দেহ তাঁর রহে বর্ত্তমান।
মোক্ষ-অধিকারী জ্ঞানী প্রারব্ধের ক্ষয়ে
দেহান্তে বিলীন হন পরমসত্তায়।
দেবযান পিতৃযান নাহিক তাঁহার;
ইহজগতেই জ্ঞানী শান্তি-অধিকারী।

নিঃ—২৮ সর্ব্ব কর্ম্মে কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যজিয়া,
ফলভোগ-অভিলাষ পরিহার করি
নির্লিপ্ত নিষ্কাম যোগী জ্ঞান-সাধনায়
আত্মসমাহিত-চিত্তে করি অবস্থান,
যোগে সিদ্ধি লভি, হ'য়ে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত,
মোক্ষরূপ পরাশান্তি পান অচিরেই—
দেহান্তে পরমব্রহ্মে হইয়া বিলীন।

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যাযোগ বা রাজগুহ্যযোগ

নিঃ—৫ শক্তি হ'তে সমুদ্ভূত এ-বিশ্বজগৎ;
শক্তিতেই স্থিতি তার, লয় শক্তিতেই।
সর্ব্বব্যাপী চিৎসত্তা ব্রহ্ম, আত্মা,—যিনি
শক্তির চালক, নিত্য, অক্ষয়, অব্যয়,—
সংশ্লিষ্ট নহেন কভু সৃষ্টি-বিষয়েতে।
তাই এই সর্ব্বভূত, সৃষ্ট চরাচর
নহে অবস্থিত সেই চিৎসত্তামাঝে।
নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত আত্মা বিকারবিহীন।

নিঃ—৬ লিপ্ত নহে মহাকাশ মহাবায়ু সাথে
যদিও সে মহাবায়ু স্থিত আকাশেই।
সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী অনন্ত সত্তায়
সত্তাবান যদিও এ-বিশ্বচরাচর,—
তথাপি নির্লিপ্ত আত্মা সৃষ্টির সহিত।

নিঃ—১১-১২ বুদ্ধিহীন অবিবেকী সকাম-পুরুষ
ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগ তরে,
পুণ্য-লোভে, ভোগ-আশে, কামনা-পূরণে,
ফল-অভিলাষে করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান।
ভুলি ভগবানে, তারা পূজি দেবতায়,

দম্ভ দর্প মান যশ প্রতিষ্ঠার তরে
ফলের কামনা করি কর্ম্মে হয় রত।
কর্ম্মের প্রসংশা মাত্র চিত্তশুদ্ধি তরে।
শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানালোক হয় প্রকাশিত ;
জ্ঞানলাভে—পরাশান্তি, পরমনির্ব্বাণ।

চিত্ত যার অবিশুদ্ধ কামনা-আকুল
শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝে না সে-জন ;
তত্ত্বজ্ঞানলাভে কভু সমর্থ সে নয়।
করিয়াও শাস্ত্রচর্চ্চা, দেব-আরাধনা,
বিবিধ শাস্ত্রীয়কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান,—
তাই কামী, সর্ব্বেশ্বর ভগবানে ভুলি,
কর্ম্ম করি শ্রেষ্ঠ ফলে হইয়া বঞ্চিত
অস্থায়ী অনিত্য সুখ করে মাত্র ভোগ।

জীবের উদ্ধার হেতু, ভক্তের কারণে
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু মহান্-ঈশ্বর
দেহধারীরূপে ভবে হন আবির্ভূত।
রজস্তমোগুণাশ্রয়ী কামনার দাস
অবোধ অজ্ঞান যারা তত্ত্বজ্ঞানহীন
ভগবানে দেহীরূপে দেখি ধরামাঝে,
নাহি জানি পরমার্থতত্ত্ব ঈশ্বরের,
দেহী বলি তাঁহারেই করে অবহেলা।

ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানী, ভক্ত, গুরু, অবতারে
সাধারণ জীব ভাবি করে হেয়জ্ঞান।

নিঃ—২৪ কামী লোভী নাহি জানি তত্ত্ব ঈশ্বরের
লুব্ধ হ'য়ে কর্ম্মফলে, কামনার বশে
কর্ম্মের বন্ধনে মর্ত্ত্যে জন্মে বার বার।
তাই তত্ত্বজ্ঞানহীন সকাম-সাধক
করিয়াও দেবার্চ্চনা, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান
অজ্ঞান-বন্ধন হ'তে মুক্ত নাহি হয়;—
করে জন্ম-মৃত্যুভোগ কামনার বশে।

নিঃ—৩১ মহতের কৃপা লভি পাপী দুরাচারী
হয় যদি ভগবৎ-পূজার্চ্চনা রত,
সাধু মহাত্মার কৃপা করিয়া আশ্রায়
একনিষ্ঠ হ'য়ে শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে
গুরু-আচার্য্যের হয় সেবা-পরায়ণ,
ভগবানে ভক্তিভরে করে আরাধনা,—
অক্ষয় অনন্ত শান্তি সে-ও করে লাভ।
ঐকান্তিক একনিষ্ঠ ভক্তি ভগবানে
পাপীরেও সাধুরূপে করে পরিণত।

দশম অধ্যায়

বিভূতিযোগ

নিঃ—২ সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান পরম-পুরুষ
সবাকার আদি, সর্ব্ব সৃষ্টির কারণ,
সবার নিয়ন্তা, প্রভু, ধারক, পালক।
সকলেই সৃষ্ট সেই ভগবান হ'তে।

দেবতা বা ব্রহ্মবিদ্ মহর্ষিসকল—
আত্ম-পরমাত্মতত্ত্ব বিদিত যাঁহারা,
তাঁরাও প্রভাব তাঁর নহেন বিদিত।
অনন্ত প্রভাব যাঁর, কোথা অন্ত তার?
কেহই জানে না তাহা সম্যক্-প্রকারে;
সৃষ্ট কভু স্রষ্টারে না জানে নির্ব্বিশেষে।

নিঃ—১০ জ্ঞানী, গুরু, আচার্য্যের সেবা-পরায়ণ,
শুদ্ধচিত্ত, ইষ্টনিষ্ঠ, নির্লিপ্ত, নিষ্কাম,
শ্রদ্ধাবান, একনিষ্ঠ ভক্ত ঈশ্বরের
ভগবৎ-কৃপা লভি শুদ্ধাভক্তি হ'তে
লভি আত্মজ্ঞান, গুরু-ঈশ্বরকৃপায়
আত্ম-পরমাত্মতত্ত্বে হয় প্রতিষ্ঠিত।

নিঃ—৪২ ভগবৎ-বিভূতির আদি অন্ত নাই,
অনন্ত প্রকাশ তার অনন্ত ভাবেতে।
সৃষ্ট যাহা কিছু এই ত্রিলোকমাঝারে
সে-সকলি ভগবৎ-শক্তির বিকাশ।
ত্রিপাদ অমৃত তাঁর; মাত্র একাংশেই
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ব্যাপি ত্রিভুবন
সর্ব্বত্র আছেন তিনি সদা বিদ্যমান।
সৃষ্টি স্থিতি লয় মাত্র একাংশেই তাঁর।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শনযোগ

নি ঃ—৪৯ গুরুরূপে ভগবান নরদেহধারী
কৃষ্ণ বাসুদেব হরি পরম-পুরুষ,
প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনেরে করায়ে দর্শন
বিশ্বরূপ ইষ্টমূর্ত্তি নিজ দেহমাঝে,
করিলেন শিক্ষাদান বিশ্ববাসীসবে,—
গুরু ইষ্ট ভগবান এ-তিনে অভেদ।
যিনি গুরু, তিনি ইষ্ট, তিনি ভগবান;
তিনিই সাধকহৃদে হন প্রতিষ্ঠিত।
ভেদ মাত্র নান-রূপ-গুণের বৈষম্যে,—
চিত্তের মালিন্য হেতু হয় ভেদজ্ঞান।
পরমার্থজ্ঞানে তার নাহি কোন ভেদ।

জ্ঞানের বিকাশে জীব পারে জানিবারে
এ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থিত আপন আত্মায়,
সবার মাঝারে সে-ও আছে আত্মারূপে;
ছিন্ন হয় জন্ম-মৃত্যু—মায়ার বন্ধন;
ঘুচে যায় ভেদাভেদ,—সব একাকার;
প্রকৃতির আবরণ করি উন্মোচন
সোঽহম্ অদ্বৈততত্ত্বে হয় প্রতিষ্ঠিত।

———

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

নিঃ—৩-৪ জ্ঞানী ও ভক্তের মাঝে নাহি কোন ভেদ।
সাধনার পন্থাভেদে ভেদ উভয়ের
সাধকের কাছে মাত্র হয় অনুভূত।
সিদ্ধাবস্থালাভে আর থাকে না'ক ভেদ।
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি জ্ঞানীর অন্তরে;
ইষ্ট-দরশন ভক্ত করে সর্ব্বভূতে।
জ্ঞানসনে প্রেমভক্তি হ'লে সম্মিলিত
পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠালাভ হয় সাধকের।

নিঃ—১০ নরদেহধারী হরি গুরু-ভগবান
প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনেরে উপদেশদানে
শিখালেন গুরুবাক্যে করিয়া বিশ্বাস,
তাঁহারে নির্ভর করি, তাঁরি প্রীতিকামে,
শ্রদ্ধাভক্তিসহ তাঁর আদেশ-পালনে
কৃতকৃত্য হয় জীব,—সিদ্ধি করে লাভ।

নিঃ—১১ কর্ম্মফলভোগে স্পৃহা করিয়া বর্জ্জন,
সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করি ভগবানে,
ঈশ্বরের যন্ত্ররূপে জানি আপনারে,

ঈশ্বরে আশ্রয় করি, তাঁহারি বিধানে
বিবেক-বিচারসহ শাস্ত্রবিধি মানি
অবশ্য-কর্ত্তব্য মাত্র করিলে সাধন,—
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে মুক্ত হয় জীব।
চিত্তশুদ্ধিহেতু শেষে জ্ঞানের প্রকাশে
শ্রেষ্ঠশান্তি লাভে জীব হয় অধিকারী।

সাক্ষাৎ শ্রীগুরুরূপে কৃষ্ণ বাসুদেব
নরদেহধারী হরি দেব নারায়ণ
প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের হিত-কামনায়
শ্রেষ্ঠ উপদেশ তাঁরে করিলেন দান।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ বা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকযোগ

নিঃ—৩ দেশ কাল পাত্র নাম রূপের পার্থক্যে
সর্ব্বদা বিভিন্নরূপে পরিদৃশ্যমান
নিখিল এ-জীবদেহে অন্তরাত্মারূপী
একই ক্ষেত্রজ্ঞ—আত্মা—দেহী—ভগবান।
অনন্ত দেহের মাঝে দেহী মাত্র এক।

জ্ঞানের প্রকাশে যবে বুদ্ধি হয় স্থির,
বৈষম্যের ভেদাভেদ হয় বিদূরিত,
আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সে-জ্ঞানী তখন
জ্ঞাননেত্রে সবিশেষ করেন দর্শন—
অক্ষয় অব্যয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ
সেই এক ভগবান চেতয়িতারূপে,—
ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষ—আত্মা—দেহী—জীব নামে,—
সর্ব্ব জীবদেহমাঝে, সর্ব্ব বস্তুতেই
কূটস্থ-চৈতন্যরূপে সদা বিরাজিত।
বুদ্ধির পার্থক্যে হয় ভেদ-দরশন।

নিঃ—১৫ ব্রহ্ম—সত্তা শক্তিসহ অবিচ্ছিন্নভাবে
সর্ব্বদা একত্র স্থিত; স্থিতি উভয়ের

বিচ্ছিন্ন পৃথক্‌ভাবে না হয় সম্ভব।
সত্তা—অবিকারী,—তাঁর নাহি পরিণাম;
নির্ব্বিকার চৈতন্যের নাহি রূপান্তর,
নাহি গতি, হ্রাস-বৃদ্ধি, নাহি ক্ষয়-ব্যয়;
সর্ব্বদাই সমভাবে অবস্থান তাঁর।
ব্রহ্মশক্তি—পরিণামী,—সক্রিয়—বিকারী।
শক্তির বিকাশে তাই বিশ্ব-চরাচর
সৃষ্টিরূপে পরিণত অন্তহীন ভাবে।

চৈতন্যরহিত শক্তি জড়—অচেতন,
চৈতন্যের সত্তাবিনা নহে ক্রিয়াশীলা।
চৈতন্যের অধিষ্ঠানে শক্তি পরিণামী
গুণের বিকারে কার্য্য করে সংসাধন।
ব্রহ্মসত্তাহেতু সর্ব্ব প্রাণীদেহমাঝে
সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হয় সংসাধিত।
এ-বিশ্বজগৎ তিনি আপন সত্তায়
করি সত্তাবান, সবে করেন প্রকাশ।

সর্ব্বব্যাপী চিৎসত্তা শক্তির সহিত
সর্ব্বভাবে সর্ব্বভূতে সদা বর্ত্তমান।
শক্তির বিকাশহেতু সৃষ্ট চরাচরে
চৈতন্যের অনুভূতি জ্ঞানগম্য হয়।

পরমস্বরূপ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় নির্গুণ
নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ স্থির ; তথাপি তাঁহারে,
শক্তি-চেতয়িতা বলি, যেন বোধ হয়
কর্ত্তা ভোক্তা উপলব্ধা সকল গুণের !
ইহাই বুদ্ধির কাজ,—চিত্তের বিভ্রম,
জ্ঞানের প্রকাশে যাহা হয় বিদূরিত।

নিঃ—১৬　অজ্ঞানের কাছে তিনি দূরে—বহুদূরে,—
তাই দূর হ'তে দূরে রয়েছেন তিনি।
আবার নিকট হ'তে আছেন নিকটে,—
হৃদয়কন্দরে জ্ঞানী করেন দর্শন।
জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে অন্তরের মাঝে
উদ্ভাসিয়া চিদাকাশ নিজ মহিমায়
অতি সন্নিকটে তিনি আছেন নিয়ত।
অন্তরে আছেন, তাই তিনি অতি কাছে,
দূরেও আছেন তিনি জগৎ ব্যাপিয়া।
জ্ঞানী ভক্ত অন্তরেতে দেখি সদা তাঁরে
দেখেন তাঁহারি মাঝে স্থিত চরাচর।

নিঃ—১৮　পরমাত্মা সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ
সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানসত্তা,—সত্য, চিরস্থায়ী,
অক্ষয়, অব্যয়, নিত্য, পরিণামহীন।
জ্ঞান—স্বপ্রকাশ। স্থষ্ট বিশ্ব-চরাচর

জ্ঞানেতেই জ্ঞেয়রূপে হয় অনুভূত।
জ্ঞানই প্রকাশ করে এ-বিশ্বজগৎ।
বুদ্ধির মালিন্য হেতু অস্থির অন্তরে
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা তিনে ভিন্ন দেখে জীব।
শুদ্ধবুদ্ধি ভেদ নাহি করে দরশন।

সৃষ্টি অজ্ঞানের কাজ; তাই নাম রূপ
দেশ কাল পাত্র ভেদে সৃষ্ট চরাচর
ভিন্নবৎ অনুভূত হয় সর্ব্বদাই।
অজ্ঞানের নাশ যবে জ্ঞানের প্রকাশে
ভেদাভেদ অনুভূতি থাকে না তখন।
একমাত্র জ্ঞানরূপী পরমাত্মা, যিনি
তমোরূপা অবিদ্যার পারে অবস্থিত,
সর্ব্বব্যাপী, সনাতন, চৈতন্যস্বরূপ,—
জ্ঞানীর হৃদয়ে তিনি হন প্রকাশিত।
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা আর থাকে না তখন।
ঘুচে যায় ভেদাভেদ,—সব একাকার।
জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি করি অতিক্রম
অজ্ঞান-বন্ধন হ'তে মুক্ত হন জ্ঞানী।

নিঃ—২১ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, কার্য্য তাহাদের,
ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয়-গ্রহণ,—
প্রকৃতিই এ-সবার কর্ত্তৃত্বের হেতু।

ক্রিয়াশীলা পরিণামী প্রকৃতির সনে
পুরুষ সংযুক্ত, তাই প্রকৃতি-সম্ভূত
কর্ম্মফলরূপে প্রাপ্ত সুখ দুঃখ মোহ
ত্রিগুণের ভোক্তা বলি হন তিনি খ্যাত।

নিঃ—২২· প্রকৃতি হইতে জাত এই দেহমাঝে
প্রকৃতির সনে তথা করি অবস্থান,
প্রকৃতির গুণসঙ্গে জড়িত পুরুষ
প্রকৃতির গুণে সদা হ'য়ে বশীভূত
সৎ বা অসৎ কর্ম্ম করে অনুষ্ঠান।
আপন অদৃষ্ট সৃষ্টি করি কর্ম্মফলে
সুখ দুঃখ করি ভোগ এই মর্ত্ত্যধামে
কর্ম্মক্ষয়ে দেহ-অন্তে অদৃষ্টের বশে
স্বর্গে বা নরকে করে সুখ-দুঃখ ভোগ;
কর্ম্মের সংস্কারসহ পুন ভোগশেষে
বিভিন্ন যোনিতে জন্ম লভে বার বার—
শুভাশুভ সদসৎ যাহা প্রাপ্য তার।
এইরূপে প্রকৃতির গুণসঙ্গদোষে
প্রকৃতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ পুরুষ
ইহ-পরলোকে সদা করে গতায়াত।

নিঃ—২৪ পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, গুণ-পরিণাম,
গুণজাত কর্ম্ম আর কর্ম্ম-ফলাফল,

সুখ-দুঃখভোগ আদি ঐ-সব বৃত্তান্ত
সংশয়বিহীনভাবে জানেন যে-জন,—
তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি ভক্তিমান।
যদিও-বা শ্রাস্ত্রবিধি করিয়া লঙ্ঘন
যে-কোনও অবস্থায় থাকি বর্ত্তমান
প্রারব্ধ-কর্ম্মের বশে হন কর্ম্মে রত,—
ছিন্ন করি মায়াজাল সকল বন্ধন,
প্রকৃতিরে করি জয়, সদা সে-ধীমান্
রহেন নির্লিপ্তভাবে সর্ব্ব অবস্থায়।
জ্ঞানের আগুনে তাঁর দগ্ধ কর্ম্মবীজ
পুনরায় কর্ম্মফল করে না প্রসব।
সে-হেতু, দেহান্তে পুন এই ধরাধামে
দেহধারীরূপে জন্ম নাহি হয় তাঁর।

নিঃ—২৫ কোন যোগী চিত্তবৃত্তি করি সুসংযত,
বাহ্যবস্তু হ'তে তারে করি প্রত্যাহার,
প্রগাঢ় চিন্তনরূপ আত্মধ্যান করি,
আত্মাতেই মন বুদ্ধি করি সমাহিত
স্থির চিত্তে আত্মজ্যোতি করেন দর্শন।

অপর কেহ-বা জ্ঞানী সাংখ্যপথ ধরি
প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব করিয়া বিচার
আত্মানাত্ম-বস্তুতত্ত্ব-বিবেক-সহায়ে

প্রত্যক্‌চেতন সেই ক্ষেত্রজ্ঞপুরুষে
জ্ঞাত হন পরিশুদ্ধ জ্ঞানের সহায়ে;
সোঽহং ভাবেতে হ'য়ে সমাধিবিলীন
আত্ম-পরমাত্মতত্ত্বে হন প্রতিষ্ঠিত।

অন্য কর্ম্মযোগী, তাঁরা ত্যজি কর্ম্মফল,
ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে শুধু, হইয়া নিষ্কাম
বর্ণাশ্রমোচিত নিজ কর্ত্তব্য-পালনে
নীতিশাস্ত্রমতে কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান
শুদ্ধবুদ্ধি সহায়েতে আত্মজ্ঞান লভি
আত্মার সাক্ষাৎকার পান অবশেষে।

সমাধিতে চিত্ত বুদ্ধি মন হ'লে লয়
বিচার বা ভক্তিপথে ধ্যানযোগাশ্রয়ে,
জীবের জীবত্বনাশ স্বরূপসত্তায়।

নিঃ—২৭ পুরুষ-প্রকৃতিযোগে সৃষ্ট চরাচর—
স্থাবর-জঙ্গম আদি সর্ব্ব ভূতগণ
আছে যাহা কিছু এই ত্রিলোকমাঝারে।
পুরুষ—চৈতন্য-অংশ নিমিত্ত-কারণ,
প্রকৃতি—সৃজনকার্য্যে উপাদান তাঁর।
উভয়ের সংযোগেতে সৃষ্টির বিকাশ।
শক্তির বিকাশে সৃষ্টি। চৈতন্য-সংযোগে

পরিণামী জড়শক্তি হ'য়ে ক্রিয়াশীলা
বিশ্ব-চরাচররূপে হয় প্রকাশিত।
পুরুষ—ক্ষেত্রজ্ঞ, আর ক্ষেত্রই—প্রকৃতি ;
তাই সৃষ্টি—ক্ষেত্র আর ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে।

নিঃ—২৮ সর্ব্ব সৃষ্ট-পদার্থই বিকারী বিনাশী ;
আদি-অন্ত আছে তার, আছে বৃদ্ধি-ক্ষয়।
সৃষ্টিরূপে পরিণত শক্তির বিকাশ
অন্তহীন ভাবে,—তাই বিভিন্ন সকলি।
পরম-ঈশ্বর, যিনি সবার কারণ,—
সত্তারূপে অবস্থিত সর্ব্ব ভূতমাঝে,
তাঁহারি সত্তায় সবে হয় সত্তাবান।
বিনাশ বা পরিণাম নাহিক তাঁহার,
অস্তিরূপে সর্ব্বত্রই তিনি বিদ্যমান।

যে-জন সর্ব্বত্র সেই সমভাবে স্থিত
নির্ব্বিকার অবিনাশী অনাদি অব্যয়
পরমাত্মসত্তারূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যেরে
করেন দর্শন সর্ব্ব ভূতের মাঝারে,
জ্ঞাননেত্রে অনুভূতি লভেন তাঁহার,—
সর্ব্বত্র করেন তিনি ঈশ্বরে দর্শন।
তিনিই সম্যক্‌দর্শী,—সত্যদর্শী তিনি।

নিঃ—২৯ সত্তারূপী পরমাত্মা স্থিত সর্ব্বত্রই
সকল ভূতের মাঝে বিকারবিহীন।
শক্তির চালক তিনি চৈতন্যস্বরূপ
শক্তি-অধিষ্ঠান, সর্ব্ব বস্তু-প্রকাশক,
সৃষ্টির অনাদি বীজ, কারণ সবার।

সমভাবে স্থিত সেই পরম-ঈশ্বরে
সর্ব্বত্র দেখেন যিনি সর্ব্ব ভূতমাঝে,—
নিজ অন্তরেও তাঁরে করেন দর্শন।
ঈশ্বরের দ্রষ্টা সেই নির্লিপ্ত নিষ্কাম
গুণের বিকার দেখি মোহিত না হন।
আত্ম-দরশনে তাঁর অবিদ্যা-বন্ধন
মায়ারূপ আবরণ হয় উন্মোচিত।
অজ্ঞানে মোহিত হ'য়ে পুন সেই জ্ঞানী
প্রকৃতির গুণজাত ভোগ্য বিষয়েতে
আসক্ত না হন তাহে হ'য়ে বিজড়িত;
সুখে, দুখে, লাভালাভে, কর্ম্মে, কর্ম্মফলে,
বিষয়-সম্ভোগে সর্ব্ব কামনা তেয়াগি
আপন বন্ধন নাহি করেন সৃজন।
অজ্ঞানের নাশ তাঁর জ্ঞানের প্রকাশে।
মায়াপাশ ছিন্ন করি আত্মতত্ত্বজ্ঞানে
আপন স্বরূপ তিনি হ'য়ে পরিজ্ঞাত
অনাময়রূপ শান্তি করেন অর্জ্জন।

কর্ম্মের বন্ধনমুক্ত সেই ব্রহ্মবিদ্
প্রকৃতির আকর্ষণে, গুণের বিকারে,
ইন্দ্রিয়-বিষয়ে আর লিপ্ত নাহি হন।
প্রারব্ধ ভোগের শেষে দেহান্তে তাঁহার
লভেন চরম-মুক্তি,—পরমনির্ব্বাণ।

নিঃ—৩১ শক্তির বিকাশে সৃষ্টি—গুণের বৈষম্যে।
শক্তিরূপা পরিণামী প্রকৃতি হইতে
এ-সৃষ্টি বিভিন্ন ভাবে হয় প্রকাশিত।
একসাথে একত্রিত অবিভিন্নভাবে
সৃষ্টি তাই প্রকৃতিতে আছে অবস্থিত।
দেখেন প্রকৃতিমাঝে যিনি সর্ব্বভূতে,
পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব বিদিত স্বরূপে—
প্রকৃতির দ্রষ্টা সেই তত্ত্ববিদ্ জ্ঞানী
ব্রহ্মত্বই প্রাপ্ত হন,—হয় মোক্ষলাভ

নিঃ—৩৪ একমাত্র রবি যথা করেন প্রকাশ
চরাচর সর্ব্বভূত, সমগ্র জগৎ,—
সেইমত সত্তা-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ
চৈতন্যপুরুষ, সর্ব্ব শক্তির চালক,
প্রকৃতিসম্ভূত এই বিশ্ব-চরাচর
করেন প্রকাশ স্বীয় অধিষ্ঠান হেতু।

সর্ব্ব বস্তু-প্রকাশক যেরূপ তপন
লিপ্ত নাহি হন কোন বস্তুধর্ম্ম সাথে,
সেরূপ ক্ষেত্রীও সর্ব্ব ক্ষেত্র প্রকাশিয়া,
হইয়াও অবস্থিত সর্ব্বভূতমাঝে
রহেন নির্লিপ্ত ক্ষেত্র-ধর্ম্মের সহিত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগযোগ

নিঃ—২ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানী
আত্ম-পরমাত্মতত্ত্ব হইয়া বিদিত
দেহান্তে বিলীন হন পরম-সত্তায়।
জ্ঞানের আগুনে তাঁর ধ্বংস কর্ম্মবীজ
পুনরায় কর্ম্মফল করে না প্রসব।
সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ তাই সে-জ্ঞানীর
ধ্বংস হয় এই স্থূল দেহের বিনাশে;
পুনরায় জন্ম-মৃত্যু না হয় তাঁহার।

নিঃ—৩ পরম-ঈশ্বর যিনি চৈতন্যস্বরূপ,
তাঁহারি স্বরূপভূতা মায়া নামধারী
বিকারী ত্রিগুণময়ী পরমা-প্রকৃতি,
মহাশক্তি তাঁর, সৃষ্টি করেন প্রকাশ।
সৃষ্টির সে-আদিবীজ—তাঁহারি বাসনা
বহুরূপে সৃষ্টিরূপে হ'তে বিকাশিত।
তাঁহার সে-যোনিরূপা মহাপ্রকৃতিতে
সেই সৃষ্টিবীজ তিনি করিয়া নিক্ষেপ
বিশ্ব-চরাচররূপে হন প্রকাশিত।
শক্তি হ'তে সমুদ্ভূত এ-বিশ্বজগৎ;—
তাই মহাপ্রকৃতিই গর্ভাধানস্থান।

ঈশ্বর—চৈতন্যসত্তা, শক্তির চালক ;—
তাই তিনি বীজদাতা পিতা সকলের।
চৈতন্য-সান্নিধ্য হেতু শক্তি পরিণামী
ক্রিয়াশীলা হ'য়ে সৃষ্টি করেছি প্রকাশ।

নিঃ—৪　প্রকৃতিই মাতৃরূপা যোনি সকলের।
স্থাবর জঙ্গম আদি বিশ্ব-চরাচর,
স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব বস্তু ত্রিভুবনব্যাপী
বিভিন্ন রূপেতে যাহা হয় দৃশ্যমান,—
সবার উদ্ভব সেই প্রকৃতি হইতে।

বীজদাতা পিতারূপে পরম-ঈশ্বর,
সদা যুক্ত থাকি স্বীয় প্রকৃতির সনে,
চালনা করিয়া তাঁরে আপন ইচ্ছায়
বিশ্ব-চরাচর সবে করেন প্রকাশ।
সবার মাঝারে তিনি সদা বর্ত্তমান।
আদি সৃষ্টিবীজ সেই ব্রহ্মের বাসনা,—
পরিণামী প্রকৃতির প্রথম বিকার।
তিনিই সগুণব্রহ্ম পরম-ঈশ্বর।
শক্তিই—প্রকৃতি ; আর চৈতন্য—ঈশ্বর ;
উভয়ের যোগে সৃষ্টি কল্পনা কেবল,
শক্তি-শক্তিমানে যথা ভেদের কল্পনা।

শক্তি হ'তে শক্তিমানে শ্রেষ্ঠ বলে সবে,
সে-হেতু, ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ মহাশক্তি হ'তে।

চৈতন্যস্বরূপ যিনি পরম-ঈশ্বর,
তিনিই চেতনাময়ী পরমা-প্রকৃতি ;
কার্য্য ও কারণভেদে ভেদ উভয়ের।
চরম অদ্বৈততত্ত্বে হ'লে প্রতিষ্ঠিত
উভয়ের ভেদজ্ঞান থাকে না তখন ;—
সৃষ্টি স্রষ্টা ভেদাভেদ সব একাকার।

নিঃ—৫ প্রকৃতির গুণে দেহী গুণভোক্তা হ'য়ে
বিকারী প্রকৃতিসনে হন বিজড়িত।
পুরুষ সংসারী তাই প্রকৃতি-সংযোগে।
প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব হ'লে সুবিদিত
পুরুষ না লিপ্ত হন প্রকৃতির গুণে।

নিঃ—৬ সুনির্ম্মল সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ অচঞ্চল।
আনন্দস্বরূপ আত্মচৈতন্য-জ্যোতির
চিদ্‌বিম্ব জ্ঞানাকারে করিয়া গ্রহণ
যোগ্য হয় অন্তরেতে করিতে প্রকাশ
বিষয়ের অনুভূতি বস্তুজ্ঞানরূপে।
জ্ঞানলাভে সুখভোগে প্রবৃত্তি জাগায়ে
জ্ঞান-সুখসঙ্গলোভে বদ্ধ করে জীবে।

সাত্ত্বিক অন্তরে হয় জ্ঞানের প্রকাশ;
আনন্দের অনুভূতি হয় জ্ঞান হ'তে।

দেহী আত্মা—সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ।
আভাস-চৈতন্যে তাই জীবের অন্তরে
জ্ঞান-আনন্দের সত্তা হয় অনুভূত;
সাত্ত্বিক অন্তরে হয় আত্ম-অনুভূতি।
আত্ম-প্রতিবিম্বাকারে জ্ঞানের প্রকাশ
সাত্ত্বিক অন্তর মাঝে হয় অনুভূত।

নিঃ—১১　চিত্ত যবে পরিশুদ্ধ সত্ত্বের বর্দ্ধনে
অন্তরমাঝারে হয় জ্ঞানের স্ফুরণ।
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিরাজি ইন্দ্রিয়-বিষয়,
বর্জ্জন করিয়া সর্ব্ব আবরণ-দোষ,—
সকলি গ্রহণ করে পরিশুদ্ধ ভাবে।
জ্ঞানের প্রকাশে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় হইতে
ভোগ-আয়তনরূপ এ-দেহ ব্যাপিয়া
শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাব হয় প্রকাশিত।
বাক্য কার্য্য দৃষ্টি আদি সকল বিষয়
সুন্দর পবিত্রভাবে হয় সম্পাদিত;
প্রিয় বলি সকলি সে করে অনুভব,
সে-ও সকলের প্রিয় হয় সর্ব্বভাবে।

নিঃ—১৪ ভোগ-বাসনার ক্ষয়ে সত্ত্বের বিকাশ।
সত্ত্বের বিকাশে জ্ঞান হয় প্রকাশিত।
সত্ত্বের বৃদ্ধিতে জীব ত্যজিলে এ-দেহ
দিব্যলোকে দেবভোগ্য সুখ করি ভোগ
ক্রমমুক্তি করে লাভ। দেহান্তে তাহার,—
পুনরায় জন্ম নাহি হয় মর্ত্ত্যধামে।

নিঃ—১৫ রজের বৃদ্ধিতে হ'লে দেহের পতন,
দেহান্তে এ-জীব তার নিজ কর্ম্মার্জ্জিত
পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ ভুঞ্জি সূক্ষ্মদেহে,
ভোগশেষে জন্মে পুন কর্ম্মাসক্ত হ'য়ে
কর্ম্মের সংস্কার ল'য়ে এই ধরামাঝে
নরদেহে ভুঞ্জিবারে প্রারব্ধের ফল।
জীবের দেহান্ত হ'লে তমোবৃদ্ধিকালে
পুন নাহি হয় তার মনুষ্য-জনম।
জন্মে সে পশ্বাদি অতি নিকৃষ্ট যোনিতে।

নিঃ—২০ শক্তি হ'তে সমুদ্ভূত নাম-রূপময়
সৃষ্ট বিশ্ব চরাচর সদা পরিণামী,
অনিত্য, অসৎ,—তার আছে জন্ম নাশ।
তাই এ-জগৎ মিথ্যা। পরমার্থজ্ঞানে
পৃথক্ অস্তিত্ব তার নাহি কোনকালে;
লোক-ব্যবহারে তার অস্তিত্ব কেবল।

জ্ঞানের বিকাশে জীব পারে জানিবারে
এ-বিশ্বজগৎ শুধু গুণ-পরিণাম,
প্রকৃতির লীলা মাত্র, শক্তির বিকার।

দেহী—আত্মা সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ
অক্ষয় অব্যয় নিত্য পরিণামহীন
প্রকৃতির প্রভু; তিনি স্বরূপ জ্ঞানীর।
তাই জ্ঞানী ত্রিগুণেরে করি অতিক্রম
প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব হ'য়ে সুবিদিত
প্রতিষ্ঠিত হন আত্ম-চৈতন্যস্বরূপে।
ভেদাভেদ-জ্ঞান তাঁর হয় বিদূরিত;
শ্রেষ্ঠ শান্তিলাভ তাই করেন তখন।

নিঃ—২২ প্রকাশ—সত্ত্বের কার্য্য, জন্মে তাহে জ্ঞান;
আনন্দের অনুভূতি হয় তাহা হ'তে।
কামনা—রজের কার্য্য, কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
আসক্তি আগ্রহ জন্মে কামনা হইতে।
তমোগুণ হ'তে ভ্রান্তি মোহের জনম।

প্রকৃতি হইতে জাত এই গুণত্রয়
নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত দেহী আত্মার বন্ধন।
গুণসঙ্গদোষে লিপ্ত করিয়া পুরুষে
বদ্ধ করে সুখের বা দুখের বন্ধনে।
প্রকৃতি-বন্ধনমুক্ত জ্ঞানী—গুণাতীত।

প্রকাশ প্রবৃত্তি মোহ গুণক্রিয়ারূপে
স্বভাবের বশে স্বতঃ হ'লে সমুদিত
জ্ঞানীর অন্তরমাঝে, গুণাতীত জ্ঞানী
দুঃখবোধে বিরক্ত না হন তার লাগি,
আকাঙ্ক্ষাও নাহি তাঁর তাদের বিনাশে।
প্রকৃতির যন্ত্রবৎ হইয়া চালিত
করেন সকল কাজ থাকি নির্ব্বিকার।
তাই বাহ্য আচরণ করিয়া দর্শন
অবোধ মানব তাঁরে পারে না চিনিতে।

নিঃ—২৬ গুরু ইষ্ট ভগবানে অভেদ জানিয়া,
ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভক্তি-নিষ্ঠা-সহকারে
গুরু ইষ্ট ঈশ্বরের পূজা-পরায়ণ
গুরুভক্ত ইষ্টনিষ্ঠ মুমুক্ষু সাধক
চিত্তশুদ্ধিহেতু জ্ঞান করেন অর্জ্জন।
শুদ্ধাভক্তি হ'তে হয় জ্ঞানের বিকাশ;
জ্ঞান লভি মোক্ষলাভে হন অধিকারী।
গুরু ইষ্ট ঈশ্বরের কৃপা করি লাভ
প্রকৃতির গুণত্রয়ে করি অতিক্রম
নির্গুণত্বে প্রতিষ্ঠিত হন কৃপাবশে।

নিঃ—২৭ নরদেহধারী হরি কৃষ্ণ বাসুদেব
ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা,—তাঁর প্রকাশ-স্বরূপ—

ঘনীভূত সৎ-চিৎ-আনন্দমূরতি
নারায়ণ ভগবান পরম-পুরুষ।
শ্রদ্ধাযুক্ত একনিষ্ঠ ভক্ত যাঁরা তাঁর
সংসার-বন্ধনমুক্ত হন তাঁহারাই।
ভক্তিমান ইষ্টনিষ্ঠ নির্লিপ্ত নিষ্কাম
বিবেকী তত্ত্বজ্ঞ ত্যাগী স্বধর্ম্মনিরত
ভগবৎ-পরায়ণ সাধু মহাত্মারা
সংসার-বন্ধনমুক্ত হন অনায়াসে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তমযোগ

নিঃ—১ স্বষ্টির অনাদি মূল দেব নারায়ণ,
সনাতন, মহেশ্বর, পরম-পুরুষ।
সকলের আদি তিনি, উর্দ্ধে সবাকার;
সকলি উদ্ভূত সেই উর্দ্ধমূল হ'তে।
অধোদেশে সুবিস্তৃত হ'য়ে ক্রমান্বয়ে
স্বষ্টিরূপে বিরাজিত এ-তিন ভুবন।

ঘনীভূত সৎ-চিৎ-আনন্দমূরতি
চৈতন্যস্বরূপ সেই সগুণ-ব্রহ্মের
চৈতন্যরূপিনী মায়া-শক্তির বিকাশে,
দেশ কাল নাম রূপ পাত্রের পার্থক্যে,
গুণ-পরিণামে এই বিশ্ব-চরাচর
স্বষ্টিরূপে প্রকাশিত ত্রিভুবনব্যাপী।
স্বষ্টির সে-আদিমূল তাই ভগবান।
সেই উর্দ্ধমূল হ'তে, শাখারূপে তার
স্থূল সূক্ষ্ম আদি সর্ব্ব স্বষ্টির বিকাশ।
স্বষ্টিরূপ এ পাদপ—অশ্বত্থ—বিনাশী,
সর্ব্বদাই পরিণামী, নশ্বর, চঞ্চল,
পরদিন প্রভাতেও স্থিতি নাহি তার;

অথচ অক্ষয় তাহা,—আদি-অন্তহীন
অনন্ত প্রবাহরূপে সদা বর্ত্তমান।

বেদমন্ত্র ছন্দ এই বৃক্ষপত্ররূপে
জীবেরে সংসারমাঝে করি ছায়া দান
যাগ যজ্ঞ তপস্যাদি বৈদিক ক্রিয়ায়
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সিদ্ধিলাভ তরে
উপদেশ দানে, সদা দেখায়ে সুপথ,
কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিমার্গে করিয়া চালনা
সংসার-পাদপে রাখে সঞ্জীবিত করি।
এরূপ সংসার-বৃক্ষে জানেন যে-জন,
বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব তিনি পরিজ্ঞাত।

নিঃ—২　সুবিস্তৃত শাখা তার ঊর্দ্ধে অধোভাগে।
ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক আদি দেবলোক হ'তে
নিম্নে মর্ত্ত্যলোকে এই জগৎমাঝারে
ত্রিভুবনব্যাপী শাখা আছে প্রসারিত।
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পঞ্চগুণ,
ইন্দ্রিয়-বিষয় যাহা, তাহাই ইহার
তরুণ পল্লবরূপে হ'য়ে বিকশিত
ঊর্দ্ধে নিম্নে প্রসারিত সবিশেষভাবে।

পল্লব যেরূপ বৃক্ষে রাখে সঞ্জীবিত,
সেইরূপ এই তিন গুণের বিষয়

গুণক্রিয়ারূপে জীবে করিয়া চালিত
সংসার-পাদপে রাখে সঞ্জীবিত করি।

ত্রিগুণ-সহায়ে ইহা হয় সংবর্দ্ধিত।
সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণ হইতে
গুণক্রিয়ারূপে করি কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
পাপ-পুণ্যরূপ তার ফল করি ভোগ
নরকে বা স্বর্গে আর এই মর্ত্ত্যধামে
কর্ম্মফলবশে জীব করে গতায়াত।
এইভাবে এ বৃক্ষের বর্দ্ধন পোষণ।

ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম-উৎপন্নকারী
মূলসব ঊর্দ্ধে নিম্নে আছে সুবিস্তৃত।
কর্ম্মফল হেতু কেহ পায় ঊর্দ্ধলোক,
কেহ বা এ-মর্ত্ত্যলোকে জন্মে কর্ম্মফলে;
কর্ম্মফল এ-মূলের হয় অনুগামী।
এইরূপ জন্ম-মৃত্যু-চক্র-আবর্ত্তনে
ত্রিভুবনব্যাপী সৃষ্টি আছে প্রতিষ্ঠিত।
যদিও বিনাশী সৃষ্টি,—প্রবাহ তাহার
অনাদি অব্যয়রূপে চির-বর্ত্তমান।

নিঃ—৫ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগস্পৃহাহীন,
সম্মান প্রতিষ্ঠা তরে নাহি যাঁর লোভ,
সুখ-দুঃখ শীতাতপ প্রিয় বা অপ্রিয়

এ-সব বিষয়ে যিনি নহেন চঞ্চল,
নিষ্ঠা যাঁর পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞান লাভে,
ভগবৎ-পরায়ণ, স্বধর্ম্মনিরত,
শ্রদ্ধা যাঁর দেব দ্বিজ আচার্য্যের প্রতি,
অবিদ্যা-বন্ধনমুক্ত বিবেকী, নিষ্কাম,
সকল বিষয়ে যিনি অলিপ্ত রহিয়া
ঈশ্বরের যন্ত্রবৎ কর্ম্মে হন রত,—
তিনিই সমর্থ সেই পরাশান্তি লাভে।

নিঃ—৭ চৈতন্য-সংযোগে সৃষ্টি—শক্তির বিকাশে।
শক্তি—পরিণামী, সদা ক্রিয়াশীলা ;—আর
চৈতন্য—অপরিণামী, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ।
শক্তি-চৈতন্যের যোগে সৃষ্ট চরাচর।
ঈশ্বর—চৈতন্যসত্তা—অক্ষয়, অব্যয়,
শক্তির আধাররূপে শক্তির চালক।
চৈতন্য চৈতন্যশক্তি কভু ভিন্ন নয় ;
কারণ ও কার্য্য ভেদে ভেদ উভয়ের।
প্রকৃতি—চৈতন্যশক্তি উপাদানরূপে,
পুরুষ—চৈতন্যসত্তা নিমিত্ত হইয়া
সৃজন করেন সর্ব্ব বিশ্ব-চরাচর।

অজ্ঞান-শক্তির কার্য্য—মায়া-আবরণ,
জ্ঞানের বিকাশে যাহা হয় উন্মোচিত।

মায়া-আবরিত সেই চৈতন্যসত্তাই
জীবরূপে এ-সংসারে মনোবৃত্তিসহ
ইন্দ্রিয়-সহায়ে করে সুখ-দুঃখ ভোগ।
তাই জীব ঈশ্বরের অংশ বলি খ্যাত,—
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যথা অংশ তাহারই।

অবিদ্যার আবরণ অজ্ঞান-বন্ধন
হয় যবে উন্মোচিত জ্ঞানেব প্রকাশে,—
জীবের জীবত্ব লয় স্বরূপসত্তায়:—
জলের তরঙ্গ যথা জলে হয় লীন।

প্রকৃতিসম্ভূত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার,
সূক্ষ্ম পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-বৃত্তির সহিত
প্রলয়ে বা সুষুপ্তিতে আপন কারণ
প্রকৃতিতে পায় লয় সূক্ষ্ম বীজাকারে।
ইহাই জীবের সূক্ষ্ম দেহ বলি খ্যাত।

চিৎসত্তা, দেহী, আত্মা অজ্ঞান-বন্ধনে
অবিদ্যার আবরণে হ'য়ে আবরিত,
এই ষড় ইন্দ্রিয়েরে করিয়া আশ্রয়
সূক্ষ্মদেহধারী এই জীব নামে খ্যাত।
তাই জীব, জাগরণে সুষুপ্তি হইতে
অথবা দেহান্তে তার পুন জন্মকালে,

এই সূক্ষ্ম দেহ ল'য়ে প্রকৃতির সাথে
কর্ম্মফলজাত নিজ অদৃষ্টের বশে
ইন্দ্রিয়-বিষয় সদা উপভোগ তরে
ইন্দ্রিয়েরে আকর্ষিয়া প্রকৃতি হইতে
এ-সংসারে হয় পুন কর্ম্মে নিয়োজিত,
অথবা দেহান্তে পুন করে জন্মলাভ।

অনাদি অনন্ত এই কর্ম্মের বন্ধনে
কালচক্র আবর্ত্তনে স্থূল সূক্ষ্ম দেহে
সুখ-দুঃখ ভোগে জীব কামনার বশে।
যাবৎ না হয় ক্ষয় বাসনার বীজ,
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি সাথে মনের বিনাশ,
কর্ম্মবীজ ধ্বংস হয় জ্ঞানের আগুনে,—
তাবৎ অজ্ঞানপাশে বদ্ধ এই জীব
বার বার এ-সংসারে করে আগমন;
সুপ্তি বা দেহান্তে তাই মুক্তি নাহি হয়।

নিঃ—৯ আকৃষ্ট হইলে মন গুণভোগ তরে,
বাহ্য বিষয়ের সনে সংযুক্ত হইয়া,
চক্ষু আদি পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয়-সহায়ে
বিষয়ের অনুভূতি করে অনুভব।
বস্তুজ্ঞান জন্মে এই জ্ঞানেন্দ্রিয় হ'তে
মন বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয় বস্তুর সংযোগে।

"আমি" এই অহঙ্কারবুদ্ধি-বিজড়িত
অনাদি অব্যয় সেই চৈতন্যসত্তাই
জীবরূপে আপনারে কর্ত্তা ভোক্তা ভাবি
মনসহ পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়-সহায়ে
সুখ-দুঃখ করে ভোগ বাহ্য বস্তু হ'তে।

নিঃ—১০ সর্ব্ব রূপ প্রকাশক যদিও নয়ন
সমূহ বিষয় সদা করে দরশন,
তথাপি আপন রূপ দেখিতে না পায়।
কিন্তু প্রতিবিম্বাকারে স্বরূপ তাহার
নির্ম্মল দর্পণে যবে হয় প্রকাশিত,
দেখিবারে পায় নেত্র স্বরূপ তখন।

আত্মা,—যিনি দেহী—সর্ব্ব বস্তু-প্রকাশক
অবিকারী সত্য-জ্ঞান-আনন্দস্বরূপ,
জীবদেহে সাক্ষিশ্চেতা দ্রষ্টা সবাকার,
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতারূপে সদা বর্ত্তমান,—
তাঁহার স্বরূপ মাত্র সূক্ষ্ম, দর্শনীয়
পরিশুদ্ধ চিদাকাশে স্বচ্ছ সুনির্ম্মল
জ্ঞানের ভাস্বর জ্যোতি প্রতিবিম্বাকারে
হয় যবে প্রকাশিত জ্ঞানীর অন্তরে।
জ্ঞাননেত্রে জ্ঞানী তাঁরে করেন দর্শন।
অজ্ঞান অবোধ নাহি পারে দেখিবারে।

নিঃ—১১　পরিশুদ্ধ চিদাকাশে প্রতিবিম্বাকারে
জ্ঞানরূপে আত্মজ্যোতি হয় বিভাসিত;
যত্নশীল যোগী তারে করেন দর্শন।
কিন্তু অবিবেকী যারা, ইন্দ্রিয়ে আসক্ত,
অবিশুদ্ধচিত্ত, লিপ্ত বাসনা-অনলে,
শাস্ত্র-অভ্যাসাদি বহু প্রযত্ন সত্ত্বেও
সমর্থ না হয় তাঁরে করিতে দর্শন।

অশুদ্ধ মলিন চিত্ত কামনা-চঞ্চল;
না হয় চঞ্চল চিত্তে জ্ঞানের প্রকাশ;
শাস্ত্রাভ্যাসে নাহি হয় আত্ম-দরশন।
ক্রিয়াকর্ম্ম দেবার্চ্চনা শাস্ত্র-আলোচনা
অনুষ্ঠিত হয় শুধু চিত্তশুদ্ধি তরে।
শুদ্ধ চিত্তে চঞ্চলতা নাহি পায় স্থান।
স্থির অচঞ্চল চিত্তে জ্ঞানের প্রকাশ।
যোগের সহায়ে আত্মা হন দর্শনীয়,—
ধ্যানযোগে যোগী তাঁরে করেন দর্শন।

নিঃ—১৬　ঈশ্বরের পরা আর অপরা প্রকৃতি
অক্ষর ও ক্ষর বলি পুন দুই নামে
দ্বিবিধ পুরুষরূপে হন অভিহিত।
বিক্ষেপ ও আবরণী শক্তি-সমন্বিত

আত্মা, যিনি চিৎসত্তা—অংশ ঈশ্বরের,—
কূটস্থ-চৈতন্যরূপী, অক্ষয়, অব্যয়,
সর্ব্বভূতে সমভাবে সদা বর্ত্তমান—
অক্ষর-পুরুষ তিনি। তিনিই আবার
অনাদি চেতনাময়ী সৃষ্টি-প্রসবিনী—
সকল সৃষ্টির বীজ, কারণ সবার—
চৈতন্য-সংযুক্ত অংশ পরা-প্রকৃতির।

শক্তি ও চৈতন্যসত্তা অবিচ্ছিন্নভাবে
সর্ব্ব ভূতে সর্ব্ব ক্ষেত্রে সদা বিদ্যমান
পরা-প্রকৃতিই তাই অক্ষর-পুরুষ।
শক্তি-কার্য্যরূপে সৃষ্ট প্রতি জীবদেহে
শক্তিযুক্ত চৈতন্যের প্রতিবিম্বাকারে
চিদাকাশে, ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষরূপে থাকি
সচেতন বুদ্ধিবৃত্তি জীব নামধারী,
কর্ত্তৃত্বের ভোক্তৃত্বের হ'য়ে অভিমানী
প্রকৃতির গুণরাজি করিতে সম্ভোগ
মন ও ইন্দ্রিয়বর্গে করিয়া আশ্রয়
এ জগতে কার্য্যাকার্য্য সাধনে নিরত।
অপরা-প্রকৃতি তাহা—ক্ষর, ধ্বংসশীল।
চর বা অচররূপে পরিদৃশ্যমান
স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু সৃষ্ট বিশ্বমাঝে

তাহাই বিনাশী, তাহা ক্ষর নামে খ্যাত;
আদি অন্ত আছে তার, আছে পরিণাম।

নিঃ—১৭ পরম-ঈশ্বর—যিনি নিত্য, নির্ব্বিকার,
সবার নিয়ন্তা, ধাতা, প্রভু সবাকার,
প্রবিষ্ট হইয়া এই ত্রিলোকমাঝারে
নিখিল এ-বিশ্ব যিনি করেন পালন,—
তিনিই চৈতন্যরূপী মহান্-ঈশ্বর,
বিশ্বগুরু ভগবান পরমপুরুষ,—
বিশ্বপ্রসবিনী মায়া-শক্তির আধার,
অধিষ্ঠানরূপে তার ধারক চালক।

ঈশ্বর-চৈতন্যযুক্ত মায়াশক্তি হ'তে
অন্তহীন ভাবে সর্ব্ব সৃষ্টির উদ্ভব;
তাঁরি সত্তাহেতু সবে হয় সত্তাবান;—
তাই তিনি ত্রিভুবনে পুরুষ-উত্তম।

নিঃ—১৮ যদিও নাহিক ভেদ শক্তি শক্তিমানে,
সদা অবিচ্ছিন্নভাবে স্থিতি উভয়ের,—
তথাপি সে-শক্তিমান শক্তির চালক
শক্তি হ'তে শ্রেষ্ঠ বলি খ্যাত ত্রিভুবনে।
শক্তি—পরিণামী, তার আছে বৃদ্ধি ক্ষয়;
শক্তিমান—নির্ব্বিকার, অক্ষয়, অব্যয়।

ব্রহ্মের চৈতন্য-অংশ, যিনি শক্তিমান,—
স্থির অচঞ্চল তিনি, পরম-পুরুষ।
শক্তি-অংশ—পরিণামী, সৃষ্টি-প্রসবিনী;
উভয়ের যোগে এই সৃষ্টির বিকাশ।
সে-হেতু, এ-সৃষ্টিকার্য্যে, জগৎ-ব্যাপারে
ঈশের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর পরাশক্তি হ'তে;
তাই তিনি সর্ব্বোত্তম পরম-পুরুষ।
চৈতন্য-আকর তিনি; তাঁরি অংশভূত
কূটস্থচৈতন্য—আত্মা আত্মশক্তিসনে
অধিষ্ঠিত থাকি সদা সৃষ্ট সর্ব্বভূতে
চরাচর এ-জগৎ করেন প্রকাশ;
পুরুষ নামেতে তিনি হন অভিহিত।

জীবাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ-আত্মা, যাঁহার প্রকাশ
আত্ম-প্রতিবিম্বাকারে সর্ব্ব জীবদেহে,
জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে,—স্বীয় তেজে যিনি
দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ করেন চালনা,—
কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি কর্ম্মফলজাত
অদৃষ্টের বশে বদ্ধ সংসার-বন্ধনে,—
তিনিও পুরুষ নামে হন অভিহিত।
এ দুই পুরুষ হ'তে বিভিন্ন ঈশ্বর।
তিনিই পুরুষোত্তম,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনি।

নিঃ—১৯   ভেদ ও অভেদ-তত্ত্ব জীবে ও ঈশ্বরে,
পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, সৃষ্টি স্রষ্টা আর
আত্ম-পরমাত্মতত্ত্ব যিনি সুবিদিত,
ইষ্টনিষ্ঠা-পরায়ণ জ্ঞানী ভক্তিমান
ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ভক্ত তিনি ত্রিভুবনে।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ

নিঃ—১৯ বিবেক হারায়ে জীব বাসনার বশে.
ইন্দ্রিয়-বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া
অধর্ম্ম আশ্রয় করি লিপ্ত হয় পাপে।
কর্ম্মফল ভোগ হেতু জীবের জনম।
যাবৎ না ধ্বংস হয় কর্ম্মবীজ তার,
নির্ব্বাপিত নাহি হয় কামনা-অনল,
তাবৎ সে দেহ-অন্তে জন্মে বার বার
ভালমন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম সৎ বা অসৎ
স্বভাবের অনুযায়ী নব দেহ ধরি।

প্রকৃতি-সম্ভূত সর্ব্ব কর্ম্ম কর্ম্মফল
প্রকৃতি-নিয়মাধীন ;—তাই ভগবান
সদসৎ কর্ম্ম হেতু ফল ভোগ তরে
জীবেরে সংসারমাঝে করেন প্রেরণ,
সৎ বা অসৎ যেনি যাহা প্রাপ্য তার।

জীবের বিবেক আর ইন্দ্রিয়ে আসক্তি
সদসৎ বিচারের প্রবৃত্তি তাহার
সকলি প্রকৃতি হ'তে হয় সমুদ্ভূত।

শুভাশুভ সদসৎ প্রিয় বা অপ্রিয়
কর্ম্মফল অবশ্যই হবে ভুঞ্জিবারে;
বিধির নিয়ম,—তার নাহি ব্যতিক্রম।
আসুর-স্বভাব যার, সেই নরাধম
আপন প্রবৃত্তিবশে করি দুরাচার
কর্ম্মফল ভোগ তরে আসুর-যোনিতে
আসুর-স্বভাব ল'য়ে জন্মে বার বার।

একমাত্র মানবের আছে অধিকার
বিবেক-বিচারসহ করিতে নির্ণয়
শুভাশুভ ধর্ম্মাধর্ম্ম শ্রেয় প্রেয় তার।
শ্রেয় ত্যজি প্রেয়লোভে প্রবৃত্তির বশে
অশুভ কর্ম্মেতে জীব হয় সদা রত।
কর্ম্ম হ'তে জন্ম, যাহা অবশ্য-সম্ভাবী
সেই নিয়মের বশে, দেহান্তে এ-জীব
নিজ নিজ কর্ম্মফল ভুঞ্জিবার তরে
কর্ম্ম-সংস্কার ল'য়ে জন্মে এ-ধরায়।
ঈশ্বর নির্লিপ্ত কাজে; তাই ভগবান
বৈষম্য বা পক্ষপাতে লিপ্ত নাহি হন।

জ্ঞানের প্রকাশে জীব পারে জানিবারে—
ঈশ্বর নিয়ন্তা সর্ব্ব বিশ্ব-জগতের।
তাঁহারি ইচ্ছায় হয় সৃষ্টি স্থিতি লয়।

তাঁহারি ইচ্ছায় এই বিশ্ব-চরাচর
নিজ নিজ কর্ম্মে রত আছে সর্ব্বভাবে।
অজ্ঞান অবোধ জীব নাহি জানে তাহা।
তাই জীব, আপনারে কর্ত্তা বলি গণি,
শুভাশুভ সদসৎ প্রিয় বা অপ্রিয়
কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি ভোগে তার ফল।
ঈশ্বরে নিয়ন্তা জানি সকল বিষয়ে
জ্ঞানী ভক্ত আপনারে জানি যন্ত্রপ্রায়,
তেয়াগিয়া শুভাশুভ সর্ব্ব কর্ম্মফল,
ঈশ্বর-নিয়মাধীনে কর্ম্মে হন রত।

যন্ত্রের স্বাধীন সত্ত্বা নাহি কোনকালে।
যন্ত্র কভু কর্ত্তৃত্বের কর্ত্তা নাহি হয়।
যন্ত্রীর অধীন যন্ত্র করে মাত্র কাজ—
যন্ত্রীর ইচ্ছায়, তার আদেশে ইঙ্গিতে।
সেরূপ বিবেকী নিজ. স্বাধীন-সত্তায়
করিয়া বর্জ্জন, হ'য়ে ঈশ্বর-অধীন
লাভ-ক্ষতি পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ ত্যজি
কর্ম্মে কর্ম্মফলে সদা অলিপ্ত রহিয়া
তাঁহারি ইচ্ছায় কর্ম্ম করেন সাধন।
ঈশ্বরের পক্ষপাত নাহি তাঁর কাছে।
অজ্ঞান অবোধ যারা, তারাই কেবল
ঈশ্বরের পক্ষপাত দেখে সর্ব্বত্রই।

নিঃ—২০ ভগবানে, কর্ম্মফলে, জন্মান্তরবাদে
অবিশ্বাসী, অল্পবুদ্ধি, আসুর-স্বভাব,—
নিজেরে ভাবিয়া কর্ত্তা, প্রভু, শক্তিমান—
ঐহিক সুখের আশে স্বার্থ অন্বেষিয়া
হীন হ'তে হীনতর কর্ম্মে হয় রত।
ক্রমান্বয়ে নীচ হ'তে নীচতর গতি
তাই তারা প্রাপ্ত হয় নিজ কর্ম্মফলে।
প্রিয়বস্তুলোভে সদা আসক্ত হইয়া
কাম ক্রোধ লোভ মোহে হ'য়ে অভিভূত
শ্রেয় পরিহার করি, ভুলিয়া ঈশ্বরে,
স্রষ্টার কর্ত্তৃত্ব ত্যজি, কর্ত্তৃত্বে আপন,
নিজ কর্ম্মদোষে পায় হীনতর গতি।

নিঃ—২১ কাম ক্রোধ লোভে সদা হয়ে বশীভূত
পাপ আচরণে জীব হয় যত্নশীল।
বিবেক হারায়ে তাই অধর্ম্ম আচরি
আপন অনিষ্ট জীব করিয়া বরণ
নরকের ক্লেশভোগ করে কর্ম্মদোষে।
এ তিন প্রবৃত্তি যাহা শত্রু মানবের,—
উন্মুক্ত করিয়া ধরে নরকের দ্বার,—
অবশ্যই বর্জ্জনীয় নিজ শুভ তরে।

নিঃ—২২ কর্ম্ম করি কর্ম্মফলে আসক্ত যে নয়,
আপন কর্ত্তব্য মাত্র করে সম্পাদন

নিজ অধিকারমত নীতি ধর্ম্ম মানি
বিবেক-বিচারসহ সত্যনিষ্ঠ হ'য়ে,
লাভ-ক্ষতি পাপ-পুণ্য শুভ বা অশুভ
সর্ব্ব কর্ম্মফল যে-বা করি পরিত্যাগ
ঈশ্বরের যন্ত্রবৎ করে মাত্র কাজ,—
দুখে সুখে অভিভূত না হয় সে-জন।
ক্রোধ লোভ ধ্বংস তার কামের বর্জ্জনে।
এ-সংসারে শান্তিলাভে সেই অধিকারী।
শুদ্ধচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানী উদার সে-জন
জ্ঞান ভক্তি লভি মোক্ষ পায় অনায়াসে।

নিঃ—২৩ অবিধি-সহায়ে কর্ম্ম হ'লে অনুষ্ঠিত
কর্ম্মের বাঞ্ছিত ফল নাহি হয় লাভ;
সিদ্ধি সুখ লাভ নাহি হয় কর্ম্ম করি।
অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মফলরূপে
নাহি হয় ধর্ম্মরূপ পুণ্যের অর্জ্জন;
সৃষ্ট নাহি হয় শুভ অদৃষ্ট জীবের;
চিত্তবৃত্তি পরিশুদ্ধ না হয় তাহার;
শাস্ত্র-নির্দ্দেশিত ফল নাহি হয় লাভ।
চঞ্চল অস্থির চিত্ত শান্তি নাহি পায়।
সিদ্ধি-সুখ-শান্তিলাভে তাই সর্ব্বভাবে
সে-জন বঞ্চিত হয় করিয়াও কাজ,—
অশাস্ত্রীয়ভাবে যে-বা কর্ম্মে হয় রত।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

নিঃ—৩ সত্ত্বরূপ অন্তরের প্রকাশ হইতে
স্বভাবের পরিচয় মানবসবার।
সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণের ভেদে
জীবের অন্তরবৃত্তি তাহাও ত্রিবিধ।
অন্তরের বৃত্তি ভেদে, গুণের প্রাবল্যে
তামসিক, রাজসিক অথবা সাত্ত্বিক
ত্রিবিধ এ-ভাব জীবে হয় প্রকাশিত।

স্বভাবের অনুযায়ী শ্রদ্ধা সবাকার;
দেহধারী এই জীব হয় শ্রদ্ধাময়।
শ্রদ্ধা অনুরূপ নিষ্ঠা সকল জীবের,
যাহার যে ভাব তার শ্রদ্ধাও সেরূপ,
নিষ্ঠাও তাহার তাই সেরূপই হয়।

নিঃ—৫-৬ আসুর-প্রকৃতি যারা অবোধ অজ্ঞান,
ফলের কামনা করি, প্রতিষ্ঠার তরে
শাস্ত্র-বিধিনিষেধের শাসন না মানি
আগ্রহসহায়ে সদা বিধিহীনভাবে
স্ব-ইচ্ছায় রত হয় ঘোর তপস্যায়,—
শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ জানে না তাহারা;
তপস্যা করিয়া নাহি পায় শুভফল;

তপস্যায় চিত্তশুদ্ধি না হয় তাদের ;
কর্ম্মদোষে করে মাত্র বৃথা ক্লেশভোগ ;
আত্মারূপী ভগবানে করে ক্লেশদান ;
কর্ম্ম করি কর্ম্মফলে বঞ্চিত তাহারা।

নিঃ—১২ রাজসিক যজ্ঞ শুধু প্রতিষ্ঠার তরে
দম্ভ-অহঙ্কারভরে ফল-কামনায়
অভীষ্ট-পূরণ-আশে হয় অনুষ্ঠিত।
শাস্ত্র-বিধিমতে কিন্তু শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন
অনুষ্ঠিত যজ্ঞ যাহা—তাহাও রাজস।

নিঃ—১৮ রাজস-তপস্যা শুধু প্রতিষ্ঠার তরে।
তপস্যার ফল তাহে নাহি হয় লাভ,
ধর্ম্ম কিংবা পুণ্য তাহে না হয় অর্জ্জন,
চিত্তশুদ্ধি নাহি হয় সে-তপস্যা হ'তে ;
হয় মাত্র ইহলোকে ক্ষণকাল-স্থায়ী
কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠালাভ ; তাহাও আবার
চঞ্চল অধ্রুব—তার নাহি নিশ্চয়তা ;
শিষ্টাচারহীন,—যোগ্য নহে প্রশংসার।

নিঃ—১৯ যে-তপস্যা অনুষ্ঠিত দুর্ব্বুদ্ধি-সহায়ে
অজ্ঞানে, মোহের বশে, আভিচাররূপে
অপরের বিনাশার্থে, অশুভ-সাধনে,

কিংবা বৃথা নিজ দেহ করিয়া পীড়ন
অবোধের তপ যাহা অবিধি-সহায়ে,—
তাহাই কথিত হয় তামস বলিয়া।

নিঃ—২০ ত্যজিয়া প্রত্যাশা ফলে, পুণ্যে, প্রতিদানে
অবশ্য-কর্ত্তব্যবোধে নিঃস্বার্থে যে দান
উপযুক্ত দেশ কাল পাত্র বিচারিয়া,—
তাহাই সাত্ত্বিক দান, শ্রেষ্ঠ দান তাহা।

নিঃ—২৩ 'অ'কার, 'উ'কার আর 'ম'কার সংযোগে
'ওম্' এই শব্দ যাহা প্রণবস্বরূপ,
নির্দ্দেশ করিছে তাহা সগুণ-ব্রহ্মেরে।

আদিদেব ভগবান পরম-পুরুষ
ক্রিয়া ইচ্ছা জ্ঞানরূপ ত্রিশক্তি-সহায়ে
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবরূপে ত্রিমূর্ত্তি বিকাশি
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সাধনে নিরত।

ক্রিয়াশক্তি হ'তে সৃষ্টি; ইচ্ছাতে—পালন;
জ্ঞানশক্তি করে সেই সৃষ্টির বিলয়।
জ্ঞানের প্রকাশে সব হয় একাকার।
দেশ কাল নাম রূপ পাত্রের বিভেদ,—
বিচিত্র এ জগতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
সৃষ্টি স্রষ্টা দৃশ্যভাব থাকে না তখন।

মহাশক্তি মহামায়া উমা নামধারী
ত্রিশক্তির সমাবেশ পরমা-ঈশ্বরী,—
তিনিই এ-চরাচর বিশ্ব-প্রসবিনী ;
সৃষ্টি-স্থিতি লয়কার্য্য সকলি তাঁহার।

যিনিই সগুণব্রহ্ম পরম-ঈশ্বর
তিনিই সে মহামায়া পরমা-ঈশ্বরী
মহাশক্তি,—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ।
উভয়ের ভেদ মাত্র কল্পনা কেবল,—
শক্তি শক্তিমানে যথা ভেদের কল্পনা।

শক্তির বিকাশে সৃষ্টি ; স্থিতি শক্তিতেই ;
শক্তিতেই লয় তার হয় সংসাধিত।
'ওম্' এই বাক্য যাহা প্রণবস্বরূপ,—
ত্রিশক্তির সমাবেশ জগৎ-কারণ,—
নির্দ্দেশ করিছে তাহা সেই ব্রহ্মেরেই।
'তৎ' শব্দ সেই ব্রহ্মে করিছে নির্দ্দেশ।

'সৎ' অর্থে—সত্য, নিত্য, অক্ষয়, অব্যয়
পরমার্থতত্ত্ব যাহা চিৎসত্তারূপে
অবিকারী সর্ব্বব্যাপী আদি-অন্তহীন,
পরিণামী ক্রিয়াশীলা শক্তির চালক,

অধিষ্ঠানরূপে যাহা শক্তির আধার,—
নির্দ্দেশ করিছে তাহা সেই ভগবানে।

এ তিন নির্দ্দেশসহ ব্রহ্মা প্রজাপতি,
স্রষ্টা যিনি চরাচর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের,
সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি সূক্ষ্মভূত হ'তে
সৃজেছেন বেদে যজ্ঞে ব্রাহ্মণসবারে।
আদিসৃষ্টি—বেদ, যজ্ঞ, দেবতা, ব্রাহ্মণ,
ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষিরাসকলে।
তাই পূর্ব্ব মহর্ষিরা এ তিন নির্দ্দেশে
পরম-ঈশ্বরে সদা করিয়া স্মরণ
ব্রহ্ম-উপাসনারত হয়েছেন সবে।

ব্রহ্মার শ্রীমুখ হ'তে বেদের প্রকাশ
সুরযোগে ছন্দোবদ্ধ শব্দের আকারে।
ছন্দের স্পন্দনে, সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়ায়,
গুণ-পরিণামে সৃষ্ট বিশ্ব-চরাচর
সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হ'তে স্থূল ভূতরূপে।
বৈদিক ছন্দের ভিন্ন সুরের কম্পনে
ব্রহ্মার বিভিন্ন ইচ্ছা-শক্তির বিকাশে
বিশ্ব-চরাচর সব হয়েছে সৃজিত।

যজ্ঞ সম্পাদিত হয় বেদের বিধানে।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সেই যজ্ঞ-অধিকারী।

প্রজাকুল সৃষ্ট সেই ব্রাহ্মণ হইতে।
প্রজার অদৃষ্টসৃষ্টি সেই যজ্ঞ হ'তে,
যজ্ঞেতেই হয় তার বর্দ্ধন পোষণ।

আদিদেব নারায়ণ—সবার ঈশ্বর,
নিত্য, সনাতন, আদি-কারণ সবার,
ব্রহ্মারও স্রষ্টা যিনি পরম-ঈশ্বর,—
স্বীয় পরিণামী মায়া-শক্তিরে আশ্রয়ি
সত্ত্বরজস্তমোময়ী নিজ প্রকৃতিরে
করি বিক্ষোভিত তিন গুণের বৈষম্যে
সৃষ্টিরূপে সূক্ষ্মভূতে করেন প্রকাশ।

মহত্তত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব বুদ্ধিতত্ত্ব নামে
পরিণামী প্রকৃতির প্রথম বিকার,—
জ্ঞানরূপে বোধরূপে যাহার বিকাশ।
অহংতত্ত্ব, অহংকার—দ্বিতীয় বিকার,
'আমি' 'মোর' জ্ঞান যাহা বিদিত জগতে।
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ পঞ্চগুণ,—
সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত,—তৃতীয় বিকার,—
'তন্মাত্র' বলিয়া যাহা হয় অভিহিত।
পরমাণু সৃষ্ট সেই তন্মাত্র হইতে।
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্ম-ইন্দ্রিয় পঞ্চক
অন্তর-ইন্দ্রিয় মন চিত্ত বুদ্ধি সাথে—

সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি—সূক্ষ্ম শক্তি যাহা,—
তাদেরো উদ্ভব সেই তন্মাত্র হইতে।
ভগবান সৃষ্টিকর্ত্তা সূক্ষ্ম জগতের।

গগন পবন ক্ষিতি অনল সলিল
এই পঞ্চ স্থূলভূত সূক্ষ্মভূত হ'তে
হয়েছে সৃজিত পঞ্চীকরণ-প্রথায়।
পঞ্চগুণে মিলি স্থূলভূতের সৃজন।
জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রজাপতি।—
এ বিশ্ব-সৃজন তাঁর সূক্ষ্মসৃষ্টি হ'তে।

স্থূল সূক্ষ্ম আদি সর্ব্ব সৃষ্ট-পদার্থই
উদ্ভূত সে প্রকৃতি বা মহাশক্তি হ'তে,
প্রকৃতির পরিণামে গুণের পার্থক্যে,
পরমা-ঈশ্বরী মহাশক্তির বিকাশে।
তিনিই সবার স্রষ্টা বিশ্ব-প্রসবিনী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ত্রিভুবনব্যাপী
স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু আছে বর্ত্তমান,
সবার উদ্ভব সেই মহাশক্তি হ'তে।

ব্রহ্ম—আত্মা—চিৎসত্তা শক্তির সহিত
জড় বা চেতনরূপ সর্ব্ব পদার্থেই
সর্ব্বত্রই সর্ব্বভাবে সদা বিদ্যমান।

শক্তি ও চৈতন্যসত্ত্বা অবিচ্ছিন্নভাবে
সর্ব্বদাই যুক্ত থাকি করে অবস্থান।
বিভিন্ন অস্তিত্ব কিছু নাহি উভয়ের।
অজ্ঞান-বুদ্ধির দোষে হয় ভেদজ্ঞান।

শক্তির বিকাশে কার্য্য হ'লে নিষ্পাদিত
শক্তির অস্তিত্ববোধ হয় অনুভূত।
কার্য্যবিনা শক্তি কভু জানা নাহি যায়।
সৃষ্টিকার্য্য শুধু সেই শক্তির বিকাশ।
শক্তির প্রয়োগ হেতু শক্তিক্রিয়া হ'তে
চৈতন্যের অনুভূতি বোধগম্য হয়।

চৈতন্যরহিত শক্তি—জড়, অচেতন।
নিষ্ক্রিয় নিশ্চল শক্তি চৈতন্য-সংযোগে,
চৈতন্যের অধিষ্ঠানে হ'য়ে ক্রিয়াশীলা
কার্য্যরূপে সৃষ্টিরূপে হয় বিকশিত।
শক্তি-চৈতন্যের যোগে, শক্তির বিকাশে
তাই এই নাম-রূপে সৃষ্টির কল্পনা।

জীবের অন্তর হ'তে মায়ার বিকার,
সৃষ্টি-প্রসবিনী এই শক্তি-পরিণাম
হয় যবে বিদূরিত জ্ঞানের প্রকাশে,
শক্তি-চৈতন্যের ভেদ থাকে না যখন,—

সৃষ্টির বৈচিত্র্যবোধ থাকে না তখন;
নাম রূপ ভেদজ্ঞান ঘুচে যায় সব,
সরূপ-সত্তায় জীব করে অবস্থান।

তাই 'ওম্ তৎ সৎ' এই তিন নামে
নির্দ্দেশ করিছে সেই পরম-ঈশ্বরে,
যাঁহা হ'তে এ-নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কার্য্য হয় সংসাধিত।

নিঃ—২৫ নিষ্কাম মুমুক্ষু, যাঁরা মোক্ষ অভিলাষী—
যজ্ঞ দান তপস্যার ফল তেয়াগিয়া,
চিত্তশুদ্ধি হেতু তাঁরা শাস্ত্রবিধি মানি
বিবিধ শাস্ত্রীয়কর্ম্ম অনুষ্ঠানকালে
'তৎ' শব্দ উচ্চারিয়া সেই ব্রহ্মপদে
সর্ব্ব কর্ম্ম কর্ম্মফল করি সমর্পণ
ব্রহ্মের উদ্দেশে সর্ব্ব কর্ম্মে হন রত।
কর্ম্মফলে ভোগস্পৃহা করি পরিহার
নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
কর্ম্ম হ'তে চিত্তশুদ্ধি হয় তাঁহাদের।
শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানালোক হয় প্রকাশিত।
জ্ঞানলাভে পরাশান্তি—পরম-নির্ব্বাণ।
তাই তাঁরা সর্ব্ব কর্ম্মে 'তৎ' উচ্চারিয়া
ত্যজেন সকল ফল সেই ব্রহ্মপদে।

নিঃ—২৭ শাস্ত্রের বিহিত কর্ম্ম নিষ্ঠা-শ্রদ্ধাভরে
হ'লে অনুষ্ঠিত, তাহা হয় সৎ কাজ।
নিষ্ঠাহীন যজ্ঞ, দান, তপস্যাসাধন,
অথবা যে-সব কর্ম্ম নীতি-বিগর্হিত,—
সৎকর্ম্ম নহে তাহা; তাহাই অসৎ।
অবশ্য-কর্ত্তব্যবোধে ত্যজি কর্ম্মফল
কর্ম্ম যাহা অনুষ্ঠিত ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে
সৎকর্ম্ম বলি তা-ও হয় অভিহিত।
ভুক্তি-মুক্তিলাভে জীবে শিক্ষাদান তরে,
জগতের হিতে, মাত্র ধর্ম্ম আচরণে,
কর্ম্মফল ভোগে স্পৃহা করি পরিহার
অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সাধু-মহাত্মাসবার,—
সৎকর্ম্ম সাধুকাজ তা-ও সুনিশ্চিত।

নিঃ—২৮ ভুঞ্জিবারে পরলোকে দেবভোগ্য সুখ,
ইহলোকে শুভাদৃষ্ট করিতে অর্জ্জন,
যজ্ঞ দান তপস্যাদি পুণ্যকর্ম্ম সব
অনুষ্ঠিত হয় যাহা ধর্ম্মলাভ তরে,—
শ্রদ্ধা-বিরহিতভাবে হ'লে অনুষ্ঠিত
ধর্ম্মরূপ কর্ম্মফল করে না সৃজন।
তাই শ্রদ্ধাহীনভাবে করে যারা কাজ,
করিয়াও বিধিমতে কর্ম্ম সম্পাদন
ধর্ম্মরূপ পুণ্যলাভে বঞ্চিত তাহারা।

চিত্তশুদ্ধি নাহি হয় শ্রদ্ধাহীন কাজে ;
পরলোকে সুখভোগ না হয় তাদের ;
কর্ম্ম করি শুভাদৃষ্ট করে না অর্জ্জন ;
দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলে হইয়া বঞ্চিত
ইহ-জগতেও তারা পায় অপযশ ;
শিষ্টের নিকটে সদা হয় নিন্দনীয়।
শ্রদ্ধাহীন কর্ম্ম তাই সর্ব্বদা অসৎ।
যদিও-বা বিধিমতে হয় সম্পাদিত—
কভু নাহি হয় তাহা শুভফলদায়ী।



অষ্টাদশ অধ্যায়

মোক্ষযোগ বা সন্ন্যাসযোগ

নিঃ—২ বেদ-শাস্ত্রবিধিমতে নিষ্ঠা-সহকারে
অনুষ্ঠিত যজ্ঞ দান তপস্যাদি হ'তে
পুণ্যরূপ ধর্ম্মলাভ হয় কর্ম্মফলে।
ফল অভিলাষে কৃত সে-সব কর্ম্মই
'কাম্যকর্ম্ম' বলি শাস্ত্রে হয়েছে বর্ণিত।
কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অর্থ—কাম্যকর্ম্ম-ত্যাগ।
নিত্য-নৈমিত্তিক আদি সর্ব্ব কর্ম্ম করি
ফলের কামনা যারা করে পরিত্যাগ,
ত্যাগী বলি তাহারাই হয় অভিহিত।
বিচক্ষণ ব্যক্তি যাঁরা বিচারে নিপুণ—
ত্যাগের প্রকৃত অর্থ কহেন তাঁহারা—
সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগ ;—নহে কর্ম্মত্যাগ।

নিঃ—৬ যজ্ঞ দান তপ হ'তে চিত্ত শুদ্ধ হয়।
অনুষ্ঠিত হ'লে তাহা ফল-অভিলাষে
অবশ্যই ফলভোগ হয় তাহা হ'তে।
কিন্তু তাহে সৃষ্ট হয় জীবের বন্ধন।
কর্ম্মফল ভোগ হেতু জীবের জনম।
ভোগ-অভিলাষী জীব অদৃষ্ট-সহায়ে,

কর্ম্মফলে স্পৃহা হেতু, ইহ-পরলোকে
বার বার জন্ম-মৃত্যু করিছে বরণ।
ফলের কামনাত্যাগ উচিত সে-হেতু।

কর্ম্মেতে আসক্তি জীবে কর্ত্তাভোক্তারূপে
কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মান্তরে করিয়া চালিত,
অনন্ত এ-কর্ম্মস্রোতে করি আকর্ষণ,
কর্ম্মের বন্ধনে সদা রাখে বদ্ধ করি।
জীবের বন্ধন তাহে না হয় মোচন।
কর্ম্মেতে আসক্তি তা-ও তাই বর্জ্জনীয়।

কর্ম্মে কর্ম্মফলে স্পৃহা পরিহার করি
সর্ব্ব কর্ম্ম কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পিয়া,
নিজ অধিকারমত শাস্ত্রবিধি মানি
যজ্ঞ দান তপস্যাদি হ'লে অনুষ্ঠিত,—
চিত্তশুদ্ধি হেতু হয় জ্ঞানের প্রকাশ।
জ্ঞানের প্রকাশে মোক্ষ,—পরাশান্তিলাভ।

ঈশ্বরের যন্ত্রবৎ, তাঁরি প্রীতিকামে
কর্ম্মফল-ভোগস্পৃহা করিয়া বর্জ্জন,
বিবেক-বিচারসহ শাস্ত্রবিধি মানি
নিজ অধিকারমত কর্ত্তব্য আপন
হ'লে অনুষ্ঠিত,—তাহে হয় শান্তিলাভ।

ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম হ'লে সম্পাদিত
ইন্দ্রিয়-বিষয়ভোগে প্রবল বাসনা
কর্ম্মের আসক্তিসহ হয় সব ক্ষয়।
চিত্তের চাঞ্চল্য-নাশ—বাসনার ক্ষয়ে।
স্থির পরিশুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানের প্রকাশ।
জ্ঞানলাভে—পরাশান্তি,—মোক্ষ হয় লাভ।

নিঃ—৭ নিজ অধিকারমত কর্ম্ম অনুষ্ঠান
অবশ্য কর্ত্তব্য যাহা সকল জীবের,
করণীয় নিত্যকর্ম্ম শাস্ত্রবিধিমতে
নীতি ধর্ম্ম বিবেকের হ'য়ে অনুগামী,—
কর্ম্মত্যাগরূপে তাহা নহে বর্জ্জনীয়।
মোহবশে মূঢ় ভ্রান্ত অবোধ অজ্ঞান
অবশ্য-কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে যাহা ত্যাগ,—
সে-ত্যাগ তামস বলি হয় অভিহিত।

নিঃ—৮ কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, কাজ বা অকাজ
হইয়া বিদিত যে-বা দুঃখকর বোধে,
দৈহিক ক্লেশের ভয়ে, কর্ত্তব্য আপন
করে পরিত্যাগ, সেই রাজসিক ত্যাগী
কর্ম্ম ত্যাগ করি নাহি পায় ত্যাগফল।
সেইরূপ ত্যাগে চিত্ত শুদ্ধ নাহি হয়;
তাহা হ'তে নাহি হয় বাসনার ক্ষয়।

জানে না তাহারা, যারা তামসিক ত্যাগী,—
কি-বা করণীয় কাজ,—কর্ত্তব্য আপন ;
কিন্তু রাজসিক ত্যাগী জানিয়াও তাহা
দৈহিক ক্লেশের ভয়ে করে তা' বর্জ্জন।
জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কর্ম্ম করি ত্যাগ
আপন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট তারা উভয়েই।

নিঃ—৯　আপনারে কর্ত্তা ভোক্তা না ভাবিয়া মনে,
সমর্পিয়া ভগবানে সর্ব্ব কর্ম্মফল,
কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা তা-ও করি পরিহার,
সুখ-দুঃখ লাভালাভে নির্লিপ্ত রহিয়া
অবশ্য-কর্ত্তব্যজ্ঞানে অধিকারমত,
শুধু যন্ত্রবৎ কর্ম্ম হ'লে অনুষ্ঠিত
মন বুদ্ধি দেহ আর ইন্দ্রিয়-সহায়ে—
তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ,—নহে কর্ম্মত্যাগ।

পরিশুদ্ধ হ'লে চিত্ত বাসনার ক্ষয়ে
অন্তরে জ্ঞানের জ্যোতি হয় বিভাসিত।
কর্ম্মের প্রবৃত্তিনাশ জ্ঞানের প্রকাশে।
সুখ-শান্তি-মুক্তিলাভ হয় কর্ম্ম করি।
বদ্ধ নাহি হন জ্ঞানী কর্ম্মের বন্ধনে।

নিঃ—১০　পূর্ব্ব জন্ম-জন্মান্তের সংস্কার-প্রসূত
প্রারব্ধ-সঞ্চিত নিজ অদৃষ্ট তাঁহার

যখন যে কার্য্যে তাঁরে করে নিয়োজিত,
সুখ-দুঃখ লাভালাভে অলিপ্ত রহিয়া
সাত্ত্বিক-প্রকৃতি ত্যাগী—স্থিরবুদ্ধি জ্ঞানী
বিবেক-সহায়ে তাহা করেন সাধন।
বিরক্ত না হন কর্ম্ম হ'লে দুঃখকর,
সুখকর কর্ম্মেও না হন আনন্দিত।
সকল বিষয়ে জ্ঞানী সদা নির্ব্বিকার,
নির্লিপ্ত, নিষ্কাম। মাত্র জগতের হিতে—
প্রকৃতির যন্ত্রবৎ, প্রকৃতির বশে
করেন সকল কাজ ঈশ্বর-ইচ্ছায়।

নিঃ—১১ রাজস তামস ভাবে কর্ম্ম ত্যাগ করি
জ্ঞান-সুখ-শান্তিলাভ না হয় জীবের।
সাত্ত্বিক-ত্যাগের ফল—চিত্তশুদ্ধি লাভ।
কর্ম্মে কর্ম্মফলে স্পৃহা করিয়া বর্জ্জন
নিজ অধিকারমত শাস্ত্রবিধি মানি
অবশ্য-কর্ত্তব্য যে-বা করে সম্পাদন,—
সে-জন প্রকৃত ত্যাগী। চিত্তশুদ্ধি হেতু
সুখ-শান্তি-জ্ঞানলাভে সেই অধিকারী।

নিঃ—১২ ভোগ-অভিলাষী কামী ফল কামনায়
সৎ বা অসৎ কিংবা বিমিশ্রিত ভাবে
ত্রিবিধ কর্ম্মের সদা করে অনুষ্ঠান।

সৎকর্ম্মে—পুণ্যলাভ,—হয় সুখভোগ;
অসৎ কর্ম্মের ফল—পাপ, দুঃখ, তাপ
সদসৎ বিমিশ্রিত কর্ম্মফল হ'তে
হয় বিমিশ্রিত সুখ-দুখের সৃজন;
সুখ দুঃখ উভয়ই হয় তাহে ভোগ।

ফলের কামনা করি সকাম-পুরুষ
ত্রিবিধ এ-কর্ম্ম যাহা করে সম্পাদন,—
অবশ্যই পায় সেই কর্ম্মফল তার।
জীবের অদৃষ্ট-সৃষ্টি কর্ম্মফল হ'তে।
সে-হেতু, দেহান্তে জীব কর্ম্ম অনুযায়ী
নরকে বা দেবলোকে সূক্ষ্মদেহ ধরি
পাপ-পুণ্য করে ভোগ,—যাহা প্রাপ্য তার।

বাসনায় হেতু জীব সূক্ষ্ম-ভোগ শেষে
কর্ম্মফলজাত নিজ অদৃষ্টের সাথে
পাপ-পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সংস্কার ল'য়ে
কর্ম্ম সম্পাদনে পুন স্থূলদেহ ধরি
কর্ম্মময় এ-জগতে করে জন্মলাভ।
এইরূপে কর্ম্মচক্র-আবর্ত্তনে পড়ি
বার বার জন্ম মৃত্যু করিয়া বরণ
ইহ-পরলোকে জীব করে গতায়াত।

কামনা-জড়িত মন ইন্দ্রিয়ের সনে
দেহান্তে জীবের সূক্ষ্মদেহের কারণ।
যাবৎ না ধ্বংস হয় বাসনার বীজ,
তাবৎ এ-জীব তার ভোগে কর্ম্মফল
স্থূল সূক্ষ্ম দেহ ধরি ইহ-পরলোকে।
কিন্তু ত্যাগী সন্ন্যাসীরা ভোগস্পৃহাহীন।
সমর্পিয়া ভগবানে সর্ব্ব কর্ম্মফল,
নিষ্কাম হইয়া, ত্যজি সকল বাসনা,
মাত্র যন্ত্রবৎ কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান
কর্ম্মফল ভোগ হ'তে পান পরিত্রাণ।
প্রারব্ধসঞ্চিত নিজ কর্ম্মফলজাত
এই স্থূল দেহ লভি, সন্ন্যাসী কেবল
ভুঞ্জেন সঞ্চিত পূর্ব্ব অদৃষ্টের ফল
সুখ-দুঃখ লাভালাভে অলিপ্ত রহিয়া।
ভবিষ্য অদৃষ্ট সৃষ্ট না হয় তাঁহার।
কৃতকর্ম্মফল হ'তে মুক্ত সেই ত্যাগী।

কর্ম্মের বাসনানাশ ভোগস্পৃহাত্যাগে।
বাসনা-বর্জ্জিত চিত্ত শুদ্ধ অচঞ্চল।
কর্ম্মবীজ শুদ্ধচিত্তে নাহি পায় স্থান।
ধ্বংস হয় কর্ম্মবীজ বাসনার ক্ষয়ে।
ত্যাগী সন্ন্যাসীরা তাই দেহান্তে তাঁদের
ক্রমমুক্তিপথযাত্রী,—মোক্ষ অধিকারী।

কিন্তু যাঁরা ইহজন্মে করি জ্ঞানলাভ
আত্মপরমাত্মতত্ত্বে হন প্রতিষ্ঠিত,—
এ-দেহেই মুক্ত তাঁরা,—শান্তি অধিকারী ;
দেহান্তে লভেন ব্রহ্মে পরম-নির্ব্বাণ।
পুনর্জ্জন্ম ক্রমমুক্তি নাহি তাঁহাদের।

নিঃ—১৪ মন প্রাণ অহঙ্কার ইন্দ্রিয়সবার
আধারস্বরূপ যাহা—এই স্থূল দেহ,—
অধিষ্ঠান বলি তাহা হয় অভিহিত।
আত্মচৈতন্যের জ্যোতি প্রতিবিম্বাকারে
অন্তরের বৃত্তি, যাহা 'আমি' 'মোর' জ্ঞানে
চিৎক্ষেত্রে সৃষ্টি করে আত্ম-অভিমান,—
সেই অহঙ্কার সদা কর্ত্তা এই দেহে।
পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞান-ইন্দ্রিয় পঞ্চক
মন বুদ্ধি মিলি এই দ্বাদশ করণ।
প্রাণ ও অপান ব্যান উদান সমান,—
প্রাণশক্তি বৃত্তিভেদে এই পঞ্চ নামে
বিবিধ পৃথক্ চেষ্টা করে নিষ্পাদিত।
দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রহকারী
স্ফূর্ত্তিদাতা নিয়োজক দৈবশক্তিসব।
এই পঞ্চ মিলি হয় কর্ম্মের কারণ ;
এ-পঞ্চ কারণ হ'তে কর্ম্মের সৃজন।

পৃথিবী—দেবতা এই স্থূল শরীরের,—
পঞ্চ স্থূলভূত হ'তে উদ্ভব তাহার।
সদ্যোজাত—মুখ্য সেই প্রাণের দেবতা।
অঘোর—দেবতা সেই সমান বায়ুর;
অপানের—বামদেব; ব্যানের—ঈশান;
উদান বায়ুর—তৎপুরুষ দেবতা।
চিত্তে অহঙ্কার বৃত্তি, যাহা আত্মজ্ঞানে
কর্ত্তা-ভোক্তারূপে সৃষ্টি করি অভিমান
প্রেরণা প্রদান করে সকল বিষয়ে,—
রুদ্রই দেবতা তার। চন্দ্রমা—মনের।
দেবগুরু বৃহস্পতি—বুদ্ধির দেবতা।
শ্রোত্রের দেবতা—দিক্। ত্বকের—পবন।
চক্ষুর দেবতা—সূর্য্য। প্রচেতাঃ—জিহ্বার।
ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের—দুই অশ্বিনীকুমার।
হস্তের দেবতা—ইন্দ্র। উপেন্দ্র—পদের।
বাকের দেবতা—বহ্নি। গুহ্যের—বরুণ।
সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা পদ্মযোনী
নিজেই দেবতা সেই জননেন্দ্রিয়ের।

নিঃ—১৬ চৈতন্য-সংযুক্ত সেই এক শক্তি হ'তে
জীবদেহে সর্ব্ব কর্ম্ম হয় সম্পাদিত।
সেই এক শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ
জ্ঞানশক্তি প্রাণশক্তি ক্রিয়াশক্তি নামে

কর্ম্ম হেতু পঞ্চবিধ কারণ-সহায়ে
সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদিত করে সর্ব্বভাবে।

প্রাণশক্তি করি এই দেহের পোষণ
মন বুদ্ধি দেহ আর কর্ম্মেন্দ্রিয় সনে
ইন্দ্রিয় চালনা করি ক্রিয়াশক্তিরূপে
বাচিক ও শারীরিক স্থূল কর্ম্মে রত।

জ্ঞানশক্তি মন বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে
অন্তরে বিষয়বোধ করি প্রকাশিত,
ইষ্টানিষ্ট লাভালাভ করিয়া বিচার
মানসিক সর্ব্ব কর্ম্ম করে সম্পাদন।
সংযুক্ত করিয়া মন বাহ্য বিষয়েতে
জ্ঞানশক্তি পঞ্চ জ্ঞান-ইন্দ্রিয় সহায়ে
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ করে ভোগ।
আত্ম-অভিমানী বুদ্ধি অহঙ্কাররূপে
কর্ত্তা ভোক্তা নিয়োজক সকল বিষয়ে।

চিৎসত্তা—আত্মা, যিনি দেহী এই দেহে,
যাঁর অধিষ্ঠান হেতু শক্তি ক্রিয়াশীলা,—
সর্ব্বদা নিষ্ক্রিয়. তিনি, অক্ষয়, অব্যয়।
পরিণামী চিৎশক্তি করে সব কাজ;

ক্ষয় ব্যয় বৃদ্ধি হ্রাস আছে শুধু তার,
সক্রিয় নিষ্ক্রিয় ভাব তাহারি কেবল।
চৈতন্যের শক্তি-অংশ পরমার্থ-জ্ঞানে
অনাত্ম বলিয়া তাই হয় অভিহিত।
নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত আত্মা অকর্ত্তা সে-হেতু;
পরিণামী প্রকৃতিই করে সব কাজ।

অহঙ্কার কর্ত্তা এই জীবদেহমাঝে।
আত্ম-অভিমানী বুদ্ধি প্রকৃতি-সম্ভূত,
কর্ত্তা-ভোক্তারূপে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়-সহায়ে
অন্তরে গ্রহণ করি ইন্দ্রিয়-বিষয়
সর্ব্বদা করিছে সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন।
আত্মারে যে কর্ত্তা দেখে,—অবোধ সে-জন।

নিঃ—১৭ জানেন বিবেকী,—আত্ম-অভিমানহীন—
প্রকৃতিই সর্ব্ব কর্ম্ম করে সম্পাদন।
আত্মারে,—নিজেরে তাই অকর্ত্তা জানিয়া
সর্ব্বদা অলিপ্ত থাকি কর্ম্মে কর্ম্মফলে
কর্ম্ম করি কর্ম্মফলে আবদ্ধ না হন।
বিদিত আছেন জ্ঞানী—আত্মা,—দেহী যিনি,
অক্ষয় অব্যয় তিনি,—নিত্য, সনাতন।
অবধ্য আত্মার কভু জন্ম-মৃত্যু নাই।
জীবের এ-জন্ম মৃত্যু লৌকিক ব্যাপার।

পরমার্থ-জ্ঞানে জীব নিত্য অবিনাশী,
দেহনাশে নাহি হয় বিনাশ তাঁহার।
লৌকিক হিসাবে, হত্যা—ঘৃণ্য, দূষনীয়,
ধর্ম্মহীন পাপাচার,—ফল দুঃখভোগ।

কর্ম্মফলভোগ হেতু জীবের জনম;
অবোধ অবশ্য ভোগে নিজ কর্ম্মফল।
কিন্তু জ্ঞানী বদ্ধ নাহি হন কর্ম্মফলে।
জ্ঞানের আগুনে তাঁর ধ্বংস কর্ম্মবীজ;
কর্ম্ম তাঁর কর্ম্মফল করে না প্রসব
পাপ-পুণ্যভোগ কভু নাহি হয় তাঁর;
ধর্ম্ম বা অধর্ম্মে নাহি লিপ্ত হন জ্ঞানী।

এই তত্ত্ব সবিশেষ উপদেশ তরে
জ্ঞানীর হননকার্য্য হয়েছে বর্ণিত।
জ্ঞানী মহাত্মারা নাহি করেন হনন।
জগতে জীবের শুধু হিত-সাধনায়,
জীবশিক্ষা তরে জ্ঞানী হ'য়ে কর্ম্মে রত
ঈশ্বরের যন্ত্রবৎ, তাঁহারি ইচ্ছায়
করেন সকল কাজ নির্ব্বিকারভাবে।
জ্ঞানী ভক্ত জগতের করি উপকার
নির্লিপ্ত রহেন সদা কর্ম্মে কর্ম্মফলে।

নিঃ—১৮ জ্ঞান অর্থে বোধ,—যাহা সুনিশ্চিতরূপে
বস্তুর স্বরূপ করে অন্তরে প্রকাশ।
জ্ঞেয় বা জ্ঞাতব্য—যাহা জ্ঞানের বিষয়।
জ্ঞাতা অর্থে বুদ্ধিরূপ বৃত্তি অন্তরের,—
বিষয়ের বোধ সেই করে অনুভব।
জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই তিনের মিলনে
কর্ম্মের প্রেরণা জাগে জীবের অন্তরে।
তাই এই তিন কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়সহ
মন বুদ্ধি মিলি এই দ্বাদশ করণ;
এদেরি সহায়ে কর্ম্ম হয় সম্পাদিত।
অহঙ্কার—অভিমান—কর্ত্তা-ভোক্তারূপে
প্রযোজক হ'য়ে ক্রিয়া করে নিষ্পাদন।
কর্ম্ম অর্থে কার্য্য,—যাহা কর্ত্তার ইচ্ছায়
ক্রিয়ারূপে নিষ্পাদিত হয় পরিশেষে।

করণ—ইন্দ্রিয়বর্গ, কর্ত্তা—অহঙ্কার,
অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, এই তিনের সংযোগে
সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদিত হয় সর্ব্বভাবে।
সে-হেতু, এ-তিন হয় কর্ম্মের আশ্রয়।

নিঃ—২১ চৈতন্য-সংযুক্ত সেই একই শক্তির
বিভিন্ন বিকাশে সৃষ্টি অন্তহীন রূপে।

অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্ব-চরাচর,
নাম রূপ দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের বৈষম্যে
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণভেদ হেতু,
যে-জ্ঞানে বিভিন্ন বলি হয় অনুভূত,—
স্বাভাবিক জ্ঞান যাহা,—তাহাই রাজস।

নিঃ—২২ দেহে বা বিগ্রহে কিংবা পদার্থবিশেষে
অথবা বিশিষ্ট স্থানে, তীর্থে বা মন্দিরে
পূর্ণরূপে বিদ্যমান আত্মা বা ঈশ্বর,
নাহিক অস্তিত্ব তাঁর অন্যত্র কোথাও,
এইরূপ অনুভূতি হয় যেই জ্ঞানে,—
অযৌক্তিক পরমার্থতত্ত্ববোধহীন
তুচ্ছ অল্প ফলদায়ী সে-জ্ঞান—তামস।
অনন্ত অসীম সেই পরমসত্তার
শান্ত সীমাবদ্ধ জ্ঞান তামসিক জ্ঞানে।

নিঃ—২৪ ফলের কামনা করি অনুষ্ঠিত কাজ
রাজসিক কর্ম্ম বলি হয় অভিহিত।
অহঙ্কারী অভিমানী দাম্ভিক পুরুষ
আপন প্রতিষ্ঠা খ্যাতি মান যশ তরে
যজ্ঞ দান তপস্যাদি করে যা সাধন,—

তাহাও রাজসকর্ম্ম—শ্রদ্ধাহীন বলি।
রাজসিক কর্ম্ম বহু আয়াস-সাপেক্ষ;
অভিমান ফলাকাঙ্ক্ষা মূলেতে তাহার।

নিঃ—২৬ সাত্ত্বিক-পুরুষ সদা ত্যজি অভিমান,
কর্ম্মে কর্ম্মফলে স্পৃহা করি পরিহার,
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হ'য়ে সুখ-দুঃখহীন,
লাভ-ক্ষতি শুভাশুভে অলিপ্ত রহিয়া,
প্রারব্ধ-সঞ্চিত নিজ অদৃষ্ট তাঁহার
যখন যে কর্ম্মে তাঁরে করে নিয়োজিত,—
বিবেক-বিচারে নিজ কর্ত্তব্য জানিয়া
ঈশ্বরের যন্ত্রবৎ, প্রকৃতি-নিয়মে
নির্ব্বিকার চিত্তে তাহা করেন সাধন।
শুভকর প্রিয়কর্ম্মে নাহি অনুরাগ,
অপ্রিয় কর্ম্মেও তাঁর নাহিক বিদ্বেষ;
অনুচিত হর্ষ শোক নাহিক তাঁহার।
নির্লিপ্ত রহিয়া সদা কর্ম্মে কর্ম্মফলে
বিবেকের অনুযায়ী কর্ম্মে হন রত।

নিঃ—২৭ রাজস-পুরুষ সদা কামনা-আকুল।
ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগ তরে
সর্ব্বদাই অনুরাগ আকাঙ্ক্ষা তাহার;
ফল অভিলাষে শুধু কর্ম্মে হয় রত।

লোভী, হিংসা-পরায়ণ, পরপীড়াদায়ী,
শাস্ত্রমত শুচিশুদ্ধি-সদাচারহীন,
লাভে বা অলাভে হর্ষ বিষাদ তাহার।
সুখভোগে ফললাভে স্বার্থ অন্বেষণে
নীতিধর্ম্ম-বিগর্হিত অসাধু উপায়ে
শৌচাচারহীনভাবে কর্ম্মে হ'য়ে রত
সুখদুঃখ করে ভোগ নিজ কর্ম্মফলে।

নিঃ—২৯ বিচার-সহায়ে বুদ্ধি সুনিশ্চয় করি
অন্তরে বিষয়জ্ঞান করে প্রকাশিত।
ধারণা—বুদ্ধির বৃত্তি, অন্তরে যা হ'তে
অনিশ্চিতভাবে হয় বস্তুর প্রকাশ।
বুদ্ধিতে সংশয় নাই, আছে তা ধৃতিতে।
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের পার্থক্যে
বুদ্ধি ও ধৃতির ভেদ, তাহাও ত্রিবিধ।

নিঃ—৩০ লুব্ধ জীব কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া
ঐহিক ও পারত্রিক সুখ ভোগ তরে
লৌকিক বৈদিক সর্ব্ব কর্ম্মে হয় রত।
কর্ম্মের প্রবৃত্তি জাগে—ভোগ অভিলাষে।
কর্ম্মের নিবৃত্তি—ভোগ-বাসনার নাশে।
কার্য্য অর্থে কর্ম্ম,—যাহা শাস্ত্রবিধিমতে
অবশ্য-কর্ত্তব্যবোধে সকল জীবের

অবশ্যই করণীয় চিত্তশুদ্ধি হেতু।
অকার্য্যের অর্থ—সর্ব্ব কর্ম্মের সন্ন্যাস।

জীবের বন্ধন মুক্তি কর্ম্মফল হ'তে।
আসক্তি করিয়া ত্যাগ কর্ম্মে কর্ম্মফলে
অবশ্য-কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিলে সাধন
কর্ম্মের বন্ধন হ'তে মুক্ত হয় জীব।
অনাসক্ত কর্ম্মযোগী কর্ম্মের সহায়ে
শুদ্ধচিত্ত হ'য়ে শেষে কর্ম্ম করে ত্যাগ।
অযোগী, কামনা হেতু, ভোগ অভিলাষে
কর্ম্ম করি বদ্ধ হয় কর্ম্মের বন্ধনে।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি আর কর্ম্ম কর্ম্মত্যাগ
ভয় বা অভয় আর মোক্ষ বন্ধনের
সবিশেষ তত্ত্ব সব সুনিশ্চিতরূপে
সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে শুধু হয় নিরূপিত।

মিঃ—৩১ শাস্ত্র-বিধিনিষেধের শাসন মানিয়া
সদাচারে সুষ্ঠুরূপে শ্রদ্ধাভক্তিভরে
বিহিত শাস্ত্রীয়কর্ম্ম হ'লে অনুষ্ঠিত,
ধর্ম্মরূপ পুণ্যলাভ হয় কর্ম্মফলে।
নীতিধর্ম্ম-বিগর্হিত সদাচারহীন
অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম হ'তে অধর্ম্ম-সৃজন।

কার্য্য—যাহা করণীয় অবশ্য-কর্ত্তব্য।
অকার্য্য—যা বর্জ্জনীয় অবিহিত কাজ,
অশুভ সৃজনকারী, দুঃখতাপদায়ী।
মোক্ষের প্রসঙ্গ নাই রাজস বুদ্ধিতে,
তাই অকার্য্যের অর্থ নহে কর্ম্মত্যাগ।

ধর্ম্মাধর্ম্ম শুভাশুভ পাপপুণ্যরূপে
অবশ্যই ফল কর্ম্ম করিবে প্রসব।
ধর্ম্ম হ'তে পুণ্যলাভ,—ফল সুখভোগ;
পাপ-তাপ-দুঃখভোগ অধর্ম্ম হইতে।
অলৌকিক কর্ম্মফলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে
সৃষ্ট হয় শুভাশুভ অদৃষ্ট জীবের।
শুভাশুভ পাপপুণ্য সুখদুঃখরূপে
অদৃষ্টের ফল জীব ভোগে কর্ম্ম করি।

কর্ম্মের লৌকিক ফল শুভ বা অশুভ
সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয় স্বাভাবিক জ্ঞানে।
অদৃষ্ট-সৃজনকারী অালৌকিক ফল
শাস্ত্রের বিধানে মাত্র হয় নিরূপিত।
ফলের কামনা করি ভোগ অভিলাষে
সকাম-পুরুষ স্বীয় বুদ্ধি অনুযায়ী
বিহিত বা অবিহিত কর্ম্মে হয় রত।

ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য সুনিশ্চিতরূপে
রাজস-বুদ্ধিতে নাহি হয় নির্দ্ধারিত।
কামনায় আবরিত রাজস-বুদ্ধিতে
শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণীত না হয়।
সমর্থ না হয় জীব করিতে বিচার
ইষ্টানিষ্ট শুভাশুভ শ্রেয় প্রেয় তার।
তাই ফলভোগ তরে হইয়া আকুল
রাজস-বুদ্ধিতে জীব নিজ শ্রেয় ভুলি,
সুখের সন্ধানে করি কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
আবদ্ধ হইয়া সেই কর্ম্মের বন্ধনে
সুখ-দুঃখ করে ভোগ ইহ-পরলোকে।

নিঃ—৩২ তামসিক বুদ্ধি সদা মোহে আবরিত।
বিচারবিহীনভাবে সর্ব্ব বিষয়ের
অসংশয়ে বিপরীত অর্থ করে স্থির ;—
যাহা নহে যাহা,—তারে ভাবে তাই বলি।

নিঃ—৩৩ সাত্ত্বিকী ধারণা হ'তে চিত্তের প্রসাদ।
বৈরাগ্যের পথে জীবে করিয়া চালিত
সাত্ত্বিকী ধারণা চিত্ত একাগ্র করিয়া
সমাধিতে মন প্রাণ করে নিয়োজিত।
সাত্ত্বিক-বিশ্বাস হ'তে মোক্ষ হয় লাভ।

নিঃ—৩৪ রাজস-ধারণা হ'তে জীবের অন্তরে
ঐহিক ও পারত্রিক সুখ ভোগ তরে
প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় কর্ম্ম সম্পাদনে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম জীব সুনিশ্চিতরূপে
হ'য়ে পরিজ্ঞাত, তার ভোগ অভিলাষে
বিহিত শাস্ত্রীয়কর্ম্মে হয় নিয়োজিত।
রাজস-ধারণা শুধু বন্ধের কারণ;
কর্ম্মে বদ্ধ হয় জীব বাসনার হেতু।
মোক্ষ নাহি হয় লাভ সে-ধারণা হ'তে।

নিঃ—৩৫ ইষ্টনাশ হেতু শোক, দুঃখ অসিদ্ধিতে—
কামনার অপূরণে, সর্ব্ববিধ ভয়,
ইন্দ্রিয়ের অবসাদ—আলস্য, বিষাদ,
কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটী, গর্ব্ব, অহঙ্কার,
অশাস্ত্রীয়ভাবে সর্ব্ব বিষয়ের সেবা,
নিদ্রা-কাতরতা,—এ-সকল মূঢ় ভাব—
দুর্ব্বুদ্ধি অবোধ নাহি করে পরিত্যাগ
তামসী-ধারণাযুক্ত অন্তর যাহার।

নিঃ—৩৬ বাসনার অনুরূপ ফললাভ হ'তে
জীবের অন্তরে হয় সুখের উদয়।
সুখ হ'তে রতি প্রীতি;—হয় দুঃখনাশ।

অন্তরের বৃত্তি ভেদে, গুণের বৈষম্যে,
কর্ম্মফল ভেদ হেতু,—সে-সুখ ত্রিবিধ।

নিঃ—৩৭ বাসনার অনুরূপ ফলভোগ হ'তে
জীবের অন্তরে হয় সুখের উদয়।
বিষয়-সম্ভোগজাত সুলভ সে-সুখ
অতি ক্ষণস্থায়ী। তাহা বিষয়ের নাশে,
অথবা ভোগের শেষে দেয় দুঃখ তাপ।
আদি অন্ত আছে তার, আছে পরিণাম।

কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞান-সঞ্জাত যে-সুখ,
পরম আনন্দ যাহা নিত্য চিরস্থায়ী,
পরিণাম নাহি যার, নাহিক বিনাশ,
বিবেক-বৈরাগ্য হ'তে উদ্ভব তাহার।
অতি কষ্টসাধ্য তাহা, অতীব দুর্লভ;
লভ্য সর্ব্ব ভোগস্পৃহা-বর্জ্জন হইতে।
পূর্ব্বে বিষবৎ তাই হয় অনুভূত;
কিন্তু তাহা পরিণামে অমৃতসমান,
অক্ষয় আনন্দদায়ী, অফুরন্ত সুখ।
তাহাই সাত্ত্বিকী সুখ,—শ্রেষ্ঠ সুখ তাহা॥

নিঃ—৩৮ রাজসিক সুখ অগ্রে অতি রমণীয়।
বিষয়-সম্ভোগ হ'তে উদ্ভব তাহার;

কিন্তু ভোগশেষে কিংবা বিষয়ের নাশে
পশ্চাৎ-সন্তাপদায়ী, হয় বিষবৎ।
ক্ষণস্থায়ী সেই অল্প সুখের পশ্চাতে
পরিণামে বহু দুঃখ থাকে লুক্কায়িত।
রাজস-সুখের ফল বহু দুঃখভোগ।

নিঃ—৪০　প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী মহাশক্তিরূপা,
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের আধার।
বিক্ষুব্ধ প্রকৃতি হ'তে গুণ-পরিণামে
গুণের বৈষম্যে সৃষ্টি—শক্তির বিকাশে।
এ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড,—স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,—
ব্রহ্মা প্রজাপতি হ'তে অণু পরমাণু
স্থূল সূক্ষ্ম আদি সর্ব্ব সৃষ্ট-পদার্থই
প্রকৃতি-অধীন, তার গুণ-পরিণাম।
কোন পদার্থই নাই বিশ্ব-চরাচরে
করে যাহা স্থিতিলাভ অতিক্রম করি
সত্ত্ব রজ তম তিন গুণ প্রকৃতির।

একমাত্র ভগবান চৈতন্যস্বরূপ
পরমাত্মারূপী নিত্য সত্য সনাতন
নিরাকার নির্ব্বিকার অক্ষয় অব্যয়
সর্ব্বব্যাপী চিৎসত্তা,—শক্তির চালক,
প্রকৃতির অধিষ্ঠান, কারণ সবার।

স্বৃষ্টির অনাদি বীজ তিনি সর্ব্বাধার।
তাঁরি সত্তা হেতু সবে হয় সত্তাবান।

তাঁহারি প্রকৃতি সর্ব্ব স্বৃষ্টি-প্রসবিনী
মহাশক্তি মহামায়া। তিনি স্ব-ইচ্ছায়
আপনার মায়াশক্তি করিয়া চালিত
বিশ্ব-চরাচররূপে হন প্রকাশিত।
গুণময়ী পরিণামী প্রকৃতি তাঁহার
গুণের বৈষম্যে করি এ-স্বৃষ্টি রচনা
সর্ব্বভাবে সর্ব্বকার্য্যে আছেন নিরত।
সর্ব্ব স্বৃষ্টবস্তু তাই গুণের অধীন।

তিনিই কেবলমাত্র সর্ব্ব গুণাতীত
পরম-পুরুষ মায়াশক্তির ঈশ্বর,
পরমার্থতত্ত্ব নিত্য সত্য সনাতন।
স্বীয় প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করি
নির্লিপ্ত রহেন তিনি সকল বিষয়ে।
অক্ষয় অব্যয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ
তিনিই এ-দেহী আত্মা—ব্রহ্ম সনাতন।
নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ত তিনি,—শক্তি করে কাজ।

দ্বিভাবে বিভক্ত করি তিনি আপনারে
পুরুষ-প্রকৃতিরূপে করিয়া কল্পনা,

বিশ্ব-চরাচররূপে হন প্রকাশিত।
শিব-শক্তিযোগে তাই সৃষ্টির কল্পনা।
শক্তি-পরিণামে সৃষ্ট অনিত্য অসৎ
এ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুধু মায়ার বিকার।
প্রকৃতির গুণ হ'তে উদ্ভব তাহার।

নিঃ—৪২　মনের প্রসন্নভাব, ইন্দ্রিয়সংযম,
শারীরিক তপ, শুচি অন্তর-বাহ্যের,
ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান—শাস্ত্র-অর্থবোধ,
বিজ্ঞান—প্রত্যক্ষজ্ঞান—শাস্ত্রার্থনিশ্চয়—
অন্তরে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতি তার,
আস্তিক্য—সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, যাহা সুনিশ্চিত
নিজ শ্রেয়োলাভ তরে কর্ত্তব্য-সাধনে
করে জীবে নিয়োজিত,—এই সব গুণ
ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক প্রকৃতি-সম্ভূত।

নিঃ—৪৬　কর্ম্মে কর্ম্মফলে স্পৃহা করিয়া বর্জ্জন
বর্ণাশ্রমোচিত নিজ অধিকারমত
অবশ্য-বিহিত কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান,
সমর্পিয়া ভগবানে সর্ব্ব কর্ম্মফল
নিষ্কাম হইয়া তাঁরে করিলে অর্চ্চনা—
চিত্তক্ষেত্র পরিশুদ্ধ হয় মানবের;
জ্ঞান-ভক্তিলাভে জীব হয় অধিকারী।

শুদ্ধচিত্তে জ্ঞানালোক হয় বিভাসিত।
ভগবৎ-কৃপা লভি শুদ্ধচিত্ত হ'য়ে,
কর্ম্মবীজ ধ্বংস করি জ্ঞানের আগুনে,
ছিন্ন করি মায়াপাশ,—কর্ম্মের বন্ধন,—
পরাশান্তিলাভ জীব করে অবশেষে।

নিঃ—৪৭ শাস্ত্র-বিধিনিষেধের বিধান মানিয়া
অবশ্য-কর্ত্তব্য বোধে অধিকারমত
স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট নিজ আশ্রম-বিহিত
স্বাভাবিক কর্ম্ম করি নিষ্কাম হইয়া
পাপভোগ হ'তে জীব পায় পরিত্রাণ।

নিঃ—৪৮ দোষহীন কোন কর্ম্ম নাহি এ-জগতে।
ধূমাবৃত বহ্নিসম, সকল কর্ম্মই
রজস্তমোগুণজাত দোষদুষ্ট সদা।
নিজ অধিকারমত স্বাভাবিক কাজ
সদোষ হ'লেও তাহা নহে বর্জ্জনীয়।
স্বভাব-প্রসূত নিজ অধিকারমত
বর্ণাশ্রমোচিত বৈধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান
জীবের কর্ত্তব্য সদা নিজ শ্রেয় তরে।

নিঃ—৫৪ সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সদা নির্ব্বিকার,
পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী

সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত, নির্লিপ্ত, নিষ্কাম ;
পরম-ঈশ্বর বলি জানি ভগবানে,
গুরু ইষ্ট ভগবানে জানিয়া অভেদ,
নিজেরেও সবা সাথে অভিন্ন জানিয়া
লভেন চরম-ভক্তি পরম-ঈশ্বরে।
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত সাধু মহাত্মা সজ্জন
ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ভক্ত, পরম-বৈষ্ণব।

জ্ঞানী ও ভক্তের মাঝে নাহি কোন ভেদ,
ভেদ মাত্র উভয়ের সাধন-পন্থায়।
ভাবের পার্থক্যে ভেদ হয় অনুভূত।
সাধকের কাছে তাহা ভেদের বিষয়,
সিদ্ধের নিকটে নাহি থাকে কোন ভেদ।

নিঃ—৫৮ নরদেহধারী কৃষ্ণ গুরু-ভগবান
প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনেরে উপদেশরূপে
কহিলেন—গুরুবাক্যে করিয়া বিশ্বাস
তাঁহারি আদেশে হ'তে কর্ম্মে নিয়োজিত।
গুরুবাক্যে অবিশ্বাসী যে-বা শ্রদ্ধাহীন
সেই পুরুষার্থভ্রষ্ট, করে দুঃখভোগ।

নিঃ—৬১ ভগবান নারায়ণ বিধাতা ঈশ্বর
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ সবার,

অন্তর্য্যামীরূপে সদা অধিষ্ঠিত থাকি
দেহ-অভিমানী সর্ব্ব ভূতের অন্তরে,
সবারেই স্বীয় মায়াশক্তির প্রভাবে
করি বিমোহিত সদা করেন চালনা।

জীবের স্বাধীন ইচ্ছা নাহি কোনকালে।
প্রকৃতির বশে সবে হইয়া অবশ,
মায়া-বিমোহিত হ'য়ে, ঈশ্বর-অধীন
যন্ত্রবৎ নিজ কর্ম্মে আছে নিয়োজিত।
অজ্ঞান অবোধ জীব নাহি জানে তাহা।
তাই সদা আপনারে কর্ত্তা বলি গণি
কর্ত্তৃত্বের অভিমানে কর্ম্মে হ'য়ে রত,
কর্ম্মফলরূপে প্রাপ্ত পাপ-পুণ্য হ'তে
অহঙ্কারবশে করে সুখদুঃখ ভোগ।

ঈশ্বরে যে কর্ত্তা বলি জানে সব কাজে
কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব তার নাহি কোনকালে;
ঈশ্বর-ইচ্ছায় মাত্র করে সব কাজ।
জ্ঞানী ভক্ত তাই নিজ কর্ত্তৃত্ব ত্যজিয়া
প্রকৃতির বশে শুধু ঈশ্বর-ইচ্ছায়
যন্ত্রবৎ সর্ব্ব কর্ম্ম করেন সাধন—
সমর্পিয়া ভগবানে সর্ব্ব কর্ম্মফল।

অবোধ অজ্ঞান নিজ কর্ত্তৃত্বের হেতু
কর্ম্ম করি সুখদুঃখ করে সদা ভোগ।

নিঃ—৬২ সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী সর্ব্ব-নিয়ন্তা বিধাতা,—
সবার রক্ষক, প্রভু, সবাকার গতি,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর,
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব আদি, সৃষ্টির কারণ।
সর্ব্বভূতে সমভাবে অধিষ্ঠান তাঁর।
তাঁহারি বিধানে চলে এ-তিন ভুবন।
সেই ভগবানে সদা করিয়া স্মরণ,
তাঁহারি শরণাপন্ন হ'য়ে সর্ব্বভাবে,
সর্ব্ব কার্য্যে তাঁহারেই কর্ত্তা বলি গণি
কর্ম্ম কর্ম্মফল তাঁরে করি সমর্পণ,
অনাসক্ত নির্ব্বিকার নির্লিপ্ত হইয়া,
বিবেক-বিচারসহ বুদ্ধি করি স্থির,
নিজ অধিকারমত শাস্ত্রবিধি মানি
অবশ্য-কর্ত্তব্যকর্ম্ম করে যে সাধন,—
চিত্তশুদ্ধি হয় তার কর্ম্ম অনুষ্ঠানে।
ঈশ্বরের কৃপালাভ করিয়া সে-জন
জ্ঞান ভক্তি লাভে শেষে হয় অধিকারী।
কর্ম্ম তার ধ্বংস হয় জ্ঞানের বিকাশে।
সেই পায় পরাশান্তি ঈশ্বর-কৃপায়।

নিঃ—৬৬ নরদেহধারী হরি কৃষ্ণ ভগবান
নিজেই আচার্য্য গুরু উপদেষ্টারূপে
প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের অজ্ঞান-প্রসূত
অবিবেকরূপ মোহ করিতে বিনাশ,
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য না করি বিচার
কর্ত্তব্য-পালনে তাঁরে প্রবুদ্ধ করিতে
করিলেন সর্ব্বোত্তম পথের নির্দ্দেশ,—
একমাত্র শ্রীগুরুর আদেশ মানিয়া
গুরুপদে সর্ব্ব ভার করিয়া অর্পণ,
গুরুর শরণাপন্ন হ'য়ে সর্ব্বভাবে
নির্ব্বিচারে তাঁহারেই করিতে আশ্রয়।

সর্ব্বভূতে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া
সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছেন ঈশ্বর।
মূঢ় জীব তাঁহারে না দেখে কোন স্থানে;
আপন অন্তরে তাঁরে খুঁজিয়া না পায়।

মুমুক্ষু জীবের হৃদে আকাঙ্ক্ষা জাগিলে,
বিবেক-বৈরাগ্য তার হ'লে সমুদিত,
জাগ্রত্ হইলে তার জ্ঞানের পিপাসা,
ভগবৎ-কৃপালাভে হইলে ব্যাকুল,
গুরুরূপে ভগবান নরদেহধারী
আবির্ভূত হন সদা সম্মুখে তাহার।

ভগবান নারায়ণ জগতের গুরু।
তিনিই তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী ভক্তের আকারে
গুরুরূপে বর্ত্তমান জীবের কল্যাণে।
জীবের মঙ্গল তরে গুরু-ভগবান
স্থূলদেহে গুরুরূপে উপদেশ দানে
শক্তি সঞ্চারিত করি শিষ্যের হৃদয়ে
চালিত করেন তারে বিধি অনুযায়ী।

ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যই মানবের গুরু।
জ্ঞানদানে অন্ধকার করিয়া বিনাশ
আচার্য্যই গুরুরূপে শিষ্যের অন্তরে
জ্ঞানের বিমল জ্যোতি করেন প্রকাশ
জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করি চিত্ত তার।
তাই মাত্র দেহধারী গুরু আচার্য্যই
শিষ্যের মঙ্গলে, তার হিত-সাধনায়
একমাত্র অধিকারী ঈশ্বর-ইচ্ছায়।

গুরু বিনা শ্রেয়োলাভ না হয় শিষ্যের।
দেহধারী গুরুরে যে করে অবহেলা,
শ্রদ্ধাভক্তিহীন যে-বা হয় অবিশ্বাসী,—
সেরূপ শিষ্যের প্রতি ঈশ্বর বিমুখ।

গুরু ইষ্ট ভগবান এ তিনে অভেদ;
বুদ্ধির মালিন্য হেতু হয় ভেদজ্ঞান।
শুদ্ধচিত্তে ভেদজ্ঞান নাহি পায় স্থান।
চিত্তশুদ্ধিহীন স্বীয় ভাবের পার্থক্যে,
আপন অন্তরে গুরুশক্তির বিকাশে
তারতম্য অনুভব করে জীব, তাই
আপন বিচারমত ভ্রান্ত বুদ্ধি ল'য়ে
গুরুরে মানবজ্ঞানে করে অবহেলা।

গুরুতত্ত্ব—নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় নির্গুণ;
শ্রীগুরুর গুরুশক্তি করে মাত্র কাজ।
গুরুশক্তি—ফলদাত্রী; শ্রীগুরু—নির্গুণ।
শুদ্ধির পার্থক্য হেতু শিষ্যের অন্তরে
সে-শক্তি বিভিন্নরূপে হয় সঞ্চারিত।

চিত্তের মালিন্য যবে হয় বিদূরিত,
বিশুদ্ধ অন্তরে যবে বুদ্ধি হয় স্থি,
শ্রদ্ধাবান সে শিষ্যের হৃদয়ে তখন
গুরুশক্তি পূর্ণরূপে হয় প্রকাশিত।
গুরু-শিষ্যে ভেদাভেদ থাকে না তখন।
সে-অবস্থা—নির্ব্বিকল্প-সমাধিসাপেক্ষ,—
লভ্য মাত্র গুরু আর ঈশ্বর-কৃপায়।

নরদেহধারী হরি আচার্য্যের রূপে
অর্জ্জুনেরে উপদেশ করিয়া প্রদান
শিখালেন জীবে গুরু ঈশ্বরের সেবা ;
একমাত্র গুরুবাক্যে করিয়া নির্ভর,
দেহধারী ব্রহ্মবিদ্ গুরু আচার্য্যেরে
ভগবান-জ্ঞানে, তাঁরে করিয়া আশ্রয়,
তাঁহারি শরণাপন্ন হ'তে সর্ব্বভাবে।
ভগবানে গুরুপদে শরণাগতিই
জীবের চরম পথ নিজ হিত তরে।

নিঃ—৬৯ জ্ঞান লভি শুদ্ধাভক্তি করিয়া আশ্রয়
ইষ্টে নিষ্ঠাবান সেই পরম-বৈষ্ণব
জ্ঞানীভক্ত প্রিয়তম ভক্ত ঈশ্বরের।
তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ ভক্ত নাহি ত্রিভুবনে।
সেই ব্রহ্মবিদ্ ভক্ত প্রেমিক-পুরুষ
ঈশ্বরের প্রিয়কারী,—রত তাঁর কাজে।

নিঃ—৭৮ ঈশ্বরে বিশ্বাসী জীব শ্রদ্ধাভক্তিভরে
গুরু আচার্য্যের বাক্যে হ'য়ে নিষ্ঠাবান,
তাঁহারি নির্দ্দেশে নিজ কর্ত্তব্য-পালনে
হয় যদি যত্নবান ত্যজি ফলাফল,—
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম লাভ করে সে নিশ্চিত।

দৈব ও পুরুষকার সম্মিলিত যথা—
সুখ শান্তি সর্ব্বৈশ্বর্য্য তথা বর্ত্তমান।
যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ, সৌভাগ্য তথায়,
সর্ব্ব সাধনার সিদ্ধি তথা বিরাজিত।

অষ্টাদশ অধ্যায় নির্ঘণ্ট সমাপ্ত।

—:(০):—

ওঁ শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	শ্লোক	লাইন	আছে	হবে
৬	—	১৭	কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ	কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ
„	—	১৯	„	„
„	—	২০	গুরু শিষ্যেব	গুরুশিষ্যের
৭	—	১৯	সংসার ক্ষেত্রে	সংসারক্ষেত্রে
১২	—	৮	কৃতজ্ঞত	কৃতজ্ঞতা
১৩	২	২	দুর্য্যোধন,	দুর্য্যোধন
১৪	৪ ৫।৬	৫	যুদ্ধে	যুদ্ধে
১৮	৩০	৩	লক্ষ্মণ	লক্ষণ
২১	৪৪	২	রাজ্য-সুখলোভে	রাজ্যসুখ-লোভে
৪৫	৩৯	২	কুন্তিনন্দন	কুন্তীনন্দন
৬৮	১৬	১৭	নিদ্রাতুব	নিদ্রাতুর
৭৫	৪৫	২	যোগমুক্ত	যোগযুক্ত
৮১	১৭	৪	একনিষ্ট	একনিষ্ঠ
৮৭	৯।১০	২০	ভ্রব্বয়ের	ভ্রূদ্বয়ের
৮৮	১২।১৩	৪	„	„
৯৫	৭	১	কুন্তিনন্দন	কুন্তীনন্দন
১১৩	৩৪	৩	আমি,	আমি।
১২১	১৯	২	অগনন	অগণন
১২৮	৪০	৮	ঊর্দ্ধে	ঊর্দ্ধে
১৩১	৪৮	২	অধ্যয়ণ	অধ্যয়ন
১৩২	৫৪	১৫	আমর	আমার
১৩৫	৫	২	নির্গুনের	নির্গুণের
১৪৩	৮।১২	২	আকাঙ্খাহীনতা	আকাঙ্ক্ষাহীনতা

পৃষ্ঠা	শ্লোক	লাইন	আছে	হবে
১৪৮	২৩	৪	সত্তাস্ফূর্ত্তিদাতা	সত্তাস্ফূর্ত্তিদাতা
১৫৪	—	—	চতুর্দ্দশ অধ্যায়	চতুর্দ্দশ অধ্যায়
১৬৩	১৩	২	ভুতগণে	ভূতগণে
১৭৪	১৯	৩	আস্থর-যোনিতে	আসুর-যোনিতে
১৭৬	—	—	শ্রদ্ধাত্রয় যোগ	শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ
১৮০	১৭	১	নিব্বিকারচিত্ত	নির্ব্বিকারচিত্ত
১৮৬	১১	৬	প্রকৃতিই	প্রকৃতই
২০৮	১২	৬	আভহিত	অভিহিত
২১২	১৫	২১	তাঁব	তাঁর
২১৫	৪০	৯	আকাঙ্খিত	আকাঙ্ক্ষিত
২২০	৬৫	৩	ভ্রমন	ভ্রমণ
২২৬	৪২	৪	সহায়,	সহায়।
২৩৫	৩১	৩	যে-ভাহেই	যে-ভাবেই
২৫৩	১০	২	অর্জ্জুনের	অর্জ্জুনের
২৬৪	৩৪	৫	প্রকৃতিসম্ভুত	প্রকৃতিসম্ভূত
২৭৭	৫	২	যাঁর	যাঁর
২৮৬	১৯	১৪	যেনি	যোনি
২৯২	১৯	২	আভিচাররূপে	অভিচাররূপে
২৯৮	২৩	১৬	নাম-রূপে	নাম-রূপ